পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 283 Sunday, 14 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮৩ সংখ্যা ❋ ২৭ ভাদ্র, ১৪৩২ রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সুপ্রিম হস্তক্ষেপের বিরোধিতা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ 'দেশজুড়ে' 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' করানো আমাদের বিশেষ অধিকার। শীর্ষ আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।' শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানানো হল নির্বাচন কমিশনের তরফে। স্পষ্ট ভাষায় কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, 'শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে কমিশনকে কোনও নির্দেশ দিতে পারে না। যদি দেয় তবে সেটা কমিশনের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ।' সম্প্রতি শীর্ষ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়। সেখানে শীর্ষ আদালতের কাছে তিনি আবেদন জানান, 'দেশে যে কোনও নির্বাচনের আগে এসআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হোক। যাতে দেশের রাজনীতি ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণের অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের হাতে থাকে।' তবে আদালত এমন কোনও নির্দেশ দিক তা একেবারেই চায় না দেশের নির্বাচন কমিশন। তার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতে হলফনামা পেশ করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, 'সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরি করা ও তা বদল করা শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের কাজ। সেখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এবং সঠিক ভোটার লিস্ট তৈরির জন্য এসআইআর একান্ত প্রয়োজনীয়।' কমিশন আরও জানিয়েছে, 'আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং ভোটার তালিকাকে সঠিক রাখতে সর্বদা কাজ করা হয়।' উল্লেখ্য, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশনের 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' ইস্যুতে বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপির সুবিধা করে দিতে অন্যায়ভাবে নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। এরইমাঝে কমিশনের তরফে দেশজুড়ে এসআইআর শুরুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূত্রের খবর, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব রাজ্যের CEO-দের প্রস্তুতি সেরে ফেলতে বলা হয়েছে। অক্টোবরের যে কোনও দিন SIR প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

এই বিতর্কের আগেই গত ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে নির্দেশ দেয়, এসআইআরে আধারকার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করার জন্য। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দেশ লাগুর কথা বলা হয়। যদিও আদালত এটাও জানায়, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় আধার নম্বর যাচাই করে নিক কমিশন। এই বিতর্কের মাঝেই এবার শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিল নির্বাচন কমিশন।

'তৈল দুর্যোগ' মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের উপকূল সংলগ্ন এলাকায় কিংবা নদীতে কোনও তৈলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনায় প৷লে সেখান থেকে অনেকসময় তেল মিশে যায় জলে। এই ধরনের ঘটনায় দূষিত হয় পরিবেশ। এবার থেকে যাতে এমন দুর্ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য একটি পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। যার নাম দেওয়া হয়েছে, 'অয়েল স্পিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট'। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এবং উপকূল সুরক্ষা বাহিনী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে ' স্পিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট' নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে এদিনই অবৈধ বালি ও পাথর খাদান নিয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল নবান্ন। এই ধরনের খাদান থেকে বালি তোলা ও তার পরিবহণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না প্রশাসন। শুক্রবার এ নিয়ে নবান্নে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে এই বার্তাই দেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সূত্রের খবর, অবৈধ খাদান থেকে বালি ও পাথর তোলা রুখতে ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে নবান্ন। কীভাবে এই ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা যায়, তার সুস্পষ্ট গাইডলাইনও রয়েছে। তা পুরোপুরি মেনে চলতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। প্রয়োজনে ক৷৷ আইনি পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের। জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই অবৈধ খাদান থেকে বালি ও পাথর পাচার রোখার উপর জোর দেন মুখ্যসচিব। এদিন বৈঠকে ভার্চুয়ালি হাজির থাকা জেলাশাসকদের সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই উঠে আসে খাদানের প্রসঙ্গটি। বালি, ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলনের বিষয়টি দেখার জন্য রয়েছে মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, অবৈধভাবে বালি তোলায় একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হয়, তেমনই রাজ্য সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্বেরও ক্ষতি হয়। তাই ফের একদফা কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এদিন স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়েও একদফা আলোচনা হয়। আগামী রবিবার রয়েছে পরীক্ষা। তার আগে এ নিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে একসঙ্গে মোট ৩৫ হাজার ৭২৬ শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য। পরীক্ষা হবে দুই দফায়। নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগের জন্য প্রথম দফার পরীক্ষা গত রবিবারই হয়ে গিয়েছে। এবং সেই পরীক্ষা হয়েছে একেবারেই নির্বিঘ্নে। এই রবিবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। এবারও যাতে পরীক্ষায় কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি আগাম সেরে নিতে এদিন বৈঠকে নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। পরীক্ষা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব।

প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

আইজল, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের সরকার। মণিপুরে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

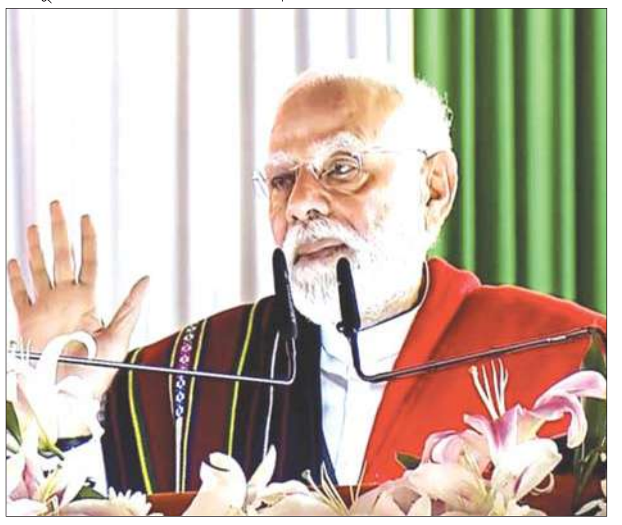

নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৫-২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে আমাদের অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মানে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। আমরা মেক ইন ইন্ডিয়ার বৃদ্ধি এবং রফতানিও দেখছি। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন, আপনারা সবাই দেখেছেন কীভাবে আমাদের সৈন্যরা সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতাকারীদের একটি শিক্ষা দিয়েছে। সমগ্র দেশ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গর্বের অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল। এই অপারেশনে, মেড ইন ইন্ডিয়া অস্ত্রগুলি আমাদের দেশকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের অর্থনীতি ও উৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের সরকার প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি অঞ্চলের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে। এই যাত্রায়, আমি আত্মবিশ্বাসী যে মিজোরামের মানুষ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মিজোরামের রাজধানী আইজল এখন ভারতীয় রেলের মানচিত্রে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ৮,০৭০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বৈরাবি-সাইরাং নতুন রেল লাইনের উদ্বোধন করেছেন, যা মিজোরামের রাজধানীকে এই প্রথমবারের ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। একটি চ্যালেঞ্জিং পাহাড়ি এলাকায় নির্মিত রেললাইন প্রকল্পে জটিল ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে ৪৫টি টানেল তৈরি করা হয়েছে। উপরন্তু, এতে ৫৫টি বড় সেতু এবং ৮৮টি ছোট সেতু রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, আজ থেকে আইজল ভারতের রেল মানচিত্রে চলে এল। কয়েক বছর আগে, আমি আইজল রেললাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলাম এবং আজ আমরা গর্বিতভাবে এটি দেশের জনগণকে উৎসর্গ করছি। দুর্গম ভূখণ্ড-সহ অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে এই বৈরাবী-সাইরাং রেললাইন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমাদের প্রকৌশলীদের দক্ষতা এবং আমাদের কর্মীদের চেতনা এটি সম্ভব করেছে। আমাদের হৃদয় সবসময় একে অপরের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। প্রথমবারের মতো মিজোরামের সাইরাং রাজধানী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে সরাসরি দিল্লির সঙ্গে যুক্ত হবে।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই অনুষ্ঠানে বলেছেন, আজ মিজোরামের রাজধানী রেল যোগাযোগ পেয়েছে। বৈরাবী-সাইরাং রেললাইন একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প ছিল। এতে ৪৫টি টানেল এবং ৫৫টি বড় সেতু রয়েছে। আসলে মিজোরামের একটি সেতু দিল্লির কুতুব মিনারের থেকেও লম্বা। এই লাইনটি এখন মিজোরামকে গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি এবং অন্যান্য অনেক গন্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। আজ তিনটি নতুন ট্রেন চালু করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রথমে রাজধানী এক্সপ্রেস নয়াদিল্লি। দ্বিতীয়ত, গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য মিজোরাম এক্সপ্রেস। তৃতীয়, কলকাতা থেকে মিজোরাম এক্সপ্রেস। রেল যোগাযোগ সমগ্র দেশকে মিজোরামের সৌন্দর্য অনুভব করতে সাহায্য করবে। পর্যটকদের আগমন বাড়বে। হোমস্টে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে কার্গো অপারেশনও শুরু করছি। ভারতের অগ্রগতির ইঞ্জিনের পরিণত হয়েছে উত্তর-পূর্ব। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, বিগত ১১ বছর ধরে উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র শনিবার আইজলে ৯ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নযনমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি এখানে মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে আছি। দুর্ভাগ্যবশত খারাপ আবহাওয়ার কারণে, আমি আইজলে আপনাদের সঙ্গে য়োগ দিতে পারছি না, তবে আমি এই মাধ্যম থেকেও আপনাদের ভালবাসা এবং স্নেহ অনুভব করতে পারি।

জঙ্গলমহলে গণহত্যার নায়ক কিষেনজির স্ত্রীর আত্মসমর্পণ

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গণহত্যায় জড়িত মাওবাদী নেতা কিষেণজি সংবাদ মাধ্যমে বলেছিলেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। তবে সরকার পরিবর্তনের পরেই তার গুলিবিদ্ধ দেহ মিলেছিল। এবার নিহত কিষেণজির স্ত্রী আত্মসমর্পণ করলেন। ২০১১ সালে কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজি নিহত হন। তার স্ত্রী পোথুলা পদ্মাবতী, যিনি সুজাতা নামে পরিচিত, তেলেঙ্গানা পুলিশের কাছে হায়দরাবাদে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি মাওবাদী দলটির একজন শীর্ষস্থানীয় নেত্রী হিসেবে ৪৩ বছর ধরে আত্মগোপনে ছিলেন। সুজাতা মাওবাদী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি প্রথম প্রজন্মের সেই মাওবাদী দেশ একজন, যারা দণ্ডকারণ্যে গেরিলা অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন। তার ভাইপো প্যাটেল সুধাকর রেড্ডি আরেকজন বিশিষ্ট মাওবাদী নেতা ছিলেন এবং ২০০৯ সালে নিহত হন।সুজাতার মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা, এবং তিনি মাওবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রভাবশালী ও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা নেত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার আত্মসমর্পণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি মাওবাদী ঘনিষ্ঠ প্রয়াত কবি ও কর্মী গদ্দারের সঙ্গেও কাজ করেছেন। মাওবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিকেও তার অবদান ছিল। স্থানীয় প্রতিবেদন বলা হয়েছে, পোথুলা কল্পনা ওরফে সুজাথাক্কা, ২০১১ সালে নিহত মাওবাদী নেতা কিষাণ জির বিধবা স্ত্রী। তাকে মোস্ট-ওয়াণ্টেড নেতাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ' ছদ্মনামে তেলেগু পত্রিকায় গল্প লিখতেন। মানুষ তাকে ময়নাক্কা নামেও চেনে। তিনি সর্বশেষ ছত্তিশগড় দক্ষিণ সাব জোনাল ব্যুরোর দায়িত্বে ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে ১০৬টি মামলা রয়েছে।এহেন নেত্রীর ধরা পড়া যে বড় সাফল্য সেব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। আশা করা যায় এতে মাওবাদী কার্যকলাপ বড় ধাক্কা খাবে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদমুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর থেকেই ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের মতো মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে মাওবিরোধী অভিযান ব্যাপক গতি পেয়েছে।

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান সুশীলাকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার উত্তরবঙ্গের থেকে নেপালের দূরত্ব বেশি নয়। তাই নেপালের অশান্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান সুশীলা কারকিকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। মমতা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান সুশীলা কারকিকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা-

নেপালের সীমান্তের কাছাকাছি। মানুষের পারস্পরিক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রতিবেশীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের বাঁধন এবং সহয়োগিতার সম্পর্ক আরও উন্নত হোক।

প্রসঙ্গত, বুধবার ৫ হাজার যুব আন্দোলনকারী একটি ভারচুয়াল বৈঠক করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে কারকির নাম প্রস্তাব করে। জানা যায়, তরুণ প্রজন্ম কারকির কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল তিনি সমর্থনের জন্য কমপক্ষে ১,০০০ লিখিত স্বাক্ষর চেয়েছিলেন। যদিও তাঁকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে সমর্থন করে ২,৫০০-রও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। এরপর নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে বসার জন্য সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল ও প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পৌডেলেরও অনুমোদন পেয়ে যান কারকি। 'জেন জি' বিক্ষোভের জেরে ওলি সরকারের পতনের চারদিন পর দেশটির দায়িত্বভার উঠেছে কারকির কাঁধে। শুক্রবার রাতে নেপালের রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য প্রধানদের উপস্থিতিতে শপথ নেন তিনি। কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল আবাস থেকে বিবৃতি জারি করে সে কথা জানানো হয়। ফলে 'জেন জি' বিক্ষোভের জেরে ওলি সরকারের পতনের চারদিন পর দেশটির দায়িত্বভার উঠেছে কারকির কাঁধে। নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। যিনি আবার বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী।

আজ রবিবার এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গত সপ্তাহেই নবম-দশম শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে শেষ হয়েছে। বাকি রয়েছে একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ পরীক্ষা। রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন ২,৪৫,৫০০ পরীক্ষার্থী। একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা ৪৭৮টি কেন্দ্রে নেওয় হবে। নবম দশমের তুলনায় পরীক্ষার্থী এবং কেন্দ্রের সংখ্যা কম হলেও নিরাপত্তায় কোনও রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন।

প্রথমত, অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে রাখা আবশ্যক। আবার অ্যাডমিট কার্ডের ছবি অস্পষ্ট থাকলে পরীক্ষার্থীদের সরকারি পরিচয়পত্র ও তার প্রতিলিপি সঙ্গে রাখতে হবে। এছাড়াও স্বচ্ছ পেন (কালো বা নীল কালি) এবং স্বচ্ছ জলের বোতল নিয়েই শুধুমাত্র পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবেন। সমস্ত নথি স্বচ্ছ ফাইল বা ফোল্ডারে নিয়ে আসা যাবে। এ ছাড়াও ফোন বা মূল্যবান সামগ্রী পরীক্ষার্থীর ব্যাগে থাকলে তা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে রাখতে হবে।

আর জি কর মেডিক্যালের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! নেপথ্যে ডাক্তারি পড়ুয়া?

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু। তবে কি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু? তা নিয়ে ধোঁয়াশা। উঠে আসছে প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের তত্ত্বও। গোটা বিষয়টা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃতার নাম অনিন্দিতা সোরেন। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থবর্ষের ছাত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রেমিক মালদহ মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। কিছুদিন আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বাড়িতে যান অনিন্দিতা। তবে কোনও কারণে মনমরা ছিলেন। সূত্রের খবর, গত সোমবার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে মালদহে গিয়েছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, তাঁরা বিষয়যটা জানতেন না। এরপরই তাঁদের ফোনে জানানো হয় অনিন্দিতা অসুস্থ। মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। ছুটে যান পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার রাতে অনিন্দিতার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আর জি করে রেফার করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মাঝ রাস্তায় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মালদহ মেডিক্যালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তরুণীকে। শনিবার সকালে সেখানে মৃত্যু হয় ছাত্রীর। পরিবারের দাবি, প্রেমিকই খুন করেছে তাঁকে। ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিয়োগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবার।

আবারও বঙ্গে ঝটিকা রাজ্য সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের রাজ্য সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহালয়ার আগেই, আগামীকাল ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন তিনি। সফরের পরদিন ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাবাহিনীর একটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে তিনি রওনা দেবেন বিহারের উদ্দেশে। শনিবার মণিপুর সফরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে অসম হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসবেন তিনি। জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন তিনি। ৫ টা ৪০ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ৬.১০ মিনিটে রাজভবনে পৌঁছবেন তিনি। সেখানে রাত্রিবাস করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পরের দিন অর্থাৎ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দুর্গে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সকাল ৯.৩০ থেকে ১ টা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কর্মসূচি রয়েছে। সেখানেই যোগ দেবেন তিনি। সেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর, দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখান থেকে বিহারে যাবেন তিনি। প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর দেশের মধ্যে ভারতীয় সেনা এবং কমান্ডারদের নিয়ে সবচেয়ে বড় বৈঠক হতে চলেছে ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়ামে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ামে কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স হবে। ওই কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। থাকবেন তিন বাহিনীর প্রধান, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান সহ সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারাও। এই কনফারেন্সে সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ কৌশল ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

নতুন তালিকা তৈরিতে উদ্যোগী নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশন ২০০২ এর সঙ্গে ২০২৪ এর সর্বশেষ ভোটার তালিকা মিলিয়ে নতুন তালিকা তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুই ভোটার তালিকাতেই যাদের নাম রয়েছে তাদের নিয়ে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন এই তালিকা তৈরি করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০০২ এর ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি ধরেই রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবি। সংশোধনীর কাজ হবে বলেও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বোমায় গুঁড়িয়ে গেল মায়ানমারের দুই স্কুল, ছিন্নভিন্ন ১৯ পড়ুয়ার দেহ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের হামলা মায়ানমারে। জাতিগত সংখ্যালঘুদের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী জানিয়েছে, মায়ানমারের জুন্টা শনিবার পশ্চিম রাখাইন প্রদেশে বোমা হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় বেশ কয়েকজন শিশু-সহ ১৯ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে আরাকান আর্মি জানিয়েছে, শুক্রবার মধ্যরাতের ঠিক পরে কিয়াউকতাও শহরের দুটি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। সেখানে ১৫ থেকে ২১ বছর বয়সী ১৯ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়। এই ঘটনায় আরও ২২ জন পড়ুয়া আহত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিরীহ শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর জন্য আমরা শোকাহত। এটি ঘটনার জন্য সরাসরি জুন্টাকে দায়ী করেছে আরাকান আর্মি। যদিও জুন্টার তরফে এই হামলার প্রসঙ্গে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমসূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ানমারের সামরিক জু ঃটা বাহিনীর যুদ্ধবিমান, ওই আবাসিক স্কুলের উপরে প্রায় ৫০০ পাউন্ডের বোমা ফেলেছে। এক বিবৃতিতে, এই ঘটনার কড়া

প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইউনিসেফ। প৷য়া মৃত্যুর ঘটনাকে ' আক্রমণ' বলে নিঃদা করা হয়েছে ইউনিসেফের তরফে। ইউনিসেফ তার বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, ' প্রদেশে ক্রমবর্ধমান হিংসার ঘটনাকে আরও প্রশ্রয় দেবে এই ঘটনা। এর চূড়ান্ত মূল্য দিতে হচ্ছে শিশুদের এবং তাদের পরিবারগুলিকে।' মায়ানমারের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করতে হিমশিম খাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এই কারনেই নিয়মিতভাবে সাধারণ মানুষের উপরে বিমান হামলা করছে জুন্টা।

২০২১ সালে সামরিক বাহিনী অং সান সুচির নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই মাযানমারে রক্তাক্ত বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে জুন্টার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে আরাকান আর্মির। রাখাইন প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষ চলছে দুই দলের। গত বছর এই অঞ্চলের ১৭টি শহরের মধ্যে ১৪টির দখল নিয়েছে আরাকান আর্মি। এরপরেই আক্রমণের তীব্রতা বা৷িয়েছে জু ঃটা। ২০২১ সালে জুন্টা দেশের ক্ষমতা দখলের পর থেকে জাতিগত সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। বাস্তুহারা হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

শুল্কের কারণেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে', অবশেষে আত্মোপলব্ধি ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথমে বাণিজ্যচুক্তি না হওয়া এবং পরে শুল্কবাণের কারণে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক কিছুটা জটিল হয়েছে। শুধু তাই নয় ভারতকে লাগাতার হুমকি দিয়ে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে আচমকা সুর বদল করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেন, ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর কারণেই দু'দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে।সম্প্রতি একটি সাক্ষাকারে ট্রাম্প বলেন, ভারত রাশিয়ার সবচেয়ে বড় গ্রাহক। মাস্কোর থেকে তেল কেনার কারণেই ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। শুল্কের কারণেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। এরপরই ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ট্রাম্প। বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার বহু দিনের ভালো সম্পর্ক। কিন্তু এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি ব্যর্থ। আমরা কড়া পদক্ষেপ করব। প্রসঙ্গত, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের জটিলতা কাটাতে গত মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিজের সোশাল মিডিয়া ট্রুথে তিনি লেখেন,' আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি দীর্ঘ বাণিজ্য জট ছাড়াতে দুই মহান দেশ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা চলছে। আমার প্রিয় বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। আমার বিশ্বাস দুই মহান দেশের এই আলোচনা শীঘ্রই সমস্ত বাধা পেরিয়ে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছবে।'উল্লেখ্য, ট্রাম্পের অন্যায্য দাবির কাছে মাথানত না করায় বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হযনি দুই দেশের।

অনেক আগেই মণিপুর যাওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর, মন্তব্য প্রিয়াঙ্কার

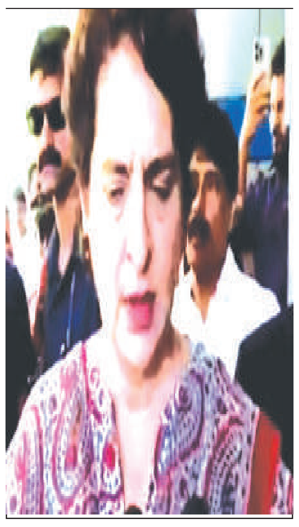

ওয়ানাড, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মণিপুর সফরকে স্বাগত জানালেও কটাক্ষ করতে ভোলেননি। কেরলের ওয়ানাডে শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, আমি আনন্দিত যে তিনি দুই বছর পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু অনেক আগেই মণিপুর যাওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে তিনি এত দিন ধরে পরিস্থিতিকে এভাবে চলতে দিয়েছেন, এত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।তিনি আরও অভিযোগ তোলেন, এমনটা ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের ঐতিহ্য ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে যে দলেরই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না কেন, দুঃখ-দুর্দশার মুহূর্তে তাঁরা সবার আগে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আজকের এই সফরে তিনি সেই ঐতিহ্য পূরণ করছেন বটে, কিন্তু তা অনেক দেরিতে। দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ আগে দেখানো উচিত ছিল।প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিজেপি শিবির সফরের গুরুত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা তুলে ধরলেও, কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি- দেরিতে হলেও যে পদক্ষেপ, তা স্পষ্ট করেছে সরকারের শিথিলতা এবং দায়িত্বজ্ঞান হীনতা।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে পুণে-তে সাইকেল র‍্যালিতে

পুণে, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃআগামী ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। সারা দেশ জুড়ে নানা কর্মসূচি ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেই আবহেই শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে দেখা গেল এক ভিন্ন ছবি। হাজারো মানুষ একত্রিত হলেন রঙিন উৎসবের আবহে, যেখানে প্রধান আকর্ষণ ছিল এক বিশাল সাইকেল র‍্যালি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫তম জন্মদিনকে সামনে রেখে আয়োজিত এই র‍্যালিতে উসাহ, উদ্দীপনা আর জনস্রোত এক অনন্য চিত্র এঁকে দিল পুণের রাস্তায়।এই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করেন বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নি। তাঁর নেতৃত্বে পুণে অন প্যাডেল শিরোনামে শুরু হওয়া. এই উদ্যোগ মুহূর্তেই পরিণত হল গণআন্দোলনের মতো এক জনউসবে। শুধু সাইকেল চালানো নয়, পাশাপাশি ছিল হাঁটার অনুষ্ঠানও। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে যোগ দেন। পুণের রাস্তায় সকাল থেকেই দেখা যায় উচ্ছ্বসিত জনতার ভিড়। র‍্যালিতে অংশ নেন দেশের কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী তথা সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর।র‍্যালির মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে. অনুরাগ ঠাকুর বলেন, সাংসদ মেধা কুলকার্নির নেতৃত্বে ' অন প্যাডেল'-এর সাফল্যের জন্য আজ পুণের হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়. নেমে এসেছেন। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে। অনুরাগের কথায় ফুটে ওঠে এক গভীর আবেগ-যেখানে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি শহরের মানুষ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বার্তাও

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সুশীলাকে অভিনন্দন জানিয়ে নেপালে শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃনেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সুশীলা কার্কি। এই দায়িত্বভার গ্রহণের পরই তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে এক্স-এ দেওয়া বার্তায় মোদী লেখেন, নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সুশীলা কার্কিজিকে আন্তরিক অভিনঃদন। নেপালের ভাইবোনদের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারত সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নেপালের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নতুন অন্তর্বর্তী নেতৃত্বের দায়িত্ব নিলেন ৭২ বছরের সুশীলা কার্কি। দেশের ইতিহাসে তিনি একদিকে যেমন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, তেমনই দীর্ঘ আইনজীবী জীবনে গণতন্ত্র রক্ষার এক নির্ভীক কণ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এই আইনজ্ঞকে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসা নেপালের তরুণ প্রজন্ম, যাদের নেতৃত্বে ক্রমশ জোর পেয়েছে তথাকথিত জেন জি মুভমেন্ট।রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল এবং সেনাপ্রধান জেনারেল অশোকরাজ সিদগেলও তাঁর প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষেককে সম্মতি দিয়েছেন। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, দুর্নীতির অভিযোগ এবং সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভের আবহে এই নতুন নেতৃত্বকে নেপালের ভবিষ্য গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মো। হিসাবে দেখা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক সৌহার্দ্য প্রদর্শন নয়, বরং ভারত-নেপাল সম্পর্কের ঐতিহাসিক বন্ধনকেও আরও দৃঢ়। করে তুলল। দুই দেশের মধ্যে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক যোগসূত্র দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান। সেই সম্পর্ককে নতুন করে শক্ত ভিত দেওয়ার বার্তাই যেন মিলল প্রধানমন্ত্রীর বার্তায়।এখন সবার চোখ নেপালের নতুন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর দিকে-অস্থিরতার এই সময়কে কীভাবে তিনি সামলান এবং দেশকে শান্তি ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান, তা নিয়েই আগ্রহ বাড়ছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত।

কাশ্মীরে শান্তি ফিরলে মণিপুরেও সম্ভব, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃদেশের রাজনীতিতে যখন মণিপুর পরিস্থিতি এক বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, তখন এ নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, মণিপুরের জনগণ শান্তি চায়। আর সেই শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। শুধু তাই নয়, এই সফর মণিপুর ও মিজোরামে নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর মনোবলকেও আরও দৃঢ় করবে বলে দাবি করেছেন তিনি।দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো অশান্ত ও রক্তাক্ত ভূখণ্ডেও যখন শান্তি ফিরেছে, তখন মণিপুরেও তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাঁর কথায়, যদি কাশ্মীর শান্ত হতে পারে, তবে মণিপুরও পারবে। মানুষের ইচ্ছা যদি শান্তি চায়, সরকার যদি দৃঢ় সংকল্প নেয়, তবে কোনও শক্তিই তা আটকাতে পারবে না।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মণিপুর ও মিজোরাম সফরকে ঘিরে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে। সমালোচনার সুর ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। কেউ বলছেন এই সফর কেবলমাত্র প্রতীকী, আবার কেউ দাবি করছেন বাস্তব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কিন্তু এই সমস্ত বিরোধিতাকে নস্যা করে দিলীপ ঘোষ সোজাসাপ্টা বলেন, যারা এখন বিরোধিতা করছেন তাঁদের দেশে গঠনমূলক কিছু করার নেই। তাঁরা শুধু সমালোচনা করেই যাচ্ছেন। মোদীজী কাজ করছেন, আর বিরোধীরা তাঁর বিরোধিতা করছে। দেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই এমনটা ঘটে থাকে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য নিছক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এক ধরনের কৌশলও বটে। কারণ বিজেপি চাইছে মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের ঘেরাও করা। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বারবার অভিযোগ তুলছে-সরকার ব্যর্থ, মানুষ অসহায়, সমাধান আসছে না-তাদের জবাব দেওয়ার জন্যই এমন বক্তব্য রেখেছেন দিলীপ ঘোষ।অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সফরকে ঘিরে আশার আলোও জ্বলেছে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বসবাস করা মণিপুরবাসী এখন চায় শান্তি, স্থিতি এবং নিরাপত্তা। তাদের প্রত্যাশা, প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি সফর ও পরিদর্শন সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কারণ, দেশের সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতি একদিকে যেমন স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও তপর করে তোলে, অন্যদিকে জনগণের মনে নতুন আশা জাগায়।তবে বিরোধীদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী শুধু সফরে গিয়ে বক্তৃতা দিলেই হবে না। তাঁদের বক্তব্য, বাস্তব সমস্যা যেমনঃজাতিগত সংঘাত, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা-এসবের কোনও স্থায়ী সমাধান না হলে পরিস্থিতি পাল্টানো সম্ভব নয়। বিরোধীরা মনে করিয়ে দিচ্ছে, কাশ্মীরের শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকারের দমননীতি, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ মিলিতভাবে কাজ করেছে। মণিপুরেও যদি তেমন শক্ত হাতে পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে শুধুমাত্র সফর বা প্রতিশ্রুতি সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।এমন প্রেক্ষাপটে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বা।াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তিনি যেভাবে কাশ্মীরের সঙ্গে মণিপুরের তুলনা টেনে এনেছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন এই তুলনা যথাযথ, কারণ দু'টি রাজ্যই দীর্ঘদিন অশান্তি ও রক্তক্ষয়ের সাক্ষী। আবার অন্য এক অংশ মনে করছে, মণিপুরের সমস্যা অনেক জটিল, যেখানে জাতিগত বৈরিতা ও ভৌগোলিক জটিলতা কাশ্মীরের তুলনায় আলাদা মাত্রায় কাজ করছে।তবে দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের মূলে একটাই বার্তা স্পষ্ট-মোদী সরকারের উপর আস্থা রাখুন। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী যেভাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে বদলে দিয়েছেন, সেভাবেই মণিপুরকে বদলাবেন। এই আস্থাই এখন বিজেপির প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।এখন সময় বলবে, মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার পথে এই সফর কতটা কার্যকর হয়। দিলীপ ঘোষ আশাবাদী, জনগণও শান্তি চায়, আর সরকারের ইচ্ছাশক্তি আছে। তাই পরিস্থিতি বদলানো সম্ভব। অন্যদিকে বিরোধীরা বিশ্বাস করতে নারাজ, তাঁদের দাবি, স্থায়ী সমাধান চাই, প্রতীকী সফর নয়।এই বিতর্কের মাঝেই মণিপুরবাসী চেয়ে আছে, তাদের জীবনে কবে সত্যিই শান্তি ফিরে আসবে। একদিকে আশা, অন্যদিকে হতাশা-দুটির টানাপোড়েনে এখন প্রতিদিনই নতুন নতুন আলোচনার জন্ম দিচ্ছে। দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে তাই নতুন করে উৎসকে উঠেছে রাজনৈতিক তরজাও।

রাশিফল

মেষঃদীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারে। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করার জন্য ভালো দিন।
বৃষঃ দিনটি আনন্দ করে কাটবে। প্রাপ্তিতে বাধা থাকলেও দিনের শেষে পেয়ে যাবেন। ফল, ওষুধ, চিকিৎসা ও লেখাপড়ার সরঞ্জামের ব্যবসায় লাভ হবেন। শুভদিন হবে
মিথুনঃ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখুন। সন্তানরা শিক্ষায় ভালো ফল করবে। তাদের সাফল্য আপনাকে অবাক করতে পারে। বাড়ি কেনার সুযোগ আসতে পারে।
কর্কট রাশি ঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে।
সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। শুভদিন হবে।
কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে।।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ
ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।
কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।
মীনঃ আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত ব্যয়. দেখা দেবে। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো বিবাদ হতে পারে। যেকোনও সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের চেষ্টা করুন। মানসিক চাপ কমাতে মেডিটেশন করুন। ব্যক্তিগত জীবনে তা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন।

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে ঃপ্রধানমন্ত্রী

আইজল, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের সরকার। মিজোরামের আইজলে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৫-২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে আমাদের অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মানে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। আমরা মেক ইন ইন্ডিয়ার বৃদ্ধি এবং রফতানিও দেখছি। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন, আপনারা সবাই দেখেছেন কীভাবে আমাদের সৈন্যরা সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতাকারীদের একটি শিক্ষা দিয়েছে। সমগ্র দেশ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গর্বের অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল। এই অপারেশনে, মেড ইন ইন্ডিয়া অস্ত্রগুলি আমাদের দেশকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের অর্থনীতি ও উৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের সরকার প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি অঞ্চলের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে। এই যাত্রায়, আমি আত্মবিশ্বাসী যে মিজোরামের মানুষ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের দেশে হোক বা বিদেশে, উত্তর-পূর্বের সুন্দর সংস্কৃতির দূতের ভূমিকা পালন করতে পারা আমাকে অনেক আনন্দ দেয়। রাইজিং নর্থ ইস্ট সামিটে, আমি বিনিয়োগকারীদের উত্তর-পূর্বের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে উসাহিত করি। সামিট ব্যাপক বিনিয়োগে ও প্রকল্পের পথ খুলে দিচ্ছে। আমি যখন স্থানীয়দের পক্ষে সোচ্চার হওয়ার কথা বলি, তখন এটি উত্তর-পূর্বের কারিগর এবং কৃষকদেরও ব্যাপকভাবে উপকৃত করে। মিজোরামের বাঁশের পণ্য, জৈব আদা, হলুদ এবং কলা সুপরিচিত। জীবনযাত্রার সহজতা এবং ব্যবসা করার সহজতা বাড়াতে আমরা ক্রমাগত পদক্ষেপ নিচ্ছি। সম্প্রতি, পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এর অর্থ হল অনেক পণ্যের উপর কম কর, যা জীবনকে সহজ করে তুলছে।

লরেটো কলেজের সাইকোলজি স্নাতকোত্তর বিভাগের উদ্যোগে শুরু হলো 'স্বস্তি মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস'

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল লরেটো কলেজ। অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কলেজের সাইকোলজি বিভাগ (স্নাতকোত্তর) চালু করল স্বস্তি মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা দেবে, তেমনি উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগও করে দেবে শিক্ষার্থীদের জন্য।স্বস্তি-র উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ও ডিন অফ সায়েন্স, পৃথা মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের টিচার-ইন-চার্জ ড. সিস্টার এ. নির্মলা, লরেটো হাউসের ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন নন্দিনী ভট্টাচার্য, আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ড. অমৃতা দাশগুপ্ত, অন্যান্য বিশিষ্টজন ও শিক্ষকবন্দ।কলেজের তরফে জানান হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে এই প্রকল্পটি স্নাতকোত্তর সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানে ক্লিনিকাল প্রশিক্ষণ প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শুরু হলেও ধীরে ধীরে এটি গা। উঠবে এমন এক কেন্দ্র হিসেবে, যেখানে থাকবে সর্বজনীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা। শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞের নির্দেশনায় হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি এমন মানুষদের সাহায্য করতে পারবে, যারা অন্যথায় চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতেন।সাইকোলজি বিভাগের (স্নাতকোত্তর) কোঅর্ডিনেটর ডঃ দীনাজ জিজিবয় বলেন, স্বস্তি শুধুমাত্র একটি ক্লিনিক নয় - এটি আশার ও আরোগ্যের এক স্থান। ভবিষ্য মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি কলকাতায় সাশয়ী. সেবার জরুরি প্রয়োজন মেটাতেও আমরা সচেষ্ট।এও জানান হয়েছে, আগামী দিনে প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং স্পেশাল এডুকেটরদেরও সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নামমাত্র মূল্যে সেবা দেওয়া হবে এক টেকসই রাজস্ব ভাগাভাগির মডেলের মাধ্যমে, যাতে সবার নাগালের মধ্যেই থাকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা। ভবিষ্যতে স্বস্তিকে একটি আন্তঃবিষয়ক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে, যেখানে এক ছাদের নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা মিলিতভাবে সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন। ' নামটি, যার অর্থ শান্তি বা মঙ্গল, প্রতিফলিত করে এই বিশ্বাসকে যে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং মৌলিক অধিকার।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে মিজোরাম

আইজল, ১৩ সেপ্টেম্বর বিকাশের নব ধারা যুক্ত হচ্ছে ভারতীয় রেলওয়েতে। ১৩ সেপ্টেম্বর (শনিবার), মিজোরামকে ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম ছোট্ট রাজ্যের মানুষজনকে রেলওয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্বস্তি দিতে মোদী সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মিজোরাম এখন জাতীয়. রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত হয়েছে। রূপান্তরমূলক এই কৃতিত্ব যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিকে উন্নত করবে এবং মিজোরামের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী আকাঙ্ক্ষা, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ট্রেনের আগমন দেখার আশা পূরণ করবে। স্বাধীনতার পর যোগাযোগ সমস্যায় জর্জরিত উত্তরপূর্বীয় রাজ্য মিজোরামে নতুন রেলপথ চালু হচ্ছে, ফলে সমগ্র রাজ্যে উসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।এতদিন মিজোরামবাসী কেবল ভূতল সড়ক বা বিমান পথেই যাতায়াত করতেন। বিমানে ভ্রমণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণ নাগরিকরা বহিঃরাজ্যে ভ্রমণ করতে পারতেন না। অন্যদিকে, পাহাড়ি রাজ্য বলে সড়কপথগুলি অপ্রশস্ত, খুবই দুর্গম এবং ঝুঁকিপূর্ণ। বর্ষাকালে ঘন ঘন ভূমিধস এবং রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতের কোনও নির্দিষ্ট সময় থাকে না। পাহাড়ি রাস্তা থেকে গভীর খাদে পড়ে যান দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এছাড়া, খাদ্যদ্রব্য, নির্মাণ সামগ্রী, পেট্রোলিয়াম পণ্য, ওষুধ ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। যার দরুন রাজ্যে সময়মতো পণ্যসামগ্রীর স্বল্পতা এবং দ্রব্যমূল্যের বৈষম্য সাধারণ মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, মিজোরাম এখন ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে একটি সহজ এবং নিরাপদ পরিবহণ মাধ্যম, অর্থাৎ রেলপথের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত রেলসড়কের উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। এ নিয়ে রাজ্যবাসীর মধ্যে অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। রাজধানী আইজল থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে সাইরাং-এ একটি সুন্দর রেলওয়ে স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। মানুষ আকুল চোখে রেললাইন এবং রেলস্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কেননা, নতুন রেলপথটি মিজোরামের মানুষের জীবনকে বদলে দিতে চলেছে।এদিকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিপিআরও নিরঞ্জন দেব হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় ভৈরবী-সাইরাং রেলপথ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ এবং রেলপথের মাধ্যমে রাজ্য কী কী সুবিধা পাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। সাক্ষরতার হারে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এই রাজ্যের যোগাযোগ পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। ভৈরবী-সাইরাং রেলপথটি অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী (দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত) ভৈরবী থেকে শুরু হয়ে. রাজধানী আইজল থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে সাইরাং পর্যন্ত এসেছে।কঠিন ভূ-পরিস্থিতি এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেলপথটি লুসাই (মিজোরাম) পাহাড়ের ঘন বাঁশ-বন, গভীর খাদ এবং খাড়া পাহাড়ের বুক চিরে গেছে। ৫১.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন রেলওয়ে প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের একটি প্রকৌশল বিস্ময়। এই প্রকল্পে ৪৮টি টানেল, ৫৫টি প্রধান সেতু এবং ৮৭টি ছোট সেতু রয়েছে। এই প্রকল্পে মোট টানেলের দৈর্ঘ্য ১২,৮৫৩ মিটার। ১৯৬ নম্বর সেতুর উচ্চতা ১০৪ মিটার যা কুতুব মিনারের চেয়ে.৪২ মিটার উঁচু। প্রকল্পের মধ্যে পাঁচটি রোড অভার ব্রিজ এবং ছয়টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এই নতুন লাইন প্রকল্পটিকে চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন ভৈরবী-হরতকি, হরতকি-কাউনপুই, কাউনপুই-মুয়ালখাং এবং ময়ালখাং-সাইরাং।এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সহজ ছিল না। কঠিন ভূ-প্রকৃতি, ভূমিধস এবং কঠিন বর্ষার মতো পরিস্থিতি রেলওয়ের সেরা প্রকৌশলগত দক্ষতার পরীক্ষা দিয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা ধীর এবং কঠিন ছিল, যার ফলে জিনিসপত্র পেতে ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ সময় লাগত। ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই লাইনটি সম্পন্ন হওয়ায় কলাশিব জেলা থেকে আইজল জেলায় ভ্রমণের সময় অর্ধেকেরও বেশি কমে যাবে। এতে কম দামে প্রয়োজনীয় পণ্য সহজে পাওয়া, নতুন কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বৃহত্তর বাজারে প্রবেশের নতুন পথও খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কঠিন ভূ-প্রকৃতির মধ্যে রেলওয়ের এই প্রকল্প নির্মাণকালে গত ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় ভৈরবী (দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলা সীমান্ত) থেকে মিজোরামের সাইরাং (আইজল থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে) সংযোগকারী কুরুং নদীর ওপর নির্মীয়মাণ রেলওয়ে সেতু ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৭ জন রেল কর্মী ও শ্রমিক। পরবর্তীতে ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ২৩।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিপিআরও নিরঞ্জন দেব জানান, সাইরাং থেকে ১৫৬০৯ গুয়াহাটি সাইরাং এক্সপ্রেস, ০২০৫৭ সাইরাং আনন্দবিহার স্পেশাল, ২০৫০৮ রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ১৫৬৭০ সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস নামে চারটি ট্রেন চলাচল করবে। তবে, (১৩ সেপ্টেম্বর) নতুন এই রেলওয়ে সেকশনের আইজল থেকে পতাকা নেড়ে একটি বিশেষ রাজধানী এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিজোরামের ভৈরবী থেকে সাইরাং পর্যন্ত নতুন রেললাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ২০১৬ সালের ২১ মার্চ ভৈরবী পর্যন্ত মিটার গেজ রেললাইন ব্রডগেজে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পণ্যবাহী ট্রেন মিজোরামের ভৈরবীতে পৌঁছে। ২০২৫ সালের ১০ জুন, হরতকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত ৫১.৩৮ কিলোমিটার রেলপথের চূড়ান্ত অংশটি চালু করা হয়। এই প্রকল্পের জন্য মোট ৮,০৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

রাশিয়ার কামচাটকা উপকূলে প্রবল ভূমিকম্প, জারি সুনামির সতর্কতা

মস্কো, ১৩ সেপ্টেম্বরঃরাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে শনিবার কেঁপে উঠল ভূখণ্ড। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.১। হঠাৎ এই প্রবল ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে প।নে উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কি থেকে প্রায় ১১১.৭ কিলোমিটার পূর্বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, এত প্রবল ভূমিকম্পের পরপরই সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ভূমিকম্পের কম্পন স্থানীয় সময় শনিবার সকালে অনুভূত হয়। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। যদিও প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার। এত অগভীর ভূমিকম্প সাধারণত বেশি ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে থাকে। বিশেষত, যদি তা সমুদ্রের নীচে ঘটে, তবে সুনামির ঝুঁকি বহুগুণে বে।ে যায়। সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় তক্ষণা জারি করা হয়েছে সতর্কতা।প্রশান্ত মহাসাগরের রিং অব ফায়ার নামে পরিচিত অঞ্চলের অংশ কামচাটকা উপদ্বীপ। এই অঞ্চল ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের জন্য বারবার খবরের শিরোনামে আসে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় টেকটোনিক ফল্ট লাইন বরাবর এই ধরনের ভূমিকম্প প্রায়শই ঘটে থাকে। বিশেষত কামচাটকার মতো এলাকা, যেখানে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবসময়ই প্রবল থাকে।স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, প্রবল কম্পনে বহু ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। তবে বিদ্যু বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উপর এখনও পর্যন্ত ব। কোনও প্রভাব প।নেনি। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।সুনামি সতর্কতার কারণে উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে না যেতে বলা হয়েছে। নৌযানগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে। জরুরি পরিষেবা বাহিনী ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে এবং উদ্ধারকর্মীরা উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন।রাশিয়ার এই অঞ্চল বহুদিন ধরেই ভূমিকম্প প্রবণ। এর আগে একাধিকবার প্রবল কম্পন অনুভূত হয়েছে কামচাটকায়। তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এত প্রবল ভূমিকম্প খুব কমই ঘটেছে।আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ বা।িয়েছে এই ঘটনা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশ ইতিমধ্যেই সুনামি সতর্কতায় নিজেদের প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে। কারণ, এত শক্তিশালী ভূমিকম্পের তরঙ্গ এক দেশ থেকে অন্য দেশে খুব দ্রুত ছ।িয়ে প।তে পারে।কামচাটকার এই ভূমিকম্প আবারও মনে করিয়ে দিল প্রকৃতির সামনে মানুষের অসহায়ত্ব। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, আজও ভূমিকম্প পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বিপর্যয় এড়াতে একমাত্র ভরসা দ্রুত সতর্কতা জারি ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি।

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

রেল যাত্রীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রী সুবিধায় রেলের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে তৈরি হচ্ছে ৪ লেন রাস্তা! শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে দীর্ঘ সময় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবার নিষিদ্ধ। পূর্ব রেল সব ধরনের গাড়ির জন্য স্টেশন চত্বরে ঢোকা ও বের হওয়ার নির্দিষ্ট পথ নির্ধারণের পরিকল্পনা শুরু করেছে। স্টেশন চত্বরে যান চলাচলের সুবিধার্থে চার লেনের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে কোন লেনে কোন ধরনের গাড়ি চলবে তাও নির্ধারিত করে দিয়েছে রেল।

স্টেশনের দিকে যে লেন মানে ভিতরের যে লেন থাকবে, তাতে শুধু অটো এবং রিকশা ঢোকা-বেরোনোর জন্য তৈরি হবে। তার পাশের লেন বরাদ্দ করা হয়েছে হলুদ ট্যাক্সি বা প্রিপেড ট্যাক্সির জন্য। তবে ট্যাক্সি নিয়ে বেশিক্ষণ ওই লেনে থাকা যাবে না। ওই লেন শুধু যাত্রী ওঠা-নামানোর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারবেন চালকরা। এরপরের লেন তৈরি করা হবে অ্যাপ

ক্যাব এবং বাইকের জন্য। পাশাপাশি, ওই লেনে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়েও যেতে পারবেন যাত্রীরা। ট্রেনের যাত্রীদের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে 'পিকআপ' এবং 'ড্রপ'-এর নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে।

প্রসঙ্গত, শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। পুজোর সময় সেই সংখ্যা যে আরও বাড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যস্ত সময়ে ট্রেন ঢুকলে মেন গেট দিয়ে বেরনোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভিড়ের সুযোগে মোবাইল চুরি, ছিনতাই এমনকী মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয় বলেও অভিযোগ।

এছাড়াও দক্ষিণ শাখা থেকে আসা যাত্রীদের বেরোনোর পথে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভিড় এবং হকারদের দোকানপাট থাকায় রাস্তাটি সংকীর্ণ পথে রূপান্তরিত হয়। তাই নিত্যদিনের এই সমস্যা থেকে নিত্যযাত্রীদের মুক্তি দিতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে পূর্ব রেল।

হাওড়ার 'ভুয়ো' ভোটার নিয়ে অভিযোগ উমেশ রাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মন্ত্রী মনোজ হাওড়ার 'ভুয়ো' ভোটার ! অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর হুমকি বিজেপি নেতা উমেশ রাইয়ের। এবার 'ভুয়ো' ভোটার হিসেবে অভিযোগ উঠলো খোদ রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে। শনিবার ভুয়ো ভোটার খুঁজতে হাওড়ার তেলকল ঘাট রেল কোয়ার্টারে আসেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই এর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মীরা যখন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির ফ্ল্যাটের ঠিকানায় যান তখন তাঁরা দেখেন ওই ফ্ল্যাটে মন্ত্রী থাকেন না। ওই ফ্ল্যাটে থাকেন অন্য এক পরিবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। তখন তাঁদের সঙ্গে শুরু হয় বচসা। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, মনোজ তিওয়ারির বাবা রেলে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে কয়েক বছর আগে মনোজ তিওয়ারি এখানেই থাকতেন। কিন্তু তাঁর বাবা অবসর গ্রহণের পর ওই ফ্ল্যাট ছেড়েও দেন। তাঁর বাবা প্রায় আট বছর আগে মারা গেছেন। অথচ ২০২১ সালে ভোটার মনোনয়ন পত্রে তিনি ওই ঠিকানা ব্যবহার করেছেন। যা সম্পূর্ণ বেআইনি। বিজেপির আরও অভিযোগ, মনোজ দীর্ঘদিন এখানে থাকেন না। তাই কিভাবে এখানকার ভোটার লিস্টে তাঁর এবং তাঁর ভাই রাজকুমার তিওয়ারির নাম থাকে ? তার মানে মন্ত্রী 'ভুয়ো' ভোটার। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান উমেশ রাই। অন্যদিকে, এই ঘটনায় তীব্র বচসা শুরু হয় স্থানীয় তৃনমুল নেতা কর্মীদের সাথে বিজেপি নেতা কর্মীদের। কেন বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছে বিজেপি কর্মীরা এনিয়ে সরব হয় তৃণমূল। বিজেপি বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। পাল্টা স্লোগান দেয় বিজেপি। তৃণমূলের দাবি, মনোজ তিওয়ারি দীর্ঘদিন এখানে থাকতেন। এখানেই তাঁর খেলাধূলার জীবন শুরু এবং বেড়ে ওঠা। তাঁর পরিবারের লোকেরাও প্রায়ই এখানে আসেন।

একবালপুরে ধনরাজ প্রসাদের বাড়ির সমানে মদ্যপানে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার একবালপুরে ধনরাজ প্রসাদ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে এক যুবক এবং তাঁর চার সঙ্গী মদ্যপান করছিলেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সেই সঙ্গে তাঁরা অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় ৩৭ বছরের ধনরাজের গলা লক্ষ্য করে চপার দিয়ে কোপ দেন প্রধান অভিযুক্ত আমজাদ। কোনও মতে রক্ষা পায় তাঁর গলা। তবে ধনরাজের বাঁ কাঁধে গুরুতর আঘাত লাগে। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে। হাসপাতাল থেকে ছাড়াও পান। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় আবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শুক্রবার কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ধনরাজের। এই ঘটনায় এক জনকে আটক করে জেরা করছে পুলিশ।

একবালপুর থানায় এফআইআর রুজু হয়েছে। এফআইআর থেকে জানা গিয়েছে, ৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার রাত ১২টার পরে ধনরাজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করছিলেন আমজাদ। সঙ্গে ছিলেন আরও চার জন। তাঁরা গালিগালাজও করছিলেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে প্রতিবাদ করেন ধনরাজ। সেই সূত্রে দুই পক্ষ বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, বচসার সময়ে জোরজবরদস্তি ধনরাজের বাড়িতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন আমজাদ। সে সময় তিনি কোমর থেকে একটি চপার বার করে ধনরাজের গলায় বসানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ধনরাজের গলায় না লাগলেও চপারের আঘাত লাগে তাঁর বাম কাঁধে। গুরুতর জখম হন তিনি।

ধনরাজকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বৃহস্পতিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন তাঁকে আবার কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি করান। শুক্রবার বিকেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরে খুনের ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে আলি রাজা ওরফে শেখ নাসরু নামে এক যুবককে আটক করেছে তারা। তাঁকে জেরা করে বাকিদের খোঁজ পেতে চাইছে পুলিশ।

পুজোর সময়ে মেট্রো-যাত্রী পরিষেবা বৃদ্ধি করতে তৎপর

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো চলাচল নিয়ে যাত্রীদের ক্ষোভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিযোগ, সময়ে আসছে না মেট্রো। এলেও থমকে চলছে। যাত্রীদের সমস্যার কথা ভেবে এ বার নতুন এক ব্যবস্থা করতে চলেছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ, যাতে দু'টি ট্রেনের মাঝে সময়ের ব্যবধান কমে। পুজোতেও যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। তবে সেই ট্রেনের সময়সূচি এখনও ঘোষণা করেননি কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত চলছে না মেট্রো। ২৮ জুলাই থেকে বন্ধ রয়েছে সেই পরিষেবা। দক্ষিণে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলছে মেট্রো। সে কারণে কবি সুভাষ স্টেশনে মেট্রোর রেক ঘোরাতে অনেক বেশি সময় লাগছে। মেট্রো জানিয়েছে, ওই স্টেশনে রেক ঘোরাতে অতিরিক্ত আট মিনিট সময় লাগছে। এর ফলে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। একই কারণে আপ লাইনেও দু'টি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন এক ব্যবস্থা করেছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দু'টি ডাউন গাড়ির পরে একটি মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে খালি করে দেওয়া হবে। সেই গাড়ি ওই স্টেশন থেকেই ঘুরিয়ে আপ লাইনে চালানো হবে। এর ফলে কবি সুভাষে নিয়ে গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আনার সময় বেঁচে যাবে।

কলকাতা পুরসভায় সতর্ক নির্দেশিকা

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরশুমে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা আটকাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ভবন ও আবাসানের ছাদের অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যবহার রুখতে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। কলকাতা পুরসভা বাদে রাজ্যের সমস্ত পুরসভার জন্যই এই নিয়ম কার্যকর হবে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আবাসিক বা অআবাসিক; কোনও ভবনের ছাদে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা যাবে না। ছাদকে সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। ব্যক্তিগত মালিকানা বা রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। আবাসিক ভবনের ছাদে চলা ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আগের দেওয়া সমস্ত লাইসেন্স বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রাপ্ত আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে কড়া শর্ত মেনে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চালানো যাবে। ছাদের অর্ধেক খোলা রাখতে হবে, দুটি আলাদা সিঁড়ি দিয়ে সার্বক্ষণিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ছাদে অস্থায়ী বা স্থায়ী ছাউনি দেওয়া, দাহ্য আসবাব রাখা, খোলা আগুনে রান্না নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার রাখা যাবে না কেবল ইনডাকশন বা বৈদ্যুতিক ওভেন ব্যবহার করা যাবে। প্রতি ১০০ বর্গ মিটারে দু'টি ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার রাখা এবং কোনও নীরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে ফায়ার সেফটি অডিট করানো বাধ্যতামূলক। সিসিটিভি নজরদারির লাইভ ফিড পৌরসভা ও পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পৌঁছতে হবে। বৈধ অগ্নি নিরাপত্তা শংসাপত্র, পুর দফতরের ছাড়পত্র ও বাড়তি ফি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, ছাদের রেলিং সর্বাধিক দেড় মিটার পর্যন্ত করা যাবে। ছাদের দশ মিটারের মধ্যে আবাসিক ব্লক থাকলে নতুন লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আধা-আবাসিক ভবনে সকল মালিকের সম্মতি ছাড়া ছাদে ব্যবসা চালানো যাবে না। বিজ্ঞা পন-হোর্ডিং নিষিদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী ভবনের ক্ষেত্রে আলাদা ছাড়পত্র লাগবে। পুজো যত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ততই কলকাতা পুরসভা তৎপর হচ্ছে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

কলকাতার আনন্দপুর থানা এলাকায় গুলশন কলোনিতে দুষ্কৃতিকারী হানা

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার আনন্দপুর থানা এলাকার গুলশন কলোনিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব এবং গুলি চালানোর ঘটনায় আরও এক জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ অম্বার ওরফে মহম্মদ নাফিস। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে বাড়ির সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই অভিযুক্তকে। গুলশন কলোনির ঘটনায় এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড় হল চার।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্দুক নিয়ে কয়েক জন দুষ্কৃতী গুলশন কলোনিতে তাণ্ডব চালায়। ওই দিন সন্ধ্যাতেই এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন জনকে গ্রেফতার করেছিল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। উদ্ধার করা হয় আগ্নেয়াস্ত্রও। বাকি দুষ্কৃতীদের ধরতে তল্লাশি জারি ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে থেকে আর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আচমকা সংঘর্ষ শুরু হয় গুলশন কলোনিতে। কয়েক রাউন্ড গুলি চলে বলেও অভিযোগ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। পরে পুলিশ এসে এন্টালি এবং নারকেলডাঙা থানা এলাকা থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকা দখলকে কেন্দ্র করেই দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বাধে। যদিও ঠিক কী কারণে এই সংঘর্ষ এবং গুলি চলল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, শহরে একের পর এক অপরাধের ঘটনায় বার বার জড়িয়েছে গুলশন কলোনির নাম। ঘন জনবসতি এবং ঘিঞ্জি ওই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে লালবাজারের উদ্বেগ অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিক বার সে কথা শোনা গিয়েছে পুলিশকর্তাদের বৈঠকে। কখনও ভরসন্ধ্যায় যুবককে রাস্তায় ফেলে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে, কখনও আবার দুই গোষ্ঠীর বিবাদে প্রকাশ্যেই হচ্ছে বোমা-গুলির বৃষ্টি। কখনও আবার ভিনরাজ্যের পুলিশ এসে ওই এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস ঘাঁটি গেড়ে থাকা একদল বাংলাদেশিকে। ওই এলাকাকে বিশেষ নজরে রেখেছে লালবাজারও। যদিও তার পরেও পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

কলকাতাগামী যাত্রীবাহী বাস থেকে উদ্ধার ৭২ লক্ষ টাকা

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতাগামী একটি যাত্রিবাহী বাস থেকে উদ্ধার ৭২ লক্ষ টাকা। তাতে গ্রেফতার হলেন মোট চার জন। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার ঘটনা।পুলিশ সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তারা অভিযান চালিয়েছিল দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পালসিট টোল প্লাজায় ভাগলপুর থেকে কলকাতামুখী একটি বেসরকারি যাত্রিবোঝাই বাসে হানা দেয় তারা। তল্লাশিতে দুটি ব্যাগ থেকে ৭২ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়।

কিন্তু উদ্ধার হওয়া টাকার বৈধ কোনও নথি ছিল না। সে জন্য এক যাত্রী, বাসের দু'জন চালক এবং এক খালাসিকে আটক করা হয়েছিল। পরে চার জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম শম্ভুনাথ বর্মা, বাবলু দাস, কৃষ্ণ দাস এবং নবীনকুমার সিংহ। এঁরা সকলেই বিহারের ভাগলপুর ও বাঁকা জেলার বাসিন্দা। নবীন এবং বাবলু বাসের চালক, কৃষ্ণ খালাসি এবং শম্ভুনাথ যাত্রী ছিলেন। মনে করা হচ্ছে, টাকার বিষয়ে চার জনই জানেন। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে এল, কার কাছে পৌঁছনোর উদ্দেশে এত টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এখনও জানা যায়নি। তদন্তের প্রয়োজনে চার জনকেই হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় পুলিশ।

বিজয়গড়ে চোলাই বিরোধী অভিযান

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিজয়রামে চোলাই বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য। বর্ধমান-১ ব্লকের বিজয়রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে নামল আবগারি দফতর ও বর্ধমান থানার পুলিশ। শনিবার সকাল থেকে কেসরাপাড়া, মালিগড়, রেলপাড় ও কুঁড়েপাড়া সহ একাধিক এলাকায় হানা দিয়ে চোলাই ব্যবসা পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের খবর পেয়ে চোলাই ঠেক মালিকরা পালিয়ে যায়। তবে আবগারি দফতরের কর্মীরা ও পুলিশ মদ তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম ধ্বংস করে দেয়। সূত্রের খবর, এদিন প্রায় ৭০ লিটার চোলাই ও প্রায় ১১,৫০০ লিটার ফরমেন্টাল ওয়াস নষ্ট করা হয়েছে।

কলকাতার ব্যস্ততম মা উড়াল পুরে ওপরে আবারও বাইকের গতি তীব্র দুর্ঘটনার কবলে

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার ব্যস্ততম উড়াল পুলগুলির মধ্যে অন্যতম 'মা'। তবে প্রায়শই এই উড়াল পুলের উপর দুর্ঘটনা ঘটে। কখনও উড়ালপুলের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় বাইক, আবার কখনও গতির বলি হন বাইক আরোহীরা। দুর্ঘটনা এড়াতে নানা পদক্ষেপ করেছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ও লালবাজার। নজর রাখা হয় উড়ালপুলের উপর লাগানো সিসি ক্যামেরার উপর। উড়ালপুলের টাঙানো আছে সর্বোচ্চ গতির সীমাও। তবে অনেক আরোহীই সেই গতি মানেন না। তা বলে, উড়ালপুলের উপরই বাইক নিয়ে কারসাজি করবেন বাইক আরোহীরা? সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুই বাইক আরোহীকে ধরে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দু'টি বাইক। সূত্রের খবর, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তিন জনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। তবে আপাতত দু'জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাজদি খান এবং

আব্দুল রেজা নামে দুই যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। দু'জনেই তিলজলার বাসিন্দা। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ তল্লাশি দলের নজরদারিতে ধরা পড়েন ওই দুই যুবক। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেই তাঁদের বাইক নিয়ে কারসাজি ধরা হয়। জানা গিয়েছে, তাঁদের মাথায় হেলমেটও ছিল না। ট্রাফিক পুলিশের তরফে শেক্সপিয়র সরণি থানায় জানানো হয়েছে। তারাই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে দুই বাইক আরোহীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। তবে আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন তাঁরা। পুজো যত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ততই রাস্তার গাড়ি চলাচল বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বহু রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হতে দেখা যাচ্ছে। তবে কলকাতা পুলিশ তৎপর। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে এবং দায়িত্ব পালন করছে।

শিক্ষকদের হাতে চড় খেয়ে ভয় দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার করা হল পিস্তলধারী ছাত্রকে

শিক্ষকের হাতে চড় খেয়ে পিস্তল বার করে তাঁকে 'ভয় দেখাতে' গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিল ছেলে। সে দিন থেকে পলাতক ছিলেন বাবা। ঘটনার ২৫ দিন পরে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রের বাবাকে ধরল পুলিশ। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। দুপুরেই ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজির করা হয়েছিল অভিযুক্তকে। বিচারক তাঁকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ইতিহাসের ক্লাসে বসে দুষ্টুমি করার জন্য এক ছাত্রকে চড় মেরে শাসন করেছিলেন শিক্ষক। তার পর টিফিনের সময় প্রধানশিক্ষকের ঘরে চলে গিয়েছিল ওই ছাত্র। তখন কয়েক জন সহকারি শিক্ষক বসেছিলেন।তাঁদের চোখ যায় জানলার বাইরে। শিক্ষকেরা দেখেন, এক ছাত্রের হাতে পিস্তল। সে সেটি নিয়ে প্রধানশিক্ষকের কক্ষের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছে। তবে সহপাঠীরা তাকে আটকে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে এক সিভিক

ভলান্টিয়ার গিয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেন। ঘটনাক্রমে গ্রেফতার হয় ওই ছাত্র। কিন্তু সে দিন থেকে তার বাবার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। জুভেনাইল বোর্ডের নির্দেশে বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে একটি হোমে রয়েছে ওই ছাত্র। শনিবার তার বাবাকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ছেলেটি যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে স্কুলে এসেছিল, সেটি তার বাবার। শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত অভিভাবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেলিয়াবাড়া থানা সূত্রে খবর, পিস্তল সহ আরও বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেখা হবে।

'গল্ফগ্রিনে এবার রহস্যজনক মৃত্যু হল

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গলফগ্রিনে রহস্যমৃত্যু, মেয়ের বিয়ের ১০ দিনের মাথায় বৃদ্ধের মৃত্যু; আটক জামাই ! মেয়ের বিয়ের মাত্র ১০ দিন পর গলফগ্রিনে এক বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। নিজের বাড়ির সিঁড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গলফগ্রিন থানার পুলিশ এবং দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন মৃতের জামাই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃতের জামাইকে আটক করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ গলফগ্রিনের ৩০ নম্বর কলাবাগানের বাসিন্দা। বয়স ৮০ বছর। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ছিলেন তিনি। স্ত্রী শয্যাশায়ী। মেয়ের বিয়ে হয়েছে ১০ দিন আগে। জানা যাচ্ছে, এদিন বাড়ির সিঁড়ির পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধকে পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু? প্রাথমিকভাবে আঘাত দেখে পুলিশের অনুমান, উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। তাতেই জোরালো হচ্ছে খুনের তত্ত্ব।

মৃতের প্রতিবেশীরা দাবি করেছেন, জামাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় ছিলেন ওই বৃদ্ধ। তাঁদের অভিযোগ, এই মৃত্যুর পিছনে সরাসরি জামাইয়ের হাত রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত জামাইকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে এবং শুরু হয়েছে তদন্ত। ধৃতকে জেরা করলেই ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তায় বিধি নিষেধ

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ছাত্রী মৃত্যুর পর যাদবপুরে ফের নিরাপত্তা বিধি জারি; সকাল-সন্ধ্যায় সর্ব সাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা।

ঝিলে পড়ে ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। ক্যাম্পাসে সর্বসাধারণের জন্য মর্নিং ওয়াক ও ইভিনিং ওয়াক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মদ ও গাঁজা নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের উপরেও কড়া নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করা হল। বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের কাছে থাকা ঝিলে পড়ে যান তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচানো যায়নি। ছাত্রীর মৃত্যুর পর একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে মদ, গাঁজার আসর নিয়ে আগেও প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রশ্ন এবারও উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রামা ক্লাবের আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল পার্কিং লটে।

ওই অনুষ্ঠানের সময় রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই মদের আসর বসেছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ক্যাম্পাসের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তারপরই নিরাপত্তা আঁটসাঁট করতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করল কর্তৃপক্ষ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা পার্কিং স্টিকার থাকলে দু চাকা ও চার চাকা গাড়িকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে। ওই পার্কিং স্টিকার না থাকলে প্রবেশপথে সেই গাড়ির যথাযথ তথ্য নিয়ে তারপর ঢুকতে দেওয়া হবে। ক্যাম্পাসের মধ্যে মদ, গাঁজা বন্ধেও ফের কড়া অবস্থানের কথা জানাল কর্তৃপক্ষ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ক্যাম্পাসের মধ্যে মাদক সেবনের সময় ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনেক সাধারণ মানুষ সকাল ও সন্ধ্যেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হাঁটেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সর্বসাধারণের জন্য মর্নিং ও ইভিনিং ওয়ার্ক বন্ধের নির্দেশিকা জারি করা হল। সন্ধে সাতটার পর কোনও কারণে ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে হবে। না হলে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। কারও কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র না থাকলে তাঁকে প্রবেশপথে নিজের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। এবং তিনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাও জানাতে হবে। এর আগেও নিরাপত্তা বাড়াতে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, তবে অভিযোগ রয়েছে; সেগুলো কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে সে সব নির্দেশিকার কার্যকর প্রয়োগ দেখা যায়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য স্বীকার করেন, নিরাপত্তার ঘাটতি রয়েছে।

বোলপুরের সুরুল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ২৮৮ তম বর্ষে পদার্পণ

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বোলপুরের রাজবাড়ির দুর্গা পুজো ২৮৮ তম বর্ষে পদার্পণ। ছোট তরফেরও দুর্গাদালান আছে, পুজোও হয়। তবে জাঁকজমক বেশী হয় বড়ো তরফের পুজোতে। সুরুলের রাজবাড়ী আসলে সরকারদের রাজবাড়ী। এনারা বীরভূমের আদি বাসিন্দা নন। সরকার পরিবারের এক পূর্বপুরুষ, ভারত চন্দ্র সরকার, পত্নী বিমলা দেবীকে নিয়ে বর্ধমানের নীলপুরের গ্রাম থেকে তাঁদের কুলগুরু সুরুলের বাসুদেব ভট্টাচার্যের কাছে চলে আসেন। তারা ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তানলাভের আশায় পুজো-আচ্চা, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি করেও যখন কোনো ফল মিললো না। তখন সমস্ত সম্পত্তি আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে কাশী যাওয়া মনস্থির করলেন। তাদের ইচ্ছে ছিলো কাশী যাওয়ার আগে গুরুদেবের এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়ার। তারা জাতিতে ছিলেন সদগোপ, কোঙার। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছেতে তারা এখানেই পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তার নাম রাখা হয় কৃষ্ণহরি সরকার।

তিনি ফরাসি ও ইংরেজদের সাথে ব্যবসা বানিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এই কৃষ্ণহরি সরকারই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মাটির চালা মন্দিরে দুর্গাপুজো শুরু করেন। সে দুর্গাপুজোর কথা ক্রমশ শুধু সুরুল বা বীরভূম নয় সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণহরি সরকারের ছিলো তিন পুত্র। যাদবেন্দ্র, মাধবেন্দ্র এবং কালীচরণ। যাদবেন্দ্রর বংশধরেরা হলেন বড়ো তরফ। মাধবেন্দ্রর বংশধরেরা হলেন ছোট তরফ। কৃষ্ণহরি সরকারের ছোট পুত্র কালীচরণ বড়ো তরফের সাথেই যুক্ত হন। যাদবেন্দ্র সরকারের ছিলো দুই পুত্র। ব্রজবল্লভ আর রাজবল্লভ। ব্রজবল্লভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শ্রীনিবাস সরকারই ছিলেন, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ এবং বৈষয়িক বুদ্ধির অধিকারী। প্রধানত তার আমলেই সরকার পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। নাম, যশ, প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটে। ১৭৮২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে জন চীপ সাহেবকে নীল চাষে ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসার জন্য বীরভূমে পাঠানো হয়েছিলো। জন চীপ এইখানে দুর্গের আকারে অট্টালিকা তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। চিপ সাহেব বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে চিনির কল আর বানিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে চুটিয়ে ব্যবসা করতে থাকেন। শ্রীনিবাস সরকার চীপ সাহেবের সাথে নীল চাষ ছাড়াও চিনি, লাক্ষা ও কাপড়ের ব্যবসার সাথেও যুক্ত ছিলেন। বলা যায় সরকার পরিবারের সঙ্গে জন চীপ সাহবের সম্পর্ক বেশ মধুরই ছিলো। এই সমস্ত পণ্য সামগ্রী জলপথে অজয়, কোপাই, ভাগীরথী, কলকাতা হয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হতো। জন চীপ সাহেবের সাথে স্থানীয় মানুষদের সুসম্পর্ক ছিলো। নীল চাষ ও ব্যবসা বানিজ্য ছাড়াও তিনি এখানকার রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৮ সালে গণুটিয়ার কুঠিতে। সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। শুধু ব্যবসা বানিজ্য নয়, শ্রীনিবাস সরকার ১২২৪ বঙ্গাব্দে বর্ধমানের মহারাজা প্রতাপচাঁদের কাছ থেকে চম্পানগরী পরগণা ও ২০ টি মৌজা কিনে নেন। আবার শ্রীনিবাস সরকারের বড়ো ভাই রামনারায়ন সরকার বীরভূমের মহারাজা জমা খাঁয়ের কাছ থেকে বারবকসিংহ পরগণার বেশ কিছু জমিদারী কিনে নেন। কৃষ্ণহরি সরকারের পৌত্র শ্রীনিবাস সরকারই পরবর্তীতে মাটির দুর্গাদালান ভেঙে নাটমন্দিরকে মাঝে রেখে তিনদিকে দ্বিতল প্রাসাদের সাথে পাঁচ খিলানযুক্ত দক্ষিণমুখী উঁচু ভিতের ওপর দুর্গামণ্ডপ নির্মান করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের মাঝামাঝি এই দুর্গাদালান, ও উঠোন সংলগ্ন তিনদিকের দালানবাড়ি নির্মিত হয়। নির্মান করেন রানাঘাটের নামী স্থপতি গোবিন্দ মিস্ত্রী। তখনকার দিনে এই দুর্গাদালান এবং সংলগ্ন দালানবাড়ি তৈরি করতে খরচ হয়েছিলো ১৮ হাজার টাকা। এছাড়াও কাছারিবাড়ী, অন্যান্য দেব দেবীর মন্দির, বাগানবাড়ী, পুকুর ইত্যাদি তৈরি করতে মোট খরচ হয়েছিলো ২ লক্ষ টাকা। । সুদূর বেলজিয়াম থেকে নানা রঙের ঝাড়বাতি নিয়ে আসা হয়েছিলো। কৃষ্ণহরি সরকার পঞ্চরত্ন শৈলীর লক্ষ্মী নারায়ন মন্দির মন্দির নির্মান করেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। এছাড়াও দুটি দেউল রয়েছে ছোট তরফের বাড়িতে। প্রতিষ্ঠা ফলক অনুযায়ী ১৮৩১ সালে নির্মিত হয়েছিলো। দুটি দেউলেই শিবলিঙ্গ রয়েছে। আর রয়েছে প্রচুর টেরাকোটার সুন্দর সুন্দর কাজ। যা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। মন্দিরগুলি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। এই দুর্গাপুজোর জন্য প্রচুর পরিমাণ ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করা আছে। সেখান থেকে যা আয় হয় তাই দিয়েই পুজো ও অন্যান্য কাজের খরচ মেটানো হয়। এছাড়া এখানে সিনেমা ও সিরিয়ালের শুটিং হয়। সেখান থেকেও কিছু আয় হয়। তবে শ্রীনিবাস সরকারের মৃত্যুর (১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে) পরই সরকার পরিবারের আর্থিক ভাঙ্গনের শুরু হয়। কারো কারো মতে এদের আদি পদবী সরকার ছিলো না। জন চীপ সাহেবের কুঠিতে সরকারের কাজ করতেন বলেই, সরকার উপাধি পেয়েছিলেন।

পরকীয়া প্রেমে আউশ -গ্রামবাসীরা প্রেমিক প্রেমিকাকে ধরে শাস্তি দিল

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পরকীয়ার জেরে আউশগ্রামে প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিদ্যুৎ খুঁটিতে বেঁধে রাখল গ্রামবাসীরা। ভিডিও ভাইরাল হতেই যুগলকে উদ্ধার পুলিশের। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের ভেদিয়া গ্রামে পরকীয়া সম্পর্ককে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার গভীর রাতে এক গৃহবধূর ঘরে তার প্রেমিককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন শাশুড়ি। এরপরেই গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাতভর দু'জনকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়।

শনিবার সকালে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সকালে দু'জনকে গ্রামবাসীরা বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ভাইরাল ছবি। ঘটনার জেরে গোটা গ্রামে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও প্রথমে জনতার বাধার মুখে পড়তে হয়।

অবশেষে প্রায় দুপুর নাগাদ পুলিশ দু'জনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভেদিয়া বাগদিপাড়ার ওই গৃহবধূর স্বামী ভিন রাজ্যে কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই বাগবাটি গ্রামের এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। শুক্রবার গভীর রাতে, প্রায় রাত একটা নাগাদ, যুবকটি বধূর বাড়িতে ঢোকার সময় ধরা পড়ে যান। ঘটনার পর গ্রামজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। তবে ক্যামেরার সামনে কেউই মুখ খুলতে চাননি। পুলিশও জানিয়েছে, দু'জনকে উদ্ধার করতে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়েছে। নেট ভাইরাল হয়েছে।

পুরপিতার উদ্যোগে লস্করপুরের নতুন সাজে অবৈতনিক বিদ্যালয়

দুরন্তবার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পৌরপিতার উদ্যোগে নতুন সাজে সেজে উঠলো লস্করপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। দঃ ২৪ পরগনার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত লস্করপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানের পড়াশোনা আর পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই চলছিল এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এবার এই স্কুল পেয়েছে নতুন রূপ। বিদ্যালয়ের ভোল বদলের উদ্যোগ নিলেন পৌরপিতা। তাঁর উদ্যোগে এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক অবকাঠামোয় সজ্জিত একটি স্কুলে।

এখন স্কুলে রয়েছে নতুন শেড, সিসিটিভি ক্যামেরা, সংস্কার করা ভবন এবং সর্বাধুনিক স্মার্ট ক্লাসরুম।এতেই শেষ নয় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ও নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বসানো হয়েছে ডিজিটাল অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি যেমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনিশ্চিত হবে, তেমনি ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ঢুকলেই সেই তথ্য সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে অভিভাবকের মোবাইল অ্যাপে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮৪ সংখ্যা, রবিবার, ২৮ ভাদ্র, ১৪৩২

গুরু দক্ষিণা

গুরু দক্ষিণা। শুনুন এক বিখ্যাত ছাত্রের অখ্যাত মাস্টার মশাইয়ের কাহিনী। আম বাঙালির কাছে অচেনা এই ভদ্রলোক ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৮৯২ সালে জন্ম কলকাতায়। গণিত এবং applied math দুটোতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯১৫ এবং ১৯১৮ সালে। শিক্ষকতা করার ইচ্ছা গোড়া থেকেই কিন্তু মনমতো প্রতিষ্ঠান পেলেন না বাংলায়। শেষমেশ অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে গেলেন সুদূর লাহোরে, আর্য সমাজের দ্বা প্রতিষ্ঠিত সনাতনধর্ম কলেজে। অঙ্কের মতো নীরস বিষয়ের অধ্যাপক হয়েও, পড়ানোর গুণে অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। সেই আমলেও ছাত্ররা ক্লাস ফাঁকি দিতো কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই বাঙালি স্যারের ক্লাসে উপস্থিতির হার ছিলো অসামান্য।এলো ১৯৪৭, দুখন্ড হয়ে স্বাধীনতা পেল দেশ। লাহোর পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় ঐ কলেজটি উঠে এলো আম্বালায়। আমাদের অঙ্কের মাস্টার মশাইটিও সেই সাথে চলে আসেন এদেশে এবং ১৯৫৩ সাল অব্দি অধ্যাপনা করে অবসর নেন। শেষ বয়সে উনি চলে আসেন কলকাতায় এবং একাই অবসর জীবন কাটাতে থাকেন চিরকুমার এই মাস্টার মশাই। ১৯৭৯ সালে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পেলেন পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুস সালাম। দু'বছর পর ১৯৮১ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদকে ভূষিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। ডক্টর সালাম সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এক চিঠিতে জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয় তার কৃতি শিক্ষককে কোনদিন সম্মানিত করেনি, তাদের থেকে পুরস্কার নিতে তিনি অপারগ! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তো মাথায় হাত, কে ওনার শিক্ষক, তাও আবার পশ্চিমবঙ্গে। নাম তো ওনার কাছ থেকে জানা গেছে কিন্তু ধাম? স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন কেননা ডক্টর সাহেব ওনাকেও অনুরোধ করেছেন তার প্রিয় মাস্টার সাবকে খুঁজে বের করে সম্মানিত করতে। শেষমেশ অফিসারদের অক্লান্ত চেষ্টায় দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়িতে মিললো তাঁর সন্ধান। তড়িঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এক বিশেষ Eminent Teacher Award এ সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিল এবং সেবছরই তাঁর হাতে তুলে দিলো সেই সম্মান। দুঃখের বিষয় সেই মাস্টার মশাই তখন শয্যাশায়ী ও চলশক্তিহীন। পুরস্কার প্রদানের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে হাজির ছিলেন স্বয়ং ডক্টর সালাম। তিনি নোবেল পদকটি তার প্রিয় মাস্টারসাবের গলায় পরিয়ে দিয়ে আবেগ মথিত সুরে বলেছিলেন, কলেজে আপনার কাছে অঙ্ক না শিখলে এই পুরস্কার আমি কোনদিনই পেতামনা। একজন অনামী শিক্ষকের প্রতি এক বিখ্যাত ছাত্রের এই উক্তি বুঝিয়ে দিল গুরু শিষ্যের সম্পর্কের মাঝে। দেশ কাল বা ধর্ম কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না! জীবনে পার্থিব কিছু না পেলেও প্রিয় ছাত্রের কাছ থেকে এটুকু পাবার জন্যই যেন বেঁচে ছিলেন অধ্যাপক অনিলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ছমাস পরে কলকাতাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশ্ব রাজনীতি

১৯৬৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য প্রাচীন সমরসচিব, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অন্যতম রূপকার ও তৎকালীন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারাকে কোলকাতায় যেভাবে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল। তার প্রথম ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে বিস্মৃত হননি। ভারতে এসেছেন এমন এক অর্থমন্ত্রী যাকে নিজেদের দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে একটা দুটো নয়, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, স্লোভানিয়া, স্পেন, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ এক ঝাঁক দেশ, মানবতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। অথচ ভারতবর্ষে তিনদিনের সফরে তিনি পেলেন প্রায় রাজকীয় অভ্যর্থনা। ইস্রায়েলের এই অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সফরে সেখানের মুখ্যমন্ত্রীরা যথাক্রমে অতি আহ্লাদিত ও গর্বিত বোধ করেছেন। না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে, ভারত বৈদেশিক নীতিতে ইস্রায়েলের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে অতি নৈকট্য বোধ করছে এবং আমাদের দেশের অনেকেই তাতে যথেষ্টই খুশি। রাজনৈতিক দলগুলির বেশির ভাগই আমাদের রাজ্যেরর শাসক দলের মতোই এই বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই পছন্দ করে।
ভারত সফরের এই তিনদিনে ইস্রায়েলের ঐ অর্থমন্ত্রী মহাশয় কি কোথাও কোনো অসুবিধা বা বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন বা ভারতীয় প্রশাসনের উদ্বেগের কারণ ঘটেছে? সম্ভবতঃ, কয়েকটি শহরে সংগঠিত ছাত্রবিক্ষোভের কর্মসূচী পালিত হয়েছে। কিন্তু তা আর যাই হোক ঐ মন্ত্রীমহোদয়ের সফরে বা কাজে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটানোর অভিপ্রায়ে নয়। বামপন্থী দলগুলি অবশ্য কড়া বিবৃতি দিয়েছেন। সময় পাল্টেছে, পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, নিশ্চয়ই একই ধরণের কার্যপ্রণালী সব সময়েই অনুসরণ করতে হবে তার কোনো মানে নেই। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বা তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ পথ যে একেবারেই পরিত্যাজ্য বা অন্যায্য তা তো কখনোই নয়। কিন্তু এটাও মেনে নেওয়া ভালো যে চিরকালই এর আকর্ষণী ক্ষমতা অনেক সীমিত। ইদানীংকালে নেপালের ঘটনাতেও নিয়মতান্ত্রিক বা 'স্বাভাবিক' পথ অনুসরণের বিপজ্জনক দিকটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানের কমিউনিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠেছে, তা তো এই উপমহাদেশের সমস্ত শাসক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহলে, তফাৎটা কোথায়? বস্তুতঃ, এই তফাৎ বা পার্থক্যটা বজায় রাখতে না পারাটাই বোধহয় বামপন্থীদের সবচেয়ে বড় বিপদ! ১৯৪৯ সালে কলকাতায় গঠিত নেপালের কমিউনিষ্ট পার্টি ভারত বিরোধীতায় অংশ নেয়। তবে তারা ক্ষমতায় থাকতো পারলো না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। সব কিছুর মূলে রয়েছেন মা ভবানী। তিনি সবাইকে পরিচালিত করছেন। তার শক্তির দ্বারাই বলিয়ান হচ্ছেন সবাই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দখলদারি চলছে সারা বিশ্বে, ফলে চাকরীরত মহিলারা আতঙ্কিত

বিশেষ প্রতিবেদক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দখলদারি নারীদের কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ কোথায়? বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রতিদিন নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। শিল্প বিপ্লব থেকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মানবসভ্যতার প্রতিটি পর্বেই নতুন প্রযুক্তি এসেছে, পুরোনো কর্মক্ষেত্রকে বদলে দিয়েছে, আবার নতুন কর্মসংস্থানের দিকও খুলেছে। কিন্তু আজকের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তুলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, রোবোটিকস;সব মিলিয়ে এআই এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, ততই আশঙ্কা বাড়ছে যে বহু পেশা একে একে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা মানুষের হাত থেকে মেশিনের হাতে চলে যাবে। এ আশঙ্কার কেন্দ্রে রয়েছে নারীদের কর্ম সংস্থান। কারণ, যেসব পেশা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে এআই-এর দখলে, তার সিংহভাগেই কাজ করেন মহিলারা। তাই এআই বিপ্লবের যুগে নারীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
কেন বলা হচ্ছে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন? উত্তর লুকিয়ে আছে পেশার প্রকৃতিতে। সারা বিশ্বেই নারীরা প্রধানত যুক্ত থাকেন যেসব কাজে, সেগুলি হলো পুনরাবৃত্তিমূলক, প্রশাসনিক বা নিয়মভিত্তিক কাজ। যেমন, ডেটা এন্ট্রি, কল সেন্টার, সেক্রেটারিয়াল কাজ, কাস্টমার সাপোর্ট, হিসাবনিকাশ বা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান। এসব ক্ষেত্রেই এআই দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে। মেশিনের মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়া করণ বা কাস্টমার সার্ভিস দেওয়া অনেক দ্রুত, সস্তা এবং নির্ভুল হয়ে উঠছে। ফলে মালিকরা যখন দেখছেন প্রযুক্তির সাহায্যে খরচ বাঁচানো সম্ভব, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা মানুষের পরিবর্তে মেশিনের ওপর নির্ভর করছেন। আর এর প্রথম শিকার হচ্ছেন নারীরা।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, আগামী দশকে বিশ্বজুড়ে যে ৮০ মিলিয়ন চাকরি হারিয়ে যাবে এআই-এর কারণে, তার একটি বড় অংশই নারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষেত্র থেকে আসবে। বিপরীতে যে নতুন চাকরি তৈরি হবে, তার অধিকাংশই প্রযুক্তি নির্ভর, যেমন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এসব ক্ষেত্র এখনও পর্যন্ত পুরুষদের দখলে বেশি। নারীদের অংশগ্রহণ এখানে তুলনামূলক কম। ফলে একদিকে তাঁদের চাকরি যাচ্ছে, অন্যদিকে নতুন সুযোগে তাঁরা ঢুকতে পারছেন না। এই দ্বিমুখী সংকট নারীদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করছে।
ভারতের প্রেক্ষাপটেও ছবিটা একই। এখানে বহু মহিলা কাজ করেন আউটসোর্সিং শিল্পে;কাস্টমার কেয়ার, ডেটা প্রসেসিং, ব্যাক-অফিস কাজ। এআই ও অটোমেশন দ্রুত এই খাত দখল করছে। ইতিমধ্যেই বহু কোম্পানি চ্যাটবট বা ভয়েসবট ব্যবহার শুরু করেছে, যার ফলে মহিলাদের কাজ কমছে। আবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও অটোমেশনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম বা

ডিজিটাল হেলথকেয়ার অ্যাপ ধীরে ধীরে প্রথাগত ভূমিকা কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে শিক্ষিকা বা নার্সদের ওপরও চাপ তৈরি হচ্ছে। যদিও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মানুষের উপস্থিতি একেবারে বাদ যাবে না, তবুও অনেক কাজ প্রযুক্তি ভাগ করে নেবে।
তাহলে কি এআই কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে? তা নয়। সুযোগও তৈরি হচ্ছে। আসলে প্রযুক্তি সবসময় পুরোনো কাজকে সরিয়ে নতুন কাজ তৈরি করে। সমস্যা হল নারীরা যদি সেই নতুন ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রস্তুত না থাকেন, তবে তাঁরা পিছিয়ে পড়বেন। এখন প্রয়োজন রি-স্কিলিং এবং আপ-স্কিলিং। এআই চালিত নতুন দুনিয়ায় যে দক্ষতাগুলি বেশি প্রয়োজন হবে, তা হলো কোডিং, ডেটা অ্যানালিটিকস, সৃজনশীল কাজ, নেতৃত্ব, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা। নারীদের এই দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট; সবার যৌথ উদ্যোগে নারীদের নতুন করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
কিন্তু এখানে সামাজিক সমস্যাও সামনে আসে। বহু দেশে নারীরা এখনও প্রযুক্তি শিক্ষায় পিছিয়ে। বিজ্ঞানে বা প্রকৌশল বিষয়ে তাঁদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। পরিবার ও সমাজের পক্ষপাত, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, এমনকি আত্মবিশ্বাসের অভাব তাঁদের এই ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখছে। ফলে তাঁরা সহজেই সেই পেশায় ঢুকছেন যা ক্ষ্মকম প্রযুক্তিনির্ভরক্ষ্ম এবং সহজে পাওয়া যায়। অথচ এআই যুগে সেসব কাজই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। এভাবে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হচ্ছে।
অন্যদিকে লিঙ্গ বৈষম্যও এখানে বড় ভূমিকা রাখছে। কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীরা এখনো কম সুযোগ পান উন্নতির। উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপনা বা প্রযুক্তি নেতৃত্বের জায়গায় পুরুষদের আধিক্য স্পষ্ট। নতুন প্রযুক্তি আসলে যখন প্রশিক্ষণ বা পুনর্বিন্যাসের সুযোগ তৈরি হয়, তখনও নারীরা পিছিয়ে যান। কারণ কোম্পানিগুলি পুরুষ কর্মীদেরই বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে এআই-এর ফলে সৃষ্ট সংকটের মূল ধাক্কা এসে পড়ে নারীদের ওপর।
এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে প্রয়োজন নীতি নির্ধারণের পরিবর্তন। প্রথমত, সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে নারীদের প্রযুক্তি শিক্ষায় উৎসাহিত করতে। স্কুল-কলেজ পর্যায় থেকেই মেয়েদের বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, কর্মক্ষেত্রে নারীদের রি-স্কিলিংয়ের জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করতে হবে। তৃতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে চাকরি হারালেও নারীরা অন্তত আর্থিকভাবে নিরাপদ থাকতে পারেন। চতুর্থত, কর্পোরেটদের দায়িত্ব নিতে হবে সমান সুযোগ দেওয়ার। নারীরা যদি নেতৃত্বের জায়গায় বেশি আসতে পারেন, তবে নীতিগত পরিবর্তনও দ্রুত ঘটবে।
একইসঙ্গে প্রযুক্তির মানবিক ব্যবহার নিয়েও ভাবতে হবে। এআই কেবল মানুষের কাজ কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং সহায়ক হিসেবে কাজ করুক;এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যেমন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এআই ডাক্তার বা নার্সকে সাহায্য করতে পারে দ্রুততর রোগ নির্ণয়ে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত মানুষের। শিক্ষা ক্ষেত্রে এআই ছাত্রদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী কনটেন্ট দিতে পারে, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে অনুপ্রেরণার জায়গা কেবল মানুষই পূরণ করতে পারেন। যদি প্রযুক্তি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, তবে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও কিছুটা সুরক্ষিত থাকবে।
সবশেষে বলা যায়, এআই-এর যুগে নারীদের চাকরির ভবিষ্যৎ এক বড় প্রশ্নচিহ্ন। ইতিহাস বলে, প্রতিটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব সমাজের কাঠামো বদলে দিয়েছে। এআই-ও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যদি আমরা এখনই সচেতন হই, যথাযথ নীতি গ্রহণ করি, নারীদের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ বাড়াই, তবে এই বিপ্লবকে ভয় নয়, সুযোগ হিসেবে দেখা যাবে। অন্যথায়, আগামী দিনের কর্মক্ষেত্র থেকে নারীরা ধীরে ধীরে বাদ পড়বেন, আর সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে।
অতএব, এআই কেবল প্রযুক্তির প্রশ্ন নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও। নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলেই এআই যুগে সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব হবে। নইলে প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, মানবসভ্যতার অগ্রগতি একপেশে থেকে যাবে।
তথ্য প্রযুক্তি যতই অগ্রসর হোক না কেন মানব সম্পদকে খুবই প্রয়োজন। মেয়েরা কাজ হারাবে বলে আজকে যা চিন্তা হচ্ছে তা কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে হতে পারে না। কম্পিউটার যখন এলো কথন সবাই ভাবতে শুরু করেছিল যে বহু পুরুষ এবং মহিলারা কাজ হারাবেষ কিন্তু কার্যত দেখতে পাওয়া গেল যে তরুণ সমাজকে কম্পিউটার কাজে লাগছে। কারণ কম্পিউটার যেভাবে উন্নতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে সেখানে মানব সম্পদকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এআই আসলেও তাকে পরিচালনা করতে তরুণদের কুবই প্রয়োজন? যন্ত্র তখনই একাই সব কিছু করতে পারে না। সমাধান করার রাস্তাটা বের করতে মস্তিকের খুবই প্রয়োজন। সেই মস্তিষ্ক রয়েছে একমাত্র মানুষের। মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী। ফলে বুদ্ধি যেখানে খুবই প্রয়োজন সেখানেই মানব সম্পদককে কাজে লাগবে। এটাই চিরকালের শাশ্বত সত্য।

ভারতীয় দেবী মূর্তিতে আর্য- অনার্য মিশ্রণ

দেবানন্দ সরস্বতী, বেলুড়

আলমপুরের নবব্রহ্মা মন্দিরগুচ্ছ তাদের অনুপম স্থাপত্যশৈলীর জন্য বিশিষ্টই বটে, তবে আরেকটি কারণে তারা ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ এক দেবতা-গোষ্ঠী, নিত্যপূজায় যাঁদের উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দ্বারা নিবেদন অবশ্য-কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, সেই দিকপাল-দেবতাদের তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মন্দিরের নির্দিষ্ট অংশে রূপায়ণের প্রাচীনতম সংরক্ষিত উদাহরণগুলো এই মন্দিরগুচ্ছতেই দেখা যায়।
বৈদিক সাহিত্যেও দিকসমূহের অধিপতি হিসেবে দিকপাল বা লোকপাল দেবতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তখনো তাঁদের সংখ্যা, নাম এবং দিকসমূহ নির্দিষ্ট হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের গোভিল গৃহ্যসূত্রে গৃহনির্মাণ উপলক্ষে দশদিকের অধিপতিদের উদ্দেশ্যে বলিদানের নির্দেশ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ইন্দ্র(পূর্ব), বায়ু (দক্ষিণ-পূর্ব), যম (দক্ষিণ), পিতৃগণ (দক্ষিণ-পশ্চিম), বরুণ (পশ্চিম), মহারাজ (উত্তর-পশ্চিম), সোম (উত্তর), মহেন্দ্র (উত্তর-পূর্ব), ব্রহ্মা (ঊর্ধ্ব) এবং বাসুকি (অধোদিক)। আবার অথর্ববেদে শুধুমাত্র ছয়টি দিকের অধিপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, চারটি প্রধান দিক এবং ঊর্ধ্ব ও অধোদিক। ইন্দ্র, বরুণ, সোম, অগ্নি, বৃহস্পতি এবং বিষ্ণু সেখানে যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব এবং অধোদিক এই দিকসমূহের অধিপতি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদেও ছয়জন দিকপাল বা লোকপালের উল্লেখই পাওয়া যায়, শুধু বিষ্ণুর জায়গায় আসেন যম। তবে গোভিল গৃহ্যসূত্রে মহারাজ নামের দিকপালের উল্লেখ খুবই কৌতূহলজনক কারণ তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রেও চারদিকের অধিপতি হিসেবে চার মহারাজার কথা বর্ণিত হয়েছে যাঁরা হলেন যথাক্রমে গন্ধর্বরাজ ধার্তরাষ্ট্র (পূর্ব), কুম্ভাণ্ডরাজ বিরূঢ়ক (দক্ষিণ), নাগরাজ বিরূপাক্ষ (পশ্চিম) এবং যক্ষরাজ বৈশ্রবন বা কুবের (উত্তর)। লক্ষ্য করা যায় এই চার মহারাজাই হলেন তৎকালীন পূজিত চার প্রাচীন দেবসম্প্রদায়ের প্রধান দেবতাগণ। এরপর রামায়ণ এবং মহাভারতে যেমন প্রধানত চার দিকের অধিপতি হিসেবে দিকপাল দের কথা এসেছে, যেখানে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি এবং সোম এই দিকসমূহের অধিপতি হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন, তবে সেখানেও বিভিন্নরকম ক্রমানুসারে তাঁদের কল্পনা করা হয়েছে, যেমন মহাভারতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারদিকের অধিপতি যথাক্রমে অগ্নি, বরুণ, সোম এবং যম, আবার রামায়ণে সেখানে ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং যম অর্থাৎ পরবর্তী যুগের প্রধান দিকপালদের চারজন তখনই নির্দিষ্ট হয়ে গেছেন। মনুসংহিতায় পাচ্ছি অষ্টদিকপালের কথা, অর্থাৎ সেই সময়ে আটজন দিকপালের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল, তবে তাঁর এই তালিকা থেকে চন্দ্র ও সূর্য পরবর্তীতে বাদ পড়েন এবং নৈঋতি ও ঈশান তাঁদের জায়গা দখল করেন। চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও যম ; এই আট লোকপালের দেহ রাজা ধারণ করেন। পুরাণ এবং শিল্পশাস্ত্রে শেষপর্যন্ত এই দিকপালদের বাহন ও আয়ুধ সমেত নির্দিষ্ট দিকসমূহের অধিপতি হিসেবে সুসংহত তালিকা প্রস্তুত হল, যেমন চারটি প্রধান দিক এবং চারটি গৌণ দিকের অধিপতি হিসেবে যথাক্রমে পক্ষ দিকে ইন্দ্র, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের ও দক্ষিণে যম এবং উত্তর-পূর্বে ঈশান, দক্ষিণ-পূর্বে অগ্নি, দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈঋতি এবং উত্তর-পশ্চিমে বায়ুর অবস্থিতি নির্দিষ্ট হল। এর সঙ্গে ঊর্ধ্বে ব্রহ্মা ও নীচে অনন্ত বা কোন তালিকায় বিষ্ণুর উল্লেখ থাকলেও প্রতিমাশিল্পে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সাধারণত অষ্টদিকপাল নামে আটজনকেই নির্দিষ্ট দিকে রূপায়িত করা হয়ে থাকে।
এঁদের প্রতিমা সাধারণত দ্বিভুজ রূপে উৎকীর্ণ হয়ে থাকেন, তবে স্বতন্ত্র মূর্তিতে কখনো কখনো চতুর্ভুজ রূপেও দেখা যায়। সচরাচর তাদের এইভাবে দেখা যায়, ইন্দ্র বজ্র ও অঙ্কুশ হাতে বাহন ঐরাবতের সঙ্গে, অগ্নি হাতে কুণ্ডিকা ও পিছনে অগ্নিশিখা সমেত, বাহন হিসেবে মেষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, বরুণ মকরের উপর দণ্ডায়মান, হাতে পাশ ও বরদামুদ্রা সহযোগে, দণ্ড হাতে মহিষারূঢ় যম, খড়গ ও খেতকধারী নৈঋতি নরবাহন সহযোগে, দণ্ড ও পতাকাবাহী বায়ু মৃগবাহন সহযোগে, কুবের হাতে টাকার থলি নিয়ে মেষের উপর বসা এবং সবশেষে বৃষবাহন ঈশান শূল ও কপাল বা সর্প হাতে দণ্ডায়মান। আয়ুধ এবং রূপের ভিন্নতার উদাহরণও প্রচুর পাওয়া যায়, তবে মূলত এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে এঁদের সনাক্ত করা যায়।
বিচ্ছিন্নভাবে দিকপালদের প্রতিমাশিল্পে রূপায়ণের ইতিহাস বহুপ্রাচীন। বৌদ্ধ স্তুপে কুবের, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা উৎকীর্ণ হয়েছেন বহুস্থানে, তবে সেখানে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের পরিচয় দিকপাল নয়।

মেডিক্যাল শিক্ষায় সংকট সৃষ্টি হতে চলেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিষেবায় পিছিয়ে পড়ছে মেডিক্যাল কলেজ সংকট কোথায়, সমাধানই বা কী?
ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে যত আলোচনা হয়, তার কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময়ই থাকে সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের স্বাস্থ্যখাতের মেরুদণ্ড। এখান থেকেই তৈরি হন ভবিষ্যতের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং গবেষকরা। একইসঙ্গে, এরা সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসার প্রধান ভরসা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ এই মেডিক্যাল কলেজগুলির এক বড় অংশ শিক্ষা এবং চিকিৎসা, দুই ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ছে। পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষক সংকট, দুর্নীতি, বেসরকারি করণের চাপ এবং নীতিগত দুর্বলতা, সবকিছু মিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলি আজ এক গভীর সংকটে। এই সংকট কেবল চিকিৎসা শিক্ষার মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে না, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেও অস্থির করে তুলছে।
প্রথমেই আসি শিক্ষার প্রসঙ্গে। একটি মেডিক্যাল কলেজের প্রধান কাজ হল দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করা। চিকিৎসা শিক্ষা মানে কেবল বই পড়া নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখা। রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ, চিকিৎসা পদ্ধতি, গবেষণা এবং নৈতিকতার পাঠ, সব মিলিয়ে একজন চিকিৎসকের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বহু মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার মান ক্রমশ কমছে। শিক্ষক সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়, অনেক জায়গায় প্রফেসর এবং সিনিয়র ডাক্তাররা নিয়মিত ক্লাস নেন না, শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ সীমিত। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশ করলেও বাস্তব চিকিৎসাক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারছে না।
এখানে আরও একটি বড় সমস্যা হল নকল ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা পর্যন্ত নানা জায়গায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় মেধার ভিত্তিতে নয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা অর্থের জোরে ভর্তি হচ্ছে। আবার পরীক্ষায় অনিয়ম বা নম্বর প্রদানে পক্ষপাতিত্বের ঘটনাও ঘটে। এর ফলে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ে, আর

ভবিষ্যতের চিকিৎসাক্ষেত্রে যোগ্যতার জায়গায় ফাঁক থেকে যায়। এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর, কারণ চিকিৎসার মতো পেশায় সামান্য অবহেলাও জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।
এবার আসি চিকিৎসা পরিষেবার প্রসঙ্গে। একটি মেডিক্যাল কলেজ শুধু শিক্ষার ক্ষেত্র নয়, এটি একইসঙ্গে একটি বড় হাসপাতাল। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। বিশেষ করে গরিব এবং নিম্নবিত্ত মানুষ, যাদের বেসরকারি হাসপাতালের খরচ বহন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজগুলির বাস্তব চিত্র ভয়াবহ। শয্যা সংখ্যা সীমিত, ডাক্তারদের ওপর কাজের চাপ অমানবিক, যন্ত্রপাতি নষ্ট বা অচল, ওষুধের যোগান নিয়মিত থাকে না। অনেক সময় রোগীরা মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন, অস্ত্রোপচারের তারিখ মাসের পর মাস পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ ভরসা হারাচ্ছেন।
ডাক্তারদের ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক আছে। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা একইসঙ্গে শিক্ষক। তাঁদের দায়িত্ব রোগী দেখা এবং ছাত্রছাত্রীদের শেখানো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেকেই এই ভারসাম্য রাখতে পারছেন না। কেউ শিক্ষাদানে গাফিলতি করছেন, কেউ আবার রোগী দেখার ক্ষেত্রে উদাসীন। অনেক সময় বেসরকারি প্র্যাকটিসের লোভে সরকারি দায়িত্বে অবহেলা করছেন। এই পরিস্থিতি আরও জটিল করছে।
এখানে সরকারের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। গত কয়েক বছরে একদিকে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু মানের উন্নতি হয়নি। নতুন কলেজ খোলার আগে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক, হাসপাতালের মান নিশ্চিত করা জরুরি। কিন্তু অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে বা ভোটের সমীকরণ মেলাতে হঠাৎ কলেজ খোলা হচ্ছে, অথচ সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক বা ল্যাব নেই। এর ফলে নামমাত্র কলেজ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলি কার্যকর হচ্ছে না। অন্যদিকে বেসরকারিকরণের চাপও পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ফি এত বেশি যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এতে একদিকে গরিব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাচ্ছে না, অন্যদিকে চিকিৎসা শিক্ষা ক্রমশ বাণিজ্য হয়ে উঠছে। এর প্রভাব পড়ছে স্বাস্থ্য খাতেও। যারা বিপুল অর্থ খরচ করে ডাক্তার হচ্ছেন, তারা পরে বেসরকারি হাসপাতালে উচ্চ বেতনের চাকরিতে যেতে চান, সরকারি পরিষেবায় আসতে চান না। ফলে সাধারণ মানুষ সস্তায় চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
এই সংকটের মধ্যে গবেষণা কার্যত উপেক্ষিত। আধুনিক চিকিৎসার মূল ভিত্তি গবেষণা, নতুন ওষুধ, প্রযুক্তি, চিকিৎসাপদ্ধতির উদ্ভাবন। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজে গবেষণার পরিবেশ নেই। প্রয়োজনীয় অর্থ, যন্ত্রপাতি বা উৎসাহের অভাবে গবেষণা কার্যত স্তব্ধ হয়ে আছে। এর ফলে ভারত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষণায় পিছিয়ে পড়ছে, আর দেশের চিকিৎসকরা অনেক সময় বিদেশি গবেষণা বা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।
নৈতিকতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা মানে কেবল পেশা নয়, এটি এক মানবিক দায়িত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অনেক চিকিৎসক বা ছাত্রছাত্রী নৈতিকতার পাঠ পাচ্ছেন না। রোগীর সঙ্গে আচরণে সহানুভূতির অভাব, অর্থলাভের লোভ, এবং দায়িত্ব বোধের অভাব দেখা যাচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে যদি শুরু থেকেই নৈতিকতার ওপর জোর না দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতের চিকিৎসকরা সমাজের আস্থা হারাবেন।
তাহলে সমাধান কী? প্রথমত, শিক্ষার মানোন্নয়ন। মেডিক্যাল কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, ক্লাস ও প্র্যাকটিক্যালকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া।

'দৃষ্টিকোন' সর্বমঙ্গলা মন্দির

দেবেন্দ্র রায়, পূর্ব বর্ধমান

সর্বমঙ্গলা মন্দির ও কামানতলা, পূর্ব বর্ধমান। বর্ধমানের ডি.এন সরকার রোডে অবস্থিত সর্বমঙ্গলা মাতার মন্দির বর্ধমান তথা পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় মন্দির। মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও কথিত আছে, বর্ধমানের উত্তরে সর্ব্বমঙ্গলা পল্লী। এখানে এক বাগদী বাড়িতে ছিল দেবী বিগ্রহটি। বাগদীরা ছোট এক টুকরো পাথরখন্ডের ওপর ভাঙত গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি। স্থানীয় চুনোলিরা পরে এসে খোলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেত চুন তৈরি করার জন্য। একদিন গুগলি, ঝিনুকের সাথে পাথরখন্ডটিও নিয়ে যায় চুনোলিরা। খোলগুলো পোড়ানোর সময় পাথরখন্ডটিকেও আগুনে দেয় তারা। খোলগুলো আগুনে পুড়ে গেলেও কোনো রকম ক্ষতি ছাড়াই অবিকৃত থেকে যায় কালো রঙের এই পাথরখন্ডটি। পাথরখন্ডটিকে পরিস্কার করে খোদাই করা মূর্তি দেখে অবাক হয়ে যায় তারা। এরপর কৌতূহলবশে পাথরখন্ডটিকে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিয়ে যান চুনোলিরা। ব্রাহ্মণ ধুয়ে মুছে আরও পরিস্কার করে দেখেন পাথর খন্ডটিতে খোদিত আছেন এক অপরূপা দেবীমূর্তি। ইতিমধ্যে বর্ধমানের মহারাজ সঙ্গম রায় স্বপ্নে দেখেন এক দেবীমূর্তি তাঁকে আদেশ দিয়ে বলছেন দেবী অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছেন দামোদরের জলে। মহারাজ যেন দেবীকে উদ্ধার করে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। অপ্রত্যাশিত এমন স্বপ্নে বিস্মিত ও মোহিত হন মহারাজ। ভোর হতেই ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন দামোদর তটে। দেখলেন একটা পাথরখন্ডকে ধুচ্ছেন একজন ব্রাহ্মণ। মহারাজ বিগ্রহটি চাইলেন ব্রাহ্মণের কাছে। কিন্তু মূর্তিটি কিছুতেই দিতে রাজী হলেন না ওই ব্রাহ্মণ। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন ওই ব্রাহ্মণই দেবীর নিত্যপুজোর অধিকারী হবেন। তবে মূর্তিপুজোর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন মহারাজ। প্রস্তাবে সম্মত হলেন ব্রাহ্মণ। এরপর মহারাজা সঙ্গম রায় শিলামূর্তিটিকে নিয়ে এসে সর্বমঙ্গলা নামে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৭০২ সালে টেরাকোটার নিপুন কারুকার্য সজ্জিত মন্দির নির্মান করেন মহারাজা ধিরাজ কীর্তিচাদ মহতাব। এবং মহারাজ কীর্তিচাদ এর এই নবনির্মিত মন্দিরে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠিত হলেন মহাসমারোহে।
বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম বর্ধমানের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যেও উল্লেখ আছে এই সর্বমঙ্গলা দেবীর। শোনা যায়, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্তির পদতলে কিছু একটা লেখা রয়েছে। সে নাকি এমন ভাষা যার পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি।
সর্বমঙ্গলা মন্দির চত্ত্বরে রয়েছে নাট মন্দির, শ্বেত পাথরের তৈরি রামেশ্বর ও বানেশ্বর নামে দুটি শিব মন্দির। এবং কালো পাথরের তৈরি মিত্রেশ্বর, চন্দেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামে তিনটে শিব মন্দির।
মন্দিরের নিত্যপুজো ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর ১৯৫৯ সালে রাজ বংশের শেষ মহারাজ উদয় চাঁদ মহতাব সাত জন সদস্য কে নিয়ে একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করেন যার নেতৃত্বে ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের ডানদিকে রয়েছে একটি কামান। শোনা যায়, ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে বর্গি হামলার সময়কার কামান।

আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর খুলতে চলেছে ডুয়ার্সের জঙ্গল, পরিষ্কার হয়নি রাস্তা অভিযোগ পর্যটন ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মুখে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর খুলতে চলেছে ডুয়ার্সের জঙ্গল। তবে জঙ্গল খুললেও এখনও জঙ্গল সাফারির বিভিন্ন রুটই পরিষ্কার করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলছেন ডুয়ার্সের জঙ্গল ঘেরা কোদালবস্তির পর্যটন ব্যবসায়ীদের। বর্ষার তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকায় রুটের বিভিন্ন স্থানে ভরে গিয়েছে আগাছা। ফলে সংকীর্ণ হয়েছে

রাস্তা, এছাড়া তা পরিষ্কার না হলে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছেন তারা। পাশাপাশি, বৃষ্টিতে সাফারির রাস্তাও বেহাল অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীদের। সেই রাস্তাও মেরামত হয়নি। পাশাপাশি, সাফারি রুটের বিভিন্ন স্থানে পড়ে রয়েছে গাছ, সেটাও সরানো হয়নি বলে দাবি তাদের। এই জলদাপাড়া জঙ্গল ঘেরা কোদালবস্তি এলাকায় পাঁচটি জঙ্গল সাফারির রুট রয়েছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথায়, অন্যান্যবার জঙ্গল খোলার দু'সপ্তাহ আগের থেকেই যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির তরফে বিভিন্ন সাফারির রুট পরিষ্কার করা হয়। তবে বর্তমানে যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির তহবিলে কোনও টাকা না থাকায় এবার আর সে কাজ করা যায়নি। এর ফলে জঙ্গল সাফারিতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা পর্যটন ব্যবসায়ীদের। গত জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই বর্তমানে ডুয়ার্স জুড়ে কোনও জঙ্গলেই পর্যটকদের দিতে হচ্ছে না প্রবেশমূল্য। পূর্বে এই প্রবেশমূল্য থেকে আয় হওয়া ৪০ শতাংশ টাকা বন দফতরের তরফে যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির তহবিলে দেওয়া হত বলে জানান কোদালবস্তি যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সহ সভাপতি গোভেন রাভা। যেখান থেকে তারা বনবস্তিতে বিভিন্ন কাজ, জঙ্গল খোলার আগে সাফারির রুট পরিষ্কার সহ একাধিক কাজ করতেন। তবে বর্তমানে সেই প্রবেশমূল্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন দফতর থেকে কোনওপ্রকার আর্থিক সাহায্য আর মিলছে না বলে দাবি কোদালবস্তির যৌথ বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যদের। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গল খোলার পর স্বাভাবিক ছন্দে সাফারির চলবে কী না তা নিয়েই উদ্বিগ্ন সকলে।

অবৈধ পাথর খাদানে দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৬ শ্রমিকের, এনআইএ তদন্তের দাবীতে সরব বিজেপি-কংগ্রেস!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ অবৈধ খাদানে চলছিল পাথর তোলার কাজ। সেই সময় হঠাৎ ধস নামায় মৃত্যু হয়েছে ৬ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরও তিনজন শ্রমিক। বীরভূমের নলহাটিতে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের গাফিলতি এবং অবৈধ বিস্ফোরকের অবাধ ব্যবহারই এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। তিনি এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। শুভেন্দুর সুরে সুর মিলিয়ে এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছেন কংগ্রেস নেতা মিল্টন রশিদও। গতশুক্রবার নলহাটির বাহাদুরপুর পাথর খাদানে ধস নামে। সেইসময় ওই খাদানের মধ্যে পাথর তোলার কাজ করছিলেন ৯ জন শ্রমিক। ধসে চাপা পড়েন তাঁরা। ধস নামার খবর পেয়ে এলাকার অন্যান্য পাথর খাদানের শ্রমিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকরা ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। ৩ জন চিকিৎসাধীন। এই দুর্ঘটনার পর উত্তেজনা শুরু হয়। জানা যায়, ওই পাথর খাদান থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলা হচ্ছিল। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে অবৈধ পাথর খাদান নিয়ে সরব হন শুভেন্দু। পাথর খাদানে বিস্ফোরকের জেরে শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, পাথর খাদানে বিস্ফোরণে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ছয় জন নিরীহ শ্রমিকের। এই দরিদ্র শ্রমিকরা শুধুমাত্র পরিবারের দু'মুঠো অন্ন জোগানোর জন্য এই খাদানে কাজ করছিলেন। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক গাফিলতি এবং অবৈধ প্রাণঘাতী বিস্ফোরক সামগ্রীর অবাধ ব্যবহারের ফলেই এই দুর্ঘটনা। স্থানীয় শাসকদলের নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের যোগসাজশে এই ধরনের অসংখ্য অবৈধ খাদান এই এলাকায় গড়ে উঠেছে। এর জন্য রাজ্য সরকার পুরোপুরি দায়ী। পাথর খাদানে ৬ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে তিনি লেখেন, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা স্বতঃ এই এলাকায় দুটি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে। প্রথমত একটি হল বীরভূমের মহম্মদবাজারে পাচারের সময় উদ্ধার হওয়া ৮১০০০ জিলেটিন স্টিক ও ডিটোনেটর। অন্যটি বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার লিপারি এলাকায় মোটরসাইকেলে বিস্ফোরক বহনের সময় বিস্ফোরণের ঘটনা। এর পরও যে বিস্ফোরক পাচার বন্ধ হয়নি, এই ঘটনা তার প্রমাণ। এই ঘটনার বিষয়েও আমি এনআইএর তদন্তের দাবি করছি। অবিলম্বে বিস্ফোরক ব্যবহারকারী অবৈধ চক্রগুলির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন। নচেৎ এমন বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ আগামীদিনে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয়, এই বিস্ফোরক পাচার হয়ে কোনও দেশবিরোধী শক্তির হাতেও পড়তে পারে, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শুভেন্দুর মতো এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা মিল্টন রশিদ বলেন, খবর রয়েছে, বীরভূমের ২০০টি পাথর খাদানের মধ্যে ৬-৭টি সরকার অনুমোদিত। বাকি খাদানগুলি অবৈধ। আর অবৈধ খাদানগুলিতে বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরক কোথা থেকে আসে, সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। এগুলো রাজ্য সরকার ঠিকমতো দেখবে না। তাই আমরা রাজ্য কংগ্রেসের তরফে এই নিয়ে এনআইএ তদন্ত চাইছি। যদি তদন্ত ঠিকঠাক না হয়, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব। যাতে অবৈধ খাদানগুলি বন্ধ হয়। আর বীরভূমের কোনও ছেলের যাতে প্রাণ না যায়।

বাঁকুড়ায় বসেই হায়দ্রাবাদের যশোদার পরিষেবা মিলবে সুশ্রুটে

অনিরুদ্ধ সরকার, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ জীবনে অসুখ আসে অপ্রত্যাশিতভাবে। তখন দরকার হয় সঠিক চিকিৎসার পরামর্শ, অভিজ্ঞ ডাক্তার, আর উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা। কিন্তু তার জন্য কি আপনাকে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ছুটতে হবে? না! কারণ এবার থেকে বাঁকুড়াতেই আছে আপনার ভরসার ঠিকানা- সুশ্রুট পলিক্লিনিক। যেটি অবস্থিত বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহি এলাকায়। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে সুশ্রুটের

তরফে এ বিষয়ে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন যশোদা হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিকিৎসক শ্রীরাম শ্রীকাকুলাপু উপস্থিত ছিলেন যশোদা হাসপাতালের ডেপুটি ম্যানেজার সুকান্ত সরণি, এদিন বৈঠকে জানা যায় এরপর থেকে বাঁকুড়ার মানুষজনকে কোনরকম সার্ভিস চার্জ ছাড়াই যশোদা হাসপাতাল, হায়দ্রাবাদ-এর যাবতীয় তথ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দেবে তারা। চিকিৎসার বিভিন্ন শাখা- হার্ট, কিডনি, লিভার, ক্যান্সার, নিউরো বা অন্য যেকোনো জটিল রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, চিকিৎসা খরচ, কনসালটেশনের নিয়ম, প্যাকেজ ডিটেলস- সবকিছুই এখন সহজেই পাওয়া যাবে শহরের সুশ্রুট পলিক্লিনিকে। কোন ডাক্তার দেখাবেন? কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে? ভর্তি বা চিকিৎসার খরচ কত হতে পারে? যশোদা হাসপাতালের সুবিধাগুলো কী কী? এসবের উত্তর মিলবে এখানেই, আপনার শহরে। সুশ্রুট পলিক্লিনিক হচ্ছে সেই সেতু, যা বাঁকুড়াকে যুক্ত করেছে সরাসরি হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের সঙ্গে। এখানে এসে আপনি শুধু তথ্যই পাবেন না, পাবেন একদম গাইডলাইন- যাতে আপনার চিকিৎসার পথচলা হয় সহজ ও নির্ভরযোগ্য।

মিজোরামের জনগণের জন্য ঐতিহাসিক দিন, আইজল ভারতের রেল মানচিত্রের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে

মালিগাঁও, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মিজোরামের আইজলে ৯,০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের বিকাশ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আইজল বিমানবন্দর থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জনসভায় সম্বোধন করে

প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতি নির্মাণে রাজ্যের ঐতিহাসিক অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন যে মিজোরাম আজ ভারতের বিকাশ যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই অনুষ্ঠানে মিজোরামের রাজ্যপাল জেনারেল (ড.) (অবসরপ্রাপ্ত) বিজয় কুমার সিং, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী লালদুহোমা, কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মিজোরাম সরকারের মন্ত্রী ড. ভানলালথলানা, সাংসদ শ্রী কে. ভানলালভেনা এবং রিচার্ড ভানলালহমঙ্গাইহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ভৈরবী-সাইরাং রেল লাইন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সময় তিনি বলেন যে আজ সারা দেশের জন্য বিশেষ করে মিজোরামের জনগণের জন্য ঐতিহাসিক দিন, কারণ আইজল কঠিন ভূখণ্ড সহ অনেক প্রত্যাহ্বান অতিক্রম করে ভারতের রেল মানচিত্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নতুন রেললাইনটি পরিবর্তনের জীবনরেখা হবে এবং মিজোরামের জনগণরে জীবন ও জীবিকায় বিপ্লব আনবে। সাধারণ জনগণের কাছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার আরও বিকল্প উপলব্ধ থাকবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-তে মিজোরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কালাদান মাল্টি মডেল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের মাধ্যমে, মিজোরাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযুক্ত হবে, যার দ্বারা বাণিজ্য ও পর্যটনকে আরও প্রোসাহিত করবে। এই উপলক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনাও করেন। সাইরাং-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, সাইরাং- গুয়াহাটি এক্সপ্রেস এবং সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস, মিজোরামের জনগণকে দেশের প্রধান শহরগুলির সাথে সরাসরি সুরক্ষিত, দক্ষ এবং সাশ্রয়ী রেল সংযোগ প্রদান করে এবং এর ফলে বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী পিএম-ডিভাইন-এর অধীনে ৪৫ কিলোমিটার আইজল বাইপাস রোড, এনইএসআইডিএস-এর অধীনে থেনজল- শিয়ালসুক রোড এবং খানকাউন-রঙ্গুরা রোড এবং ছিমতুইপুই নদী সেতু সহ মূল সড়ক প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলি আইজলের যানজট কম করার পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলির সাথে যোগাযোগ মজবুত করবে এবং কালাদান মাল্টিমডাল ট্রানজিট কাঠামোর অধীনে উদ্যানপালন, আদা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্ত ঃসীমান্ত বাণিজ্যকে উন্নত করবে। এছাড়াও, টুইকুয়ালে একটি খেলো ইন্ডিয়া মাল্টিপারপাস ইন্ডোর হল এবং মুয়ালখাংয়ে একটি ৩০ টিএমটিপিএ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। কাওর্থায় একটি আবাসিক বিদ্যালয় এবং থ্লাংনুয়ামে একটি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় সহ একটি নতুন শিক্ষামূলক সুবিধাও উদ্বোধন করা হয়.এবং রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে তার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ, জীবনযাত্রার সুগমতা এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উপর সরকারের ধারাবাহিক মনোযোগের উপর জোর দেন। তিনি খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে ক্রমবর্ধমান স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম এবং আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামোর বিকাশের কথা তুলে ধরেন। এই অঞ্চলের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে এই প্রকল্পগুলি জাতীয় মূলধারার সাথে তাদের একীকরণকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিশ্বভারতীর স্থায়ী কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ডঃ বিকাশ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর নতুন স্থায়ী রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করলেন। দীর্ঘদিন পর বিশ্বভারতীতে একজন স্থায়ী রেজিস্ট্রার যোগদান করলেন। অস্থায়ী উপাচার্যের পর স্থায়ী উপাচার্য পায় বিশ্ববিদ্যালয়। পাশাপাশি, এবার স্থায়ী কর্মসচিব পেল এই ঐতিহ্য মণ্ডিত প্রতিষ্ঠান। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী কর্মজীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিধি রয়েছে বলে বিশ্বভারতী সূত্রে খবর। কম্পিউটার সায়েন্সের লেকচারার হিসেবে সেন্ট্রাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন। তার আগে কোলকাতা স্থিত এক প্রতিষ্ঠানে প্রোগ্রামার হিসেবে যোগদান করেন। কম্পিউটার সায়েন্সের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে সুদানের ওমদুরমানে সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান করেন। এছাড়াও মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করেন। সিনিয়র ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট হিসেবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে।

নদীয়ায় কৃষ্ণগঞ্জের ভাজনঘাট গ্রামে কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের ভাজনঘাট গ্রামে কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই গ্রামের সরকারি কৃষি ফার্মের ভিতরে বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত এক কোয়ার্টার রয়েছে। কোয়ার্টারটি ঘন জঙ্গলে ঘেরা থাকায় সাধারণত এলাকাবাসী সেখানে যাতায়াত করেন না। এদিন দুপুরে কয়েকজন গ্রামবাসী গরু চরাতে গিয়ে এলাকায় দুর্গন্ধ পান। উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা দেখতে পান পরিত্যক্ত বাথরুমের ভেতরে দড়িতে ঝুলছে একটি কঙ্কাল। মুহূর্তের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এবং কৌতূহলী মানুষজন সেখানে ভিড় জমায়। খবর পেয়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কঙ্কালটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে প্রাথমিক অনুমান, ঘটনাটি আত্মহত্যা হতে পারে। তবে কঙ্কালটি পুরুষ নাকি মহিলা, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে কেউ থাকতেন না। কীভাবে সেখানে ঝুলন্ত কঙ্কাল এল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী গ্রামে। পুলিশ কঙ্কালটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং পরিচয় সনাক্তকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। সীমান্তবর্তী সংবেদনশীল এলাকায় এমন ঘটনায় গ্রামবাসীর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। এই বিষয়ে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, দেখুন সরকারি ফার্মে কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। যেখানে পাশেই সোলার প্যানেল রয়েছে সেখানে প্রতিদিন অন্তত ৫০ থেকে ১০০ লোক কাজ করে। তার পাশে খামারটায় আমি যতদূর জানি মানুষ জনের চলাচল আছে এবং মানুষজন যাতায়াত করে কিন্তু ওখানে এত জঙ্গল যে জায়গাটায় কঙ্কালটা পাওয়া গেছে সেখানে হয়তো মানুষ পৌঁছাতে পারেনি। এখন ঘটনা হচ্ছে, এই কঙ্কালটা যে পাওয়া গিয়েছে ইনি কে? কোথা থেকে এল? সীমান্ত এলাকার খুব কাছাকাছি। তাকে কি কেউ খুন করে ঝুলিয়ে দিল? সে আদৌ কি এদেশীয়? সেটার সঠিক তদন্ত পুলিশকে করতে হবে! যদিও গত তিন মাসে একটিও মিসিং ডায়েরী কৃষ্ণগঞ্জ থানায় জমা পড়েনি বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

MARRIAGE DECLARATION

THIS IS TO CERTIFY THAT ABHISHEK DAS(Indian citizen, at the Passport No. V8582917), DATE OF BIRTH 05 JAN 1990, SON OF ASHOK RANJAN DAS & SHIBANI DAS, PERMANENT ADDRESS: RABINDRA PALLY, WORD NO-19, P.O.- BISHNUPUR, BANKURA, PIN: 722122, WEST BENGAL, INDIA, MARRIED TO PUJA ROY(Bangladeshi citizens, Passport No. A12666057), DATE OF BIRTH 12 DEC 2004, DAUGHTER OF SWAPON ROY & JHARNA ROY, PERMANENT ADDRESS: VILLAGE-KULTIA, P.O.- MOSHIHATI- 7460, P.S. MANIRAMPUR, DIST. JASHORE, BANGLADESH AND THEIR MARRIAGE WAS SOLEMNIZED AS PER HINDU MARRIAGE ACT, 2012 (BANGLADESHI) ON 04 JUN 2025, AT THE SHREE SHREE DHAKESHWARI NATIONAL TEMPLE (MELANGON), 10, ORPHANAGE ROAD, LALBAGH, DHAKA, BANGLADESH. THE MARRIAGE WAS REGISTERED ON 04 JUN 2025, IN MY OFFICE.

All concerned may note.

OFFICE OF THE AGOYA-NARRAH GRAM PANCHAYAT NOTICE INVITING TENDER No. (i) 02/ANGP/25-26, (ii) 03/ANGP/ 25-26 Date: 11/09/2025

The Pradhan, Agoya-Narrah Gram Panchayat invites Sealed tender for the total 47(Forty seven)Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **12/09/2025 to 23/09/2025 from 12.30 OM to 12.30 PM**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **23/09/2025 up to 3.00 PM**. Date of opening of Tender **24/09/2025 at 12.30 PM**. For details visit website **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Agoya Narrah Gram Panchayat

র‍্যাগিং কাণ্ড মুর্শিদাবাদে, পলাতক ৯ পড়ুয়া! তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার র‍্যাগিং কাণ্ড মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের নওদা থানার আমতলা এলাকার ভয়েস পাবলিক স্কুলে র‍্যাগিং করার কারণে নয় জন ছাত্র স্কুল ছেড়ে শুক্রবার রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তাদেরকে পালানোর সময় বহরমপুরের ভাকুড়ি এলাকায় আটকে রাখে স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বহরমপুর থানার পুলিশ। জানা গেছে, নওদার এই বেসরকারি স্কুলের পাঠরত জেলার বিভিন্ন জায়গার পড়ুয়ারা। কিন্তু অভিযোগ, দৈনন্দিন জুনিয়র ছাত্রদের র‍্যাগিং করা ও মারধর করা হত। তাই বাধ্য হয়ে স্কুল ছেড়ে একসঙ্গে ন'জন পড়ুয়ারা বেরিয়ে চলে যান। আর এসে পৌঁছায় বহরমপুরে। বহরমপুরের ভাকুড়ি এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তির নজরে এলে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। পরে পরিবারের লোকজন আসলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায়, ভয়েস পাবলিক স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তারা নিচু ক্লাসের ছাত্রদের র‍্যাগিং করে বলেই অভিযোগ। কিন্তু শিক্ষকদেরকে বারবার বলে কোনও কাজ হয়নি বলে জানান ছাত্ররা এবং পরিবারকে বলতে গেলেও তাদেরকে মারধরের ভয় দেখায় উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা। ভাকুড়ি এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আমরা হঠাৎই দেখতে পাই মধ্য রাতে কিছু ছাত্ররা রাতের অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছে। সন্দেহ হতেই জিজ্ঞাসাবাদ করি। পরে জানা যায় নওদার একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্র সকলেই। পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় বারবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

গঙ্গা গ্রাসে তলিয়ে গেল বহু চর্চিত ফুজিমাই ঘাট, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মুখে বাড়ল চিন্তা! প্রতিবছরই ধুমধাম সহিত মেলা ও পুজো বিসর্জন হত এলাকায়। পুজোয় মেতে উঠত গোটা গ্রাম। তবে এবারে আর হয়ত সেই চিত্র দেখা মিলবে না গ্রামে। গত কয়েকদিনের ব্যাপক ভাঙন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। ইতিমধ্যে গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়েছে গ্রামের একমাত্র বিসর্জন ঘাট। যা এলাকায় পরিচিত ছিল ফুজি মাই ঘাট নামে। প্রতিবছরই সেখানে দুর্গাপুজা উপলক্ষে বসত বিশাল মেলা। তবে গত কয়েকদিনের ভাঙনের জেরে গোটা এলাকা গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। বর্তমানে ভাঙন আতঙ্কে ঘর ছেড়ে গঙ্গা পাহারায় নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা। জেলা সদর এলাকা ইংরেজবাজার ব্লক এলাকায় শুরু হয়েছে গঙ্গা ভাঙন। ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকল গ্রামের গঙ্গা নদী তীরবর্তী রবিদাস পাড়া, শেখ পাড়া, চৌধুরী পাড়ায় প্রায় ৮০০ পরিবারের বসবাস। এক গ্রামবাসী জানান, একাধিক পুজোর বিসর্জন হত এই ঘাটে। বর্তমানে বাড়ির কাছে গঙ্গার জল এসেছে। রাত জেগে পাহারায় থাকতে হচ্ছে খুব আতঙ্কে রয়েছি। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী জানান, 'এই নিয়ে জেলা প্রশাসন এবং সেচ দফতরে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ভাঙন রোধের কাজ শুরু হযেছে।' ভাঙন রোধের কাজ হলেও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন গঙ্গা তীরবর্তী বাসিন্দারা। তাদের দাবি বালির বস্তা দিয়ে নয় ভাঙনরোধের জন্য পাথর দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করা হোক।

প্রতিমার অস্ত্র তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর বাকি অল্প কিছু দিন, তার আগেই প্রতিমার অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিস নবদ্বীপে! যেখানে তৈরি হচ্ছে তলোয়ার থেকে গদা, ত্রিশূল থেকে তির ধনুক। হাতে গোনা আর অল্প কিছুদিন বাকি বাঙালির প্রাণের পুজো, দুর্গা পুজোর। আর তার আগেই নদীয়ার নবদ্বীপে মিলল একাধিক অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিস! যেখানে চলছে দিন রাত বিভিন্ন মাপের অস্ত্র তৈরির কাজ। সামনেই দুর্গা পুজো, আর দেবী দুর্গা থেকে তার সন্তানদের ও অসুরের হাতে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন অস্ত্র সহ নানা বিধ উপকরণ। আর এই অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিস মিলল এবার নবদ্বীপে। জানা যায় আগে এই অস্ত্র টিন বা অ্যালমুনিয়ামেরও তৈরি করা হত। কিন্তু বর্তমানে পিতলের অস্ত্রের চাহিদাটাই বেশি। তাই এখন দিন রাত এক করেই চলছে সেই সব অস্ত্র তৈরির কাজ। তবে

কাঁচামাল সহ নানাবিধ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে কিছুটা হলেও মুনাফায় ঘাটতি ঘটেছে বলে দাবি প্রতিমার এইসব অস্ত্র তৈরির কারখানার মালিকদের। তারা জানান মূলত এই অস্ত্র তৈরি হয় পেতল দিয়ে, প্রথমে পেতলের শিট থেকে বিভিন্ন ডাইসের মাপে কাটা হয়, এরপর যেটার যা আকৃতি তার আকৃতি দেওয়া হয়, এরপর যেখানে যেখানে ঝাল করার প্রয়োজন করা হয়, ও সবশেষে পালিশ করে বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়। নবদ্বীপ শহরের পাকাটোল রোড এলাকার কারখানার মালিক জানান দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই পেশায় যুক্ত, আগের থেকে কিছুটা চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধিতে পথের কাটা হয়েছে তাদের মুনাফায়। তিনি জানান বিভিন্ন মাপের অস্ত্র তৈরি হয় তাদের এই কারখানায়, তবে তার কাছে ছোট মাপের তুলনায় বড় অস্ত্রের চাহিদা বেশী। তিনি আরও জানান তাদের তৈরি এইসব অস্ত্র কলকাতা সহ বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশের বাইরেও পাড়ি দিয়েছে। এবছরও বিভিন্ন এলাকার মানুষ আসছে তাদের কারখানায় এই অস্ত্র কিনতে। মোটের ওপর দূর্গা পুজোকে ঘিরে একাধারে যেমন মন্ডপ শিল্পী থেকে প্রতিমাসহ আলোকসজ্জার শিল্পীরা যেমন ব্যস্ত তাদের কাজে, একই সঙ্গে দেবী দুর্গা সহ তার সন্তান ও অসুরের জন্য অস্ত্র তৈরির কাজেও সমান ভাবেই ব্যস্ত এই শিল্পীরা তা বলাই বাহুল্য।

মুদির দোকানে মজুত আতশবাজিতে আগুন, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া দোতলায় পঞ্চায়েত অফিস লাগোয়া একটি মুদির গোডাউনে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। আহত যুবকের নাম মহম্মদ সমীর। তিনি পেশাই ঝালাই মিস্ত্রি। তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। ঘন জনবসতি এলাকায় আগুন হওয়ায় ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ওই মুদির গোডাউনে মজুত ছিল পুরনো আতসবাজি। সেগুলোতেই এদিন বিস্ফোরণ হয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। যদিও দমকলের তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গোডাউনে ওয়েলডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় খুব সম্ভবত আগুনের ফুলকি পড়েই ওই আগুন লাগে। ওয়েলডিংয়ের কাজ করছিলেন যে শ্রমিক তিনি সামান্য জখম হন বলে জানা গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আরও বড় আকার নিতে পারত। কিন্তু দমকল ও এলাকার বাসিন্দাদের চেষ্টায় সেটা বড় আকার নেয়নি। এদিকে, দমকল সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ দোতলা মোড়ের ওই মুদির গোডাউনে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন দোকান মালিক এবং কর্মীরা। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় তারা খবর দেন দমকলে। দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের তৎপরতায় আগুন প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দোকানটি। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

১২.০৯.২০২৫ তারিখে মেট্রোতে ৭.৯৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার (১২.০৯.২০২৫ তারিখে) মেট্রো রেল প্রায় ৭.৯৫ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করেছে, যা ১১.০৯.২০২৫ তারিখে ভ্রমণ করা যাত্রীদের চেয়ে বেশি। দিন দিন মেট্রো রেল ভ্রমণ অত্যন্ত জনপ্রিয় পরিবহন মাধ্যম হয়ে উঠছে এবং জনসাধারণ মেট্রো রেলকে আরামদায়ক এবং সাশ্রয়ী বলে মনে করায় এর পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতকাল ব্লু লাইনে ৫.৭২ লক্ষেরও বেশি যাত্রী পরিবহন করা হয়েছে। গ্রিন লাইনে ২.০৪ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে যথাক্রমে ৭০০০ এরও বেশি যাত্রী এবং ৫৩০০ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। ১২.০৯.২০২৫ তারিখে ইয়েলো লাইনে প্রায় ৭৩০০ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে (অর্থাৎ সকাল ৯.০০ টা থেকে ১১.০০ টা এবং সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে ২০.০০ টা পর্যন্ত) ব্লু লাইনে ট্রেনগুলি বেশিরভাগ ৫.৫৪ টা থেকে ৬.০১ মিনিটের ব্যবধানে পরিচালিত হত। সারা দিন এই করিডোরে প্রায় ৯৭ পরিষেবা সময়সূচী অনুসারে পরিচালিত হত। সারা দিন ইয়েলো লাইনে ট্রেনগুলি সময়সূচী অনুসারে ১২ মিনিটের ব্যবধানে পরিচালিত হত। গ্রিন লাইনে ১০০ সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা হয়েছিল কারণ ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবাগুলি পরিচালিত হত। গতকালও অরেঞ্জ এবং পার্পল লাইনে ১০০ সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ লাইন এড়াতে, যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল কিউআর টিকিটের মতো ডিজিটাল মোড টিকিটিং সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা অ্যাপের মাধ্যমে বা রিচার্জের সময় বুকিং করলে ৫ বোনাসছাড়ের সাথে আসে। ট্রেনে এবং স্টেশনগুলিতে কর্তব্যরত কর্মীদের দ্বারা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। গত ৭ দিন ধরে, মেট্রো রেলওয়ে পূর্ব রেলওয়ের সহায়তায় যাত্রীদের মধ্যে মেট্রো স্মার্ট কার্ড এবং ডিজিটাল টিকিটিং পদ্ধতি জনপ্রিয় করার জন্য একটি বিশেষ প্রচারণা চালিয়েছে। এই প্রচারণায় ১৬৩১৭টি স্মার্ট কার্ড বিক্রি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আজ থেকে মেট্রো রেল শনি ও রবিবার ইয়েলো লাইনে পরিষেবা পরিচালনা শুরু করেছে। শনিবার ৪৪টি পরিষেবা (২২টি ইউপি এবং ২২টি ডিএন) এবং রবিবার (২০টি ইউপি এবং ২০টি ডিএন) পরিচালিত হচ্ছে। প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই পরিষেবাগুলিতে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

ডিপিএল ভবনে কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পদোন্নতি হয়নি, বেতন বৃদ্ধি দুরস্ত উল্টে জেলার বাইরে দুই থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে বদলির নির্দেশ। এই অবস্থায় চরম সমস্যায় পড়েছেন রাজ্য সরকারের দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল)-এর একাংশ কর্মী। বদলির প্রতিবাদে ও চিকিসাসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার দাবিতে শনিবার ডিপিএল প্রশাসনিক ভবনে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে ডিপিএলের মোট ৩৩২ জন শ্রমিককে খাদ্য দফতরে চার জেলায় ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল। চলতি বছর তাঁদের মধ্যে ১৮ জনকে ফের অন্য জেলায় বদলির নির্দেশ আসে। অভিযোগ, পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি না হয়েও তাঁদের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Chingani Gram Panchayat Chaulyabad::P.O.Chhagulia: Dist.-Bankura Notice Inviting eTender No: 05/2025-2026

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for 01 (One) Nos. works. Date of start of downloading the documents **10.09.2025 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **17.09.2025 06.30 p.m.** Date of opening of Technical Bid: **22.09.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website **https:// wbtender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

ভূমিধস পাহাড়ে, বাতিল ট্রয় ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড়ে ভূমিধসের কারণে পুজোর আগে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং রুটে টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে এবং ট্রেন চালানোর জন্য কমপক্ষে তিন দিন সময় লাগবে। ট্র্যাক থেকে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অগ্রিম বুকিংও বাতিল করা হয়েছে। একই সাথে, রেলওয়ে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ডিএইচআর পরিচালক ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, ভূমিধসের কারণে ট্রয় ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। ১৫ তারিখে ট্রায়াল রান করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, ১৬ তারিখে আবার চালানো হবে। অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রংটং এবং তিনধারিয়ার মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে ট্রয় ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ অপসারণ এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে লাইন মেরামত করতে সময় লাগবে। যার কারণে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **তপন মণ্ডল এবং চন্দনা মণ্ডল**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **লোকনাথ কনস্ট্রাকশন**
ঠিকানাঃ **রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১**
গ্রহীতাঃ **তপন মণ্ডল এবং চন্দনা মণ্ডল**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-4561** নং বহি ০২.০৯.২০২২ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **4561, 02.09.2022**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/10070, 10071**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪- পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
খড়িয়া, সিট নং-14, L.R. plot-24, L.R. Khatian 760
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **তপন মণ্ডল এবং চন্দনা মণ্ডল**
পিতা/ স্বামীঃ বৈশ্য মণ্ডল
ঠিকানাঃ রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রুপা পাত্র, স্বামী বাদল পাত্র সাং- পাঁচপাড়া পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী-০৮.০৯.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৪৯১৩ নং দলিল দ্বারা অলোকা পাত্র দিং, স্বামী জহর পাত্র ওরফে জহরলাল পাত্র নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন পাঁচপাড়া মৌজায় জে. এল. ৩৭ নং ভুক্ত, এল. আর.- ২৭২৭ নং খতিয়ানে এল. আর. ৪৬ নং দাগে ডাঙ্গা ১.০৭১৪ শতক, এল. আর.-২০৩৪ নং দাগে ডাঙ্গা ২.৬৭৮৬ শতক এবং এল. আর. ২০৯৪ নং দাগে শালি ২.৮৫৭১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ০২.০৪.২০২১ তারিখে হাওড়া ডিঃ ০২ নং রেজিঃ অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃত ০৪ নং বহির ০৫১৩০০৪৮২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে বাদল পাত্র পিতা জহর পাত্র ওরফে জহরলাল পাত্র, সাং- পাঁচপাড়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত সাফ বিক্রয় কোবালাটি বিক্রেতাগনের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার হইতে সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলটি সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তিটির নামপত্তনের জন্য তিনি বর্তমানে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে আবেদন করিতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা বিঞ্জপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সাঁকরাইল বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রযের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, অন্যথায়, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিগুলি বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে, একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে, ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রিবিলি-বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটির মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা (গণ) ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৬১৬২	সুপর্ণা ব্যানার্জ্জী	১,৫১,১৭২.৭১	১২-০৯-২০২৫
২	XXXXXXXXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জ্জী	৯,৯৯,৫১৭.৩০	১২-০৯-২০২৫
৩	XXXXXXXXXX১২৪০	প্রসেনজিত সাহা	৩,৫৪,৭২৫.১৪	১২-০৯-২০২৫
৪	XXXXXXXXXX৮৯৪৬	সমীর কুমার মোদক	৩,৮৮,৮৯১.৫৯	১২-০৯-২০২৫
৫	XXXXXXXXXX০৫৫২	উজ্জয়ীনি দাস	১,০৪,৫৯৩.৪৮	১২-০৯-২০২৫

তারিখঃ ১৪.০৯.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

খাবার-দাবার

পুজোয বাড়িতে অতিথি সমাগম? শুকনো মিষ্টি বানিযে তুলে রাখুন ফ্রিজে, রইল রেসিপি

উৎসবের মরসুম মানেই মানেই চর্ব, চোষ্য, লেহ্য-পেয়! সঙ্গে মিষ্টির বাহার। আর নৈশভোজ বা মধ্যাহ্নভোজের পর মিষ্টিমুখ করতে কার না ভালো লাগে? রকমারি মিষ্টির জন্য দোকানে লাইনও পড়ে। তাছাড়া বাড়িতে অতিথি সমাগমও লেগে থাকে। এবার না হয় বাড়িতেই রকমারি মিষ্টি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিন! রইল দুটি দারুণ রেসিপি।

বাদাম বরফি

উপকরণ-৫০০ গ্রাম বাদাম, ২০০ গ্রাম চিনি, ১ কাপ ঘি, ৪ টি এলাচ

প্রণালী-একটি পাত্রে প্রয়োজন মত কনডেন্সড মিল্ক নিন প্রয়োজন মতো ড্রাই ফ্রুট। ২ ঘন্টা মতো প্রথমে বাদামগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভিজিয়ে রাখা বাদামগুলো মিক্সিতে বেটে নিতে হবে। তারপর একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে বেটে রাখা বাদাম দিয়ে দিতে হবে ও ভালোভাবে ভাজতে হবে ঘিয়ে। ভাজা হয়ে গেলে তাতে পরিমাণ মতো চিনি ও এলাচ দিয়ে আবার ভালো করে নাড়াতে হবে যতক্ষণ না চিনির জল শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে মন্ড মতো হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে। একটা থালার মধ্যে একটু ঘি গ্রিজ করে তাতে মিশ্রণটি ঢেলে উপর দিয়ে ড্রাই ফ্রুট দিয়ে গারনিশ করতে হবে। এরপর ঠান্ডা করে বরফি আকার কেটে নিলেই তৈরি বাদাম বরফি।

গুড়ের ফিউশন চকোলেট বরফি

উপকরণ-৫০০ গ্রাম খোয়া ক্ষীর, ৩০০ গ্রাম নলেন গুড়, ১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ কোকো পাউডার, ৪-৫ ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স আর ২৫০ গ্রাম কনডেন্সড মিল্ক।

প্রণালী- প্রথমে নলেন গুড়টা হালকা আঁচে জাল দিয়ে পাতলা করে নিন। এবার আলাদা একটা নন-স্টিকের কড়াই গরম করে এতে খোয়া ক্ষীর দিযে কম আঁচে বসিয়ে রাখুন। খোয়া ক্ষীর একটু গলতে শুরু করলে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন, যাতে নিচে লেগে না যায়। অর্ধেক গলে গেলে এতে কনডেন্সড মিল্ক, নলেন গুড়, ছোট এলাচের গুঁড়ো ও ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিন। মিশ্রণটি ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন মিশ্রণটি ক্রিমের মতো ঘন হযে গেছে। তারপর আরও ৭ মিনিট মতো মিশ্রণটি আঁচে বসিয়ে নাড়বেন। একটু থকথকে হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এবার একটা চারকোণা কাঁধ উঁচু পাত্রে ঘি গ্রিজ করে নিয়ে ঢালুন। ঘি মাখানোর পাশাপাশি থালায় অল্প কোকো পাউডার ছড়িয়ে দিতে পারেন। মিশ্রণটি থালায় ঢালার পর উপর দিয়ে কোকো পাউডার ও পেস্তা কুচি ছড়িযে দিন। এবার এই মিশ্রণটি ফ্রিজে রেখে দিন। ফ্রিজ থেকে বের করে বরফির আকারে কেটে নিয়ে পরিবেশন করুন।

পুজোয় রাঁধুন পনির সালান, এক রেসিপিতেই হবে বাজিমাত

ভোজনরসিক বাঙালির পুজো মানেই পেটপুজো। আর সেই রসনা তৃপ্ত হলে, উদর ' থেকে বেশি খুশি বোধহয় আর কেউ হন না! উৎসবের প্রহর দুয়ারে কড়া নাড়লেই আনন্দের স্বাদ আরও বেশি করে চেটেপুটে নিতে চায় মন। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা পুজোর দিনগুলোয় মাছ-মাংস মুখে তোলেন না, কিংবা অনেকে আবার বছরভর নিরামিষাশী। তবে একপদ খেয়ে একঘেয়ে লাগলে, আপনাদের জন্য লোভনীয় এক পদ- পনির সালান। যা রান্না করলে পাত তো চেটেপুটে সাফ হবেই, অতিথিদেরও তারিফ পাবেন।

উপকরণ-পনির ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম, বড় পেঁযাজ আধখানা, হ্যালাপিনো ৪টে বড়, জিরে গুঁড়ো ১২ চা-চামচ, তিল তিন চামচ, সরষে গুঁড়ো ১২ চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চামচ, শুকনো নারকেল ১৪ কাপ, কালোজিরে ১২ চা-চামচ, তেঁতুলবাটা ২ চামচ, রসুনের কোযা ২টো, সাদা তেল ২ চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, কারিপাতা কয়েকটা, শুকনো লঙ্কা কয়েকটা, বাদাম ১৩ কাপ।

প্রণালী- ছোট ছোট টুকরোয় কেটে রাখুন পনির। একটা কড়াইয়ে বাদাম, তিল আর নারকেল শুকনো ভেজে নিন দুই থেকে তিন মিনিট। কোনওভাবেই য়েন পুড়ে না যায়। ঠান্ডা হতে দিন। এবার হ্যালাপিনোগুলোয় তেল মাখিয়ে সেগুলো কাঁটা চামচে আটকে আগুনে গ্রিল করে নিন যতক্ষণ না বাইরেটা পুড়ে-পুড়ে আসে। সেগুলো ঠান্ডা করে ছাল ছাড়িয়ে নিন। অর্ধেক করে কেটে নিন। কড়াইযে এবার এক চামচ সাদা তেল দিন। পনিরের টুকরোগুলো বাদামি হযে আসা পর্যন্ত তেলে সাঁতলে নিন। পেঁয়াজ আর রসুন ছাড়ুন পনিরের মধ্যে। ভালো করে ভেজে নিন।

এবার আগে থেকে ভেজে রাখা বাদাম, তিল, নারকেল মিশিয়ে নিন। হলুদ এবং লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকুন। আরেকটা প্যানে বাকি সাদা তেল গরম করে তাতে সরষে, জিরে এবং কালোজিরে ঢালুন। কারিপাতা কুচিয়ে ছেড়ে দিন। তাতে তেঁতুল বাটা এবং ৩৪ কাপ জল মেশান। জলের পরিমাণ চোখের আন্দাজে বাড়িয়ে-কমিয়ে নিতে পারেন। চার থেকে ৫ মিনিট নাড়ান। স্বাদমতো নুন-চিনি দিন। এবার এই মিশ্রণে পনির ও কেটে রাখা হ্যালাপিনো মেশান। ভালো করে কষিয়ে উপরে শুকনো লঙ্কা দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পুজোয় বাড়িতে নিরামিষ খাওয়ার চল? রইল স্বাদবদলের একগুচ্ছ রেসিপি

পুজোর সময়ে অনেকের বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। একটানা না হলেও কোনও না কোনও দিন আমিষ ছুঁয়ে দেখার নিয়ম নেই আবার অনেকের বাড়িতে। তবে নিরামিষ পদের নাম শুনেই মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। আজকের এই রেসিপিগুলো কিন্তু ভুলিয়ে দেবে আমিষের স্বাদও। আর বানাতেও খাটুনি কম। কখনও ভাতের বদলে পরোটা বা কচুরি খেতে পারেন। আবার কখনও বা মেনুতে থাকুক পোলাও। কী কী রান্না করবেন? রইল একাধিক রেসিপি।

কড়াইশুঁটির কচুরি

উপকরণ-৫০০ গ্রাম ময়দা, আধ চা চামচ চিনি, ১৪ চা চামচ নুন, ২ চা চামচ সাদা তেল।

পুরের উপকরণ- ৫০০ গ্রাম মটরশুঁটি, ১ চা চামচ মৌরি, ১২ চা চামচ জোয়ান, ২.৫ টেবিল চামচ ধনে জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ১৪ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ৩ টে কাঁচা লঙ্কা, ৩ চা চামচ আদা কুচি, ১৪ আঁটি ধনেপাতা, ১৪ চা চামচ হিং, ২ টেবিল চামচ বেসন, স্বাদ মতো নুন-চিনি,পরিমাণ মতো তেল।

প্রণালী-ময়দা, নুন, চিনি ও তেল দিয়ে মিশিয়ে মেখে ঢেকে রাখুন। লেচি কেটে ছোট বল বানিয়ে ফেলুন। অন্যদিকে মটরশুঁটি, আদা, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। কড়াইযে তেল গরম করে তাতে মৌরি, জোয়ান ও হিং দিয়ে দিন এবং ধনে-জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে সেটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তাতে নুন, চিনি ও বেসন দিয়ে দিন এবং ভাল করে কষিয়ে নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে পুর বানান। ওই বল গুলো বেলে মাঝে পুর দিয়ে দিন এবং ভালো করে মুড়ে লুচির আকারে বেলে নিন। কড়াই এ তেল গরম করে তাতে ভালো করে ভাজুন।

পোস্ত পাতুরি

উপকরণ-আধ কাপ পোস্ত, ৪ চা চামচ সাদা তিল, ২ চা চামচ সাদা সর্ষে, আধ কাপ নারকেল কুড়ানো, স্বাদমত নুন-চিনি, স্বাদ, পরিমান মতো সর্ষের তেল, কলা পাতা, সুতো, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা কুচি।

প্রণালী-প্রথমে সবকিছু মিক্সারে রেখে সামান্য জল দিয়ে পেস্ট করে নিতে হবে। একই সাথে কাঁচা লঙ্কাও পেস্ট করে নেবেন। এবার পেস্ট একটি পাত্রে নিয়ে তাতে নুন, চিনি, তেল, ধনেপাতা কুচি দিযে মেখে নিন। এবার সেঁকে রাখা কলাপাতায় পোস্তর মিশ্রণ রেখে

উপরে একটি লঙ্কা চেঁরা দিয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বাঁধুন। এবার তাওয়ায় তেল ব্রাশ করে ঢিমে আঁচে সবকটা পাতুরি রেখে উলটে পালটে ভেজে নিন। নামিয়ে নিয়ে পরিবেশনের আগে একটু কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে দেবেন খালি উপর থেকে। এক চামচ দিয়ে অনেকটা খাওয়া যায়।

দুধ পোলাও

উপকরণ-দেরাদুন চাল (১ কাপ), দুধ ফোটানো (দেড় লিটার), গোটা গরমমশলা (২ চামচ), স্টার অ্যানিস (৪-৫টা), কিশমিশ (১ চামচ), কড়াইশুঁটি (২ চামচ) ঘি (৪ চামচ), নুন (আধ চামচ), চিনি (স্বাদমতো),মিল্কমেড (৩ চামচ)।

প্রণালী-প্রথমে চাল ভালো করে ধুযে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে পাত্রে ঘি গরম করে গরমমশলা ও স্টার অ্যানিস ফোড়ন দিন। গন্ধ বেরোতে শুরু করলে ওর মধ্যে কড়াইশুঁটি, কিশমিশ, চাল দিয়ে অল্প নেড়ে নিন। ওর মধ্যে এবার ফুটিয়ে রাখা দুধটা দিন। নুন-চিনিও দিন। এবার পাত্রের ঢাকনা আটকে রাখুন, ঢিমে আঁচ রাখুন। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে বুঝবেন পোলাও তৈরি। আঁচ থেকে নামিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখুন। পরে ঢাকনা খুলে মিল্কমেড ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পনির দিলখুশ

উপকরণ-পনির (২৫০ গ্রাম), টমেটো পিউরি (২০০ গ্রাম), ফ্রেশ ক্রিম (২০০ গ্রাম), কসৌরি মেথি (২ চা-চামচ), ঘি (পরিমাণমতো), লঙ্কাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), হলুদগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), গরমমশলাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২-৩টে), ধনেপাতা, নুন (আন্দাজমতো), কাজুবাদাম বাটা (২ চামচ)।

প্রণালী-পনির টুকরো করে কেটে নিন। কড়াইতে ঘি দিয়ে পনির ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইতে ঘি দিয়ে কাজুবাদাম বাটা কষে নিয়ে টমেটো পিউরি, কাঁচালঙ্কা, কসৌরি মেথি, নুন,লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। এরপর এতে ক্রিম ও গরমমশলা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষান। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

স্বর্ণালী পনির

উপকরণ- পনির, ভাজা মসলা (ভাজা বাদাম, ধনে, জিরে, পোস্ত বীজ, সাদা তিলেরগুঁড়ো), টমেটো পিউরি, আদাবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, নারকেলের দুধ, টক দই, গরম মশলা, বাদাম, নুন-চিনি (স্বাদমতো), কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল, চেরি টমেটো

প্রণালী- প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করে পনিরগুলোকে হালকা বাদামি করে ভাজুন। শুকনো লঙ্কা ফোঁ।ন দিন, এবার এতে আদা ও কাঁচালঙ্কা দিন। টমেটো পিউরি এবং দই যোগ করুন এবং ভালভাবে কষান। প্রয়োজনমতো নারকেলের দুধ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এবার গরমমশলা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার পনির যোগ করে নেড়ে নিন।

টমেটোর বিকল্প হিসাবে রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন এগুলি

যে কোনও রান্নার স্বাদ আনতে টমেটো দরকার। কিন্তু যদি রান্না করতে করতে দেখেন ভাঁড়ারে টমেটো নেই একেবারে। মাথায় হাত যে শখের রান্না করবেন কীভাবে? কুছ পরোয়া নেহি। হেঁশেলে টমেটো না থাকলে এই জিনিসগুলি দিয়ে করে নিতে পারেন বিকল্প ব্যবস্থা। টমেটো যদি আপনার হেঁশেলে না থাকে তাহলে তার বিকল্প হিসাবে আপনি এক্ষেত্রে কুমড়ো ব্যবহার করতেই পারেন। যদিও তা খানিক মিষ্টি হবে তবে রান্নায় সেই অর্থে কোনও হেরফের হবে না। কাঁচা কুমড়ো খানিক সিদ্ধ করে নিয়ে

ব্লেন্ড করে তাতে এক চামভ ভিনিগার মিশিয়ে রান্নায় টমেটোর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। টমেটোর স্বাদ রান্নায় আনতে ব্যবহার করতে পারেন তেঁতুল। ডাল হোক বা তরকারি তাতে তেঁতুলের ক্বাথ মিশিয়ে দিলে তাতে টমেটোর অভাব কিছুটা পূরণ হবে রান্নায স্বাদও আসবে। বাঙালি রান্নায় টকদইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাছ, মাংস কিংবা নিরামিষ রান্না সবেতেই যেভাবে টকদই ব্যবহার করে স্বাদ বাড়ানো সম্ভব সেভাবেই কিন্তু টমেটোর বিকল্প হিসাবেও টকদই ব্যবহার করতে পারেন। টকদই ফেটিয়ে নিযে রান্নায দিলে বাড়বে স্বাদ।

প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, প্রস্তাব পাশ রাষ্ট্রসংঘে! সমর্থনেই ভোট নয়াদিল্লির

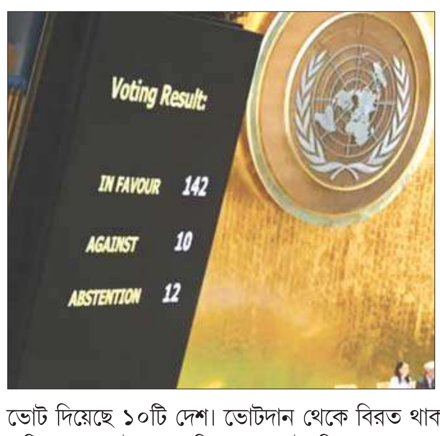

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষে ভোট দিল ভারত। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটিতে সব মিলিয়ে ১৪২টি দেশ প্যালেস্টাইনের পূর্ণ সদস্যপদের পক্ষে সায দিয়েছে। য়ার মধ্যে ভারত অন্যতম। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ১০টি দেশ। ভোটদান থেকে বিরত থাকল ১২টি দেশ।

এদিনের ভোটে য়ারা বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের মধ্যে আমেরিকা ও ইজরায়েল ছাড়াও রযেছে আর্জেনিন্টনা, হাঙ্গেরি, পাপুয়া নিউ গিনি, প্যারাগুয়ের মতো দেশগুলি। গৃহীত প্রস্তাবে ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের দ্বন্দ্ব মেটাতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ও দীর্ঘকালীন পর্যায়ে শান্তি ফেরানোর কথা। ২০২২ সালের ৭ অক্টোবর হামাস হামলা চালায় ইজরায়েলে। সেই হামলায় ১২০০ মানুষের মৃত্যু হয়। পণবন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় ২৫০ জনকে। এরপরই গাজা ভূখণ্ডে পালটা হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। এখনও পর্যন্ত সেই হামলায় ৬০ হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছে। অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যুর প্রহর গুনছে শিশু-সহ বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘে যে প্রস্তাব গৃহীত হল সেখানে গাজাকে হামাসের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার কথাই বলা হয়েছে। তবে এর আগে ২০১৫ থেকে ২০২৩, এই সময়কালে রাষ্ট্রসংঘে দেড়শোর বেশি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। কিন্তু এরপরও তেল আভিভের গাজার প্রতি আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। বরং সাম্প্রতিক সময়ে ত্রাণের লাইনে দাঁড়ানো সাধারণ প্যালেস্তিনীয়দের দিকে ইজরায়েলি সেনার গুলি চালানোর অভিয়োগ উঠেছে বারবার। হামাস নিধন য়জ্ঞে নেমে গাজাকে কার্যত ' পরিণত করেছে ইজরায়েল। গোটা গাজা হয়ে উঠেছে আস্ত ধড়্বাবংসস্তূপ।

মার্কিন মুলুকে সাবেকি মূর্তি-ঠাকুরদালান! জার্সি সিটির পুজো যেন একান্নবর্তী পরিবারের উদয়াপন

বিশেষ প্রবিদেন, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বেশ কযেক বছর হল বিদেশ বিভুঁইযে। আমরা এখন প্রবাসী। অস্বীকার করব না, আমেরিকার আদবকায়দা, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, সবই আমরা আপন করে নিয়েছি। কিন্তু সেটা তো বহিরঙ্গে। সেটাই তো সব নয়। অন্তরে আমরা কেউই প্রবাসী নই- বাঙালি, ভারতীয়। মা দুর্গার আগমন আমাদের সেটা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। এই চারটে দিন শুধুই আমাদের। সারা বছরের ' চলো রে' ভুলে আমরা এই ক'দিন একান্নবর্তী পরিবারের অংশ। নিউ জার্সির গার্ডেন স্টেট পুজো কমিটির পুজোয় আমরা চেষ্টা করি বাঙালির চিরাচরিত আটপৌরে সংসারটা ধরে রাখতে। মাতৃমূর্তির সাবেকি রূপ থেকে ঠাকুরদালান তৈরি, বিদেশেও আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই সংস্কৃতি বহমান রাখতে চাই।

আমাদের পুজোর পথচলা শুরু ১৯৮১ সাল থেকে। যাঁদের হাত ধরে পুজোর সূত্রপাত হয়েছিল, তাঁরা আজ প্রবীণ। নাতি-নাতনিদের হাত ধরে উৎসবে শামিল হন। আসলে জার্সি সিটি ভৌগোলিকভাবে নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্ক শহরের কাছে অবস্থিত। ফলে কর্মসূত্রে আগত বাঙালিদের জন্য এই জায়গাটা খুবই

সুবিধাজনক। মূলত সপ্তাহের শেষে পুজো হয়। এবার যেমন ৩,৪,৫ অক্টোবর আমাদের এখানে পুজো। পুজোর শুরুর দিন থাকবে ' বাগবাজারের দুর্গাপ্রতিমার যে সাবেকি রূপ, আমরা সেটাকেই অনুসরণ করি। অসুরের রং হয় সবুজ। তবে হ্যাঁ, পুরোটাই ফাইবারের তৈরি। জাহাজে করে মূর্তি আসে, তাকেই আমরা প্রতি বছর যত্ন সহকারে সাজিয়ে তুলি। মোটামুটি পাঁচ-ছয় বছর ব্যবহার করার পর নতুন মূর্তি আনা হয়। পুজোর পুরো জায়গাটা আমরা যামিনী রায়ের ছবি দিয়ে সাজিয়ে তুলি। শাস্ত্র মেনে পুজো হয়। নিজেরাই ঢাকির ভূমিকা পালন করি। দশমীর দিন অন্তত ১৫০০ লোকের সমাগম হয় এখানে। লাল-পেড়ে সাদা শাড়িতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা থেকে ঢাকের তালে ধুনুচি নাচ, সে এক বিরাট কাণ্ড! সব মিলিয়ে পুজোর ক'টা দিন তিন-চার হাজার মানুষের সমাগম হয়। এমনকী, অনেকে প্লেনে এখানে এসে হোটেলে থেকে আমাদের পুজোয় অংশগ্রহণ করেন।

নোবেলের স্বপ্নভঙ্গ! 'চাপ দিয়ে লাভ নেই', 'ট্রাম্পকে স্পষ্ট বার্তা কমিটির

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফলে তাঁকে খুশি করতে তাবেদারের সংখ্যা কম হবে কি বিশ্বে। এহেন ট্রাম্প চান চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার উঠুক তাঁর হতে। তবে চাইলেই তো আর হবে না। শান্তির লক্ষ্যে তার কর্মকাণ্ডের বিস্তর তালিকা চাই। তবে শর্টকাট-বিলাসি ট্রাম্প এসব শুনতে চান না। তাবেদারদের সঙ্গী করে তিনি ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছেন নোবেল কমিটির উপর। তাঁর নিজেরও দাবি ৭টি যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনি। এই অবস্থায় পাল্টা বিবৃতি এল কমিটির তরফে। স্পষ্ট জানানো হল, নোবেল কমিটির উপর চাপ বাড়িয়ে বিশেষ লাভ হবে না। কমিটি সর্বদা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। একাধিকবার ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী। পূর্বসূরী বারাক ওবামার উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের দাবির সপক্ষে তাঁর যুক্তি ক্ষমতায আসার পর ৬-৭ যুদ্ধ থামিয়েছেন। এমনকী রুশ-ইউক্রেন ও হামাস-ইজরালে যুদ্ধ থামাতেও প্রস্তুত তিনি। এহেন পরিস্থিতির মাঝে সংবাদমাধ্যম দেওয়া নোবেল কমিটির সচিব ক্রিশ্চিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেন, এটা সত্যি য়ে একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তর আলোচনা চলছে। তবে এটাও সত্য য়ে সংবাদমাধ্যমের

আলোচনা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে না। আমরা ঝাড়াই বাছাই করে যোগ্যতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের উপর কোনও চাপ নেই। বাইরের কোনও চাপ আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না। তবে বার্তা স্পষ্ট হলেও চেষ্টার কোনও খামতি রাখছেন না ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যাতে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান তার জন্য তাবেদারদের ব্যবহার করছেন। আগামী ১০ অক্টোবর নোবেল শান্তির প্রাপকের নাম ঘোষণা হবে। তার আগে ট্রাম্পের হয়ে নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, আজারবাইজানের ইলহাম আলিয়েভ, এছাড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাক সেনাপ্রধান আসিফ মুনিরও জানিয়েছেন ট্রাম্পের নোবেল পাওয়া উচিত। সূত্রের খবর, ভারতের কাছেও একই দাবি জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে তাঁর আবেদনকে গুরুত্ব দেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনকী বারবার ট্রাম্প ফোন করলেও ফোন তোলেননি প্রধানমন্ত্রী। যদিও এবছর ট্রাম্পের নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা বড় কম। কারণ, নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের শেষ তারিখ ছিল ৩১ জানুয়ারী। ট্রাম্প তার ১১ দিন আগে ক্ষমতায় আসেন। এই অবস্থায় ট্রাম্পের নাম নোবেলের বিবেচনা করা হলে তা আগামী বছর হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের জুলাই মাসে নোবেলের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছিলেন নেতানিয়াহু। এবিষয়ে কমিটিকে চিঠিও দেন তিনি।

অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ, অগ্নিগর্ভ নেপালের হাল ধরলেন সুশীলা

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ সরকার পতনের পর অগি৺গর্ভ নেপালের হাল ধরলেন সে দেশের প্রাক্তন বিচারপতি ৭৩ বছরের সুশীলা কারকি। শুক্রবার রাতে নেপালের রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য প্রধানদের উপস্থিতিতে শপথ নিলেন তিনি। কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল আবাস থেকে বিবৃতি জারি করে সে কথা জানানো হয়েছে। ফলে 'জেন জি' বিক্ষোভের জেরে ওলি সরকারের পতনের চারদিন পর দেশটির দায়িত্বভার উঠল কারকির কাঁধে। অশান্ত নেপাল কার হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াবে সে নিয়ে আলোচনা চলছিলই। নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে প্রাথমিকভাবে কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহের নাম উঠছিল। কিন্তু 'জেন জি'-র তরফে তাঁর সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এরপরই কারকির নাম ওঠে এবং তাঁর পক্ষেই সবচেয়ে বেশি সমর্থন মেলে। নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। যিনি আবার বেণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম কার্যত নিশ্চিত হওয়ার পর বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদও জানান কারকি। বলেন, মোদিকে আমি নমস্কার জানাই। আমি তাঁকে সম্মান করি। ভারতের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং স্নেহ রয়েছে। কারণ, তারা সর্বদা নেপালের

পাশে থেকেছে।

নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের প্রথম লক্ষ্য থাকবে এই আন্দোলনে নিহত তরুণদের জন্য কিছু করা। তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। জেন জি নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদে আমার নাম সুপারিশ করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁদের অনুরোধ আমি গ্রহণ করেছি। তিনি আরও বলেন, নেপালে অনেক আগে থেকেই সমস্যা ছিল। এখন পরিস্থিতি আরও কঠিন। দেশের উন্নয়নের জন্য এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব আমরা। তিনি বলেন। নেপালের নতুন সূচনা স্থাপনের চেষ্টা করব। হবু প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তার পর তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল জোরকদমে। অবশেষে শুক্রবার শপথ নিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বুধবার ৫ হাজার যুব আন্দোলনকারী একটি ভারচুয়াল বৈঠক করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে কারকির নাম প্রস্তাব করে। জানা যায়, তরুণ পজন্ম কারকির কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল তিনি সমর্থনের জন্য কমপক্ষে ১,০০০ লিখিত স্বাক্ষর চেয়েছিলেন। যদিও তাঁকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে সমর্থন করে ২,৫০০-রও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। এরপর নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে বসার জন্য সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল ও প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পৌডেলেরও অনুমোদন পেয়ে যান কারকি। এখন নেপালের জেন জির প্রত্যাশা তিনি কতখানি পূরণ করতে পারবেন সেটাই এখন দেখার।

উত্তর-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকর গোরখপুর-ছাপড়া প্রধান রেলপথের নিরাপত্তা পরিদর্শন করেন

গোরখপুর, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকর এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার বারাণসী শ্রী আশীষ জৈন আজ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে পূর্ব উত্তরপ্রদেশকে বিহার রাজ্যের সাথে সংযুক্তকারী গোরখপুর-ছাপড়া প্রধান রেলপথের নিরাপত্তা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে, তার সাথে ছিলেন প্রধান অপারেশন ম্যানেজার শ্রী অনুপ কুমার সাতপথী, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী শ্রী নীলমণি, প্রধান প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী শ্রী এস.কে. পান্ডে, প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী শ্রী সঞ্জয় সিংহল, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা শ্রী মুকেশ মেহরোত্রা এবং বারাণসী বিভাগের সিনিয়র বিভাগীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক শ্রী শেখ রেহমান, সিনিয়র বিভাগীয় অপারেশন ম্যানেজার শ্রী অজয় প্রতাপ সিং, সিনিয়র বিভাগীয় প্রকৌশলী (সমন্বয়) শ্রী বিকাশ কুমার সিং, সিনিয়র বিভাগীয় সুরক্ষা কমিশনার শ্রী এস রামকৃষ্ণন, সিনিয়র বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ শ্রী বিনীত কুমার, সিনিয়র বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (ক্যারেজ এবং ওয়াগন) শ্রী অনুভব পাঠক, সিনিয়র বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী শ্রী পঙ্কজ কেশরওয়ানি, সিনিয়র বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (অপারেশন) শ্রী ধর্মেন্দ্র যাদব, সদর দপ্তর গোরখপুর থেকে সিনিয়র বিভাগীয় সুরক্ষা কর্মকর্তা শ্রী বলেন্দ্র পাল।এই সময়, তিনি প্রথমে দেওরিয়া সদর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে স্টেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। তিনি দেওরিয়া সদর স্টেশনে যাত্রী সুবিধা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রেল সুরক্ষা সম্পর্কিত সরঞ্জামের উন্নয়নের পাশাপাশি রিলে রুমের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। এরপর, অমৃত ভারত স্টেশন বিকাশ যোজনার আওতায় দেওরিয়া সদর স্টেশনে চলমান পুনর্নবীকরণ কাজ পরিদর্শন করেন। মহাব্যবস্থাপক স্টেশনের পুনর্নির্মাণ লেআউট পরিকল্পনা এবং স্টেশন প্রাঙ্গণে চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং মান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক দেওরিয়া সদর স্টেশনে চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মহাব্যবস্থাপককে অবহিত করেন। এর পরে, মহাব্যবস্থাপক মিঃ বোরওয়ানকর গোরক্ষপুর-ছাপড়া রেল সেকশনের উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শন করার সময়, নুনখার-ভাটনি ব্লক সেকশনের ৪৪১৪১ থেকে ৪৪১৪৫ কিলোমিটারে পৌঁছে ১২৫ নম্বর মাইনর ব্রিজের নিরাপত্তা পরিদর্শন করেন। একই ক্রমানুসারে, তিনি ভাটনি-ভাটপার রানি ব্লক সেকশনের ৪৩১১৪ কিলোমিটার থেকে ৩০ নম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ৬১ নম্বর কার্ভের ইন্ডেন্টের মান পরীক্ষা করেন। একই ক্রমানুসারে, কিলোমিটার নং-এ অবস্থিত সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে পরিদর্শন করার সময়। ভাটপার রাণী-বানকাটা ব্লক সেকশনের ৪১৭১৩-১১ নম্বরে অবস্থিত এই রেলপথে তিনি মৈরওয়ান স্টেশনে পৌঁছে মৈরওয়ান স্টেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন এবং অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার আওতায় চলমান পুনর্নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং মানদণ্ডের পাশাপাশি ১০৪ নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের নিরাপত্তা পরিদর্শন করেন।

Name Change

I, Md Mosa Mondal (Old name) S/o- Tofajjel Mondal, Resident at, Vill & PO-Karanga, Ps-Bagdah, Dist- North 24 Parganas, 743251 West Bengal, I have changed my name Muchhcha Mondal (New name) I shall be known as Muchhcha Mondal vide affidavit before the Notrya at Berehampore on 12/09/2025 Md Mosa Mondal and Muchhcha Mondal same and one identical person.

Name Change

I ,MADHAB MONDAL (OLD NAME) S/O LATE SAHADEB MANDAL , RESIDING AT PUMLIYA SEBAGRAMPARA PUMLIA, P. S -, CHAKDAH, KALYANI, NADIA PIN - 741222 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHAB MANDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 12/09/2025 MADHAB MANDAL (NEW NAME) MADHAB MONDAL(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I , JITEN PAUL (OLD NAME) W/O SUMAN PAUL , RESIDING AT SHIMULPUR , GAIGHATA , N.24.PGS. - 743287,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMA PAUL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 12/09/2025 SOMA PAUL (NEW NAME) JITEN PAUL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I , MRINMAY MANDAL (OLD NAME) S/O MADHAB MANDAL , RESIDING AT PUMLIA, CHAKDAH, , NADIA - 741222 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MRINMAY MONDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 12/09/2025 MRINMAY MONDAL (NEW NAME) MRINMAY MANDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I , MAYNA MONDAL (OLD NAME) W/O MADHAB MANDAL , RESIDING AT PUMLIYA SEBAGRAMPARA PUMLIA,P.S. - CHAKDAH, KALYANI, NADIA PIN - 741222 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAYNA MANDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 12/09/2025 MAYNA MANDAL (NEW NAME) MAYNA MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

মহালয়ার দিন থেকে শহরে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর সময়ে কি ঘোর দুর্ভোগে পড়বেন শহরবাসী? কেননা, দেখা যাচ্ছে, শহরের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাই এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকবে। কেননা, মহালয়ার দিন থেকে শহরে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিস। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত কোন দিন কোন রাস্তা বন্ধ থাকবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তর্পণের জন্য হুগলি নদীর লাগোয়া রাস্তাগুলিতে সাধারণ যান চলাচল বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হবে। পুজোয় কোন কোন সময়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে? কলকাতা পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে, তৃতীয়া থেকে নবমী পর্যন্ত উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা, দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন রাস্তায় কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকবে। একমাত্র সরকারের অনুমোদিত গাড়ি চলাচল করতে পারবে সেইসব রাস্তায় (যেমন, পুলিসের গাড়ি)। ১) তৃতীয়া (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪ টে থেকে রাত ১২ টা। ২) চতুর্থী (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ৩ টে থেকে রাত ২ টো। ৩) পঞ্চমী (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ৩ টে থেকে রাত ২ টো। ৪) ষষ্ঠী (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ৩ টে থেকে রাত ৩ টে। ৫) সপ্তমী (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ৩ টে থেকে ভোর ৪ টে। ৬) অষ্টমী (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ৩ টে থেকে ভোর ৪ টে। ৭) নবমী (১ অক্টোবর) দুপুর ৩ টে থেকে ভোর ৪ টে। উত্তর কলকাতায় কোন কোন রাস্তা বন্ধ থাকবে? ১) বি.কে. পাল অ্যাভিনিউ, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট এবং রবীন্দ্র সরণির মধ্যবর্তী অংশ। ২) প্রয়োজন মতো নিমতলা ঘাট স্ট্রিট এবং কে. কে. ঠাকুর স্ট্রিটের মধ্যবর্তী বৈকুণ্ঠ সেন লেন এবং যদুলাল মল্লিক রোড। ৩) ভবানাথ সেন স্ট্রিট। ৪) বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। ৫) প্রয়োজন মতো সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং বিধান সরণির মধ্যবর্তী বিডন স্ট্রিট। ৬) দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট। ৭) গুরিপাড়া রোড ৮) গড়পার রোড ৯) গোপাল রাম দত্ত লেন ১০) হরিনাথ দে রোড ১১) কৈলাশ বোস স্ট্রিট ১২) এ.পি.সি. রায় রোড থেকে কাইজার স্ট্রিট ১৩) মহারানি স্বর্ণময়ী রোড, মালপাড়া ১৪) রামমোহন রায় রোড ১৫) রামেন্দ্র মজুমদার স্ট্রিট ১৬) বিটি রোড এবং মন্মথ দত্ত রোডের মধ্যবর্তী রাজা মণীন্দ্র রোড। শুধুমাত্র ওই অংশ থেকে যে বাস এবং ছোট গাড়ি ছাড়বে, সেগুলি চলতে দেওয়া হবে। ১৭) সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ১৮) প্রয়োজন অনুযায়ী সুকিয়া স্ট্রিট ১৯) শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট ২০) সিমলা স্ট্রিট ২১) সাউথ শিয়ালদা রোড ২২) যোগী পাড়া লেন ২৩) নর্থ শিয়ালদা রোড ২৪) হারশি স্ট্রিট ২৫) কাশী বোস লেন এবং নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিটের মধ্যবর্তী হরি ঘোষ স্ট্রিট ২৬) এ.পি.সি. রোড থেকে বিধান সরণি (হাতিবাগান ক্রসিং) পর্যন্ত অরবিন্দ সরণি ২৭) প্রয়োজন অনুযায়ী নিমতলা ঘাট স্ট্রিট থেকে ডি.সি.ব্যানার্জি স্ট্রিট পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণি।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্যোগে মাত্র ১৪০০ /- টাকায় ফুল বডি চেক-আপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সুস্বাস্থ্যই জীবনের প্রকৃত সম্পদ। এই বিশ্বাসকে মূর্ত করে, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চালু করলো একটি যুগান্তকারী স্বাস্থ্যপরীক্ষা প্যাকেজ - মাত্র ১৪০০ /- টাকায় সম্পূর্ণ শরীরের চেক-আপ। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যেও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিটি মানুষকে বছরে অন্তত দু'বার ফুল বডি চেক- আপ করানো উচিত। অথচ শহর বা বিদেশে এই স্বাস্থ্যসচেতনতা যতটা দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, গরিব চাষী কিংবা আদিবাসীদের পক্ষে তা অনেক সময়ই বিলাসিতার মতো মনে হয়। সেই অসমতা দূর করতে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট শ্রী মলয় পীট মহাশয় নিলেন এক সাহসী পদক্ষেপ। এই বিশেষ প্যাকেজে রোগীদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - রক্তচাপ, সুগার, কোলেস্টেরল, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক অ্যাসিড সহ একাধিক রক্ত পরীক্ষা বিশ্লেষণ, এক্স-রে, ইউরিন টেস্ট, লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা যাচাই এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ এখানেই শেষ নয়। সমাজের প্রান্তিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা মাথায় রেখে, বিশেষত আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য হাসপাতাল মাত্র ৫০- টাকায় এই পূর্ণ স্বাস্থ্যপরীক্ষা পরিষেবা দিচ্ছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জেলা ও জেলার বাইরের বহু প্রান্ত থেকে মানুষ এই পরিষেবা নিতে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসছেন এবং হাসপাতালের আন্তরিক ব্যবহার ও চিকিৎসা

পরিষেবায় সন্তুষ্ট হচ্ছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তা, অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং সেবামূলক মানসিকতার সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান, সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধুর্যে পরিচালিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দ্রুতভাবে বিকশিত সুস্থ-সবল সমাজ গঠনে আমাদের প্রকৃত সাফল্য। এই মহৎ উদ্যোগের পিছনে যাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও দূরদর্শিতা রয়েছে, তিনি হলেন হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট শ্রী মলয় পীট মহাশয়। তাঁর নেতৃত্বে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আজ শুধুমাত্র চিকিৎসার ভরসার কেন্দ্র নয়, এখন এক মানবিক স্বাস্থ্য-পরিচর্যার মডেল হিসেবেও উঠে আসছে, যার পথপ্রদর্শক হচ্ছে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সুস্থতা হোক সকলের অধিকার - এই বার্তা নিয়েই এগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান।

পুজোর আগেই সুখবর দিল মেট্রো! ব্লু লাইনে মেট্রো জট কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গত ২৮ জুলাই থেকে ব্লু লাইনে কবি সুভাষ স্টেশন বন্ধ রাখার পর, শহীদ ক্ষুদিরাম এবং কবি সুভাষ স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশটি ব্লক করে খালি রেকগুলিকে ডাউন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপ লাইনে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কবি সুভাষ স্টেশনে রেকগুলি ঘোরানোর জন্য সময় ৮ মিনিট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিপরীতমুখী অতিরিক্ত সময়ের কারণে ডাউন ট্রেনগুলি আটকে রয়েছে। এর ফলে ডাউনের দিকে ট্রেনগুলির আটকে গিয়ে লাইনে জট সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যদিকে আপ লাইনের দিকের ট্রেনগুলির মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে একটি সময়সূচী তৈরি করেছে যেখানে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) স্টেশনে যাত্রীদের নামানোর পর প্রতি দুটি ট্রেনের পরে একটি রেক ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এটি কবি সুভাষ স্টেশনে ঘোরাতে যাওয়ার সময় বৃদ্ধির কারণে ট্রেনগুলির জটের বাধা দূর করবে। মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ইতিমধ্যেই পুরাতন টালিগঞ্জ কারশেডটি পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কবি সুভাষ স্টেশনে রিভার্সালে বিলম্বের কারণে যে ফাঁকগুলি রয়েছে তা পূরণ করার জন্য সেখানে রক্ষণাবেক্ষণস্থিতিশীল রেকগুলি পরিচালিত করা হবে। যেহেতু টালিগঞ্জ কারশেডটিতে শীঘ্রই রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থিতিশীলকরণ করা হবে, তাই ট্রেনগুলির নিরাপদ চলাচলের জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি রেক সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করে কারশেডে ঠেলে দেওয়া হবে। বর্তমানে, মেট্রো রেলওয়ে ১৩৬ টি ডাউন ট্রেনের মধ্যে ৩২ টি রিভার্সাল করার পরিকল্পনা করেছে যাতে পিক আওয়ারে ৫ মিনিট এবং বাকি টাইমে ৭ মিনিটের অগ্রগতি বজায় রাখা যায় যাতে আপ এবং ডাউন উভয় পরিষেবাই ২৭২ টি চালানো যায়। সেই অনুযায়ী, ট্রেন এবং স্টেশন উভয় স্থানে প্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হচ্ছে যাতে যাত্রীদের ট্রেনে ওঠা এবং নামার আগে পরিষেবার গন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা যায়। মেট্রোর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যেহেতু পরিষেবার সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বজায় রাখা প্রয়োজন, তাই সকল যাত্রীদের মেট্রো রেলওয়েকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যেহেতু প্রতিটি সংক্ষিপ্ত সমাপ্তির পরে, ব্যস্ত সময়ে ৫ মিনিটের ব্যবধানে এবং ব্যস্ত সময়ে ৭ মিনিটের ব্যবধানে শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে যাতায়াতের জন্য দুটি ট্রেন উপলব্ধ থাকে।

আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বনেদিয়ানা বজায় রেখেই বালুরঘাটের সাহাবাড়ির পুজো

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের সঙ্গে বালুরঘাটে যোগাযোগ ছিল নিবিড়। আত্রেয়ী নদী তখন ছিল পূর্ণ যৌবন সম্পন্না, কিন্তু কালের গতির সঙ্গেই তার চেহারা যেমন

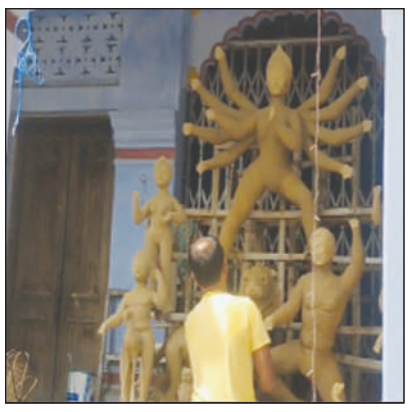

বদলেছে, তেমনই বদলে গিয়েছে জমিদারির চিত্র। এক সময় চালের ব্যবসা করার জন্য অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার জামিনতা গ্রাম থেকে বনমালী সাহা আত্রেয়ী নদী ধরে মাঝে মাঝেই বালুরঘাট আসতেন। এরপরেই শুরু হয় তাদের জমিদারি রাজত্ব। তবে সেই সাহাবাড়ির জমিদারি আজ নেই। কিন্তু তাঁর তৈরি দুর্গাপুজো আজও নিয়ম ও নিষ্ঠা সহকারে হয়ে আসছে। চলতি বছরে ১৮৫ তম বছরে পদার্পণ করল সাহাবাড়ির পুজো। বনমালী সাহার স্ত্রী কুমুদিনী দেবীর স্বপ্নাদেশ পাবার পর থেকেই এই পুজো শুরু হয়। তবে বর্তমানে এই বংশের একমাত্র বংশধর কালীকৃষ্ণ সাহা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন। পারিবারিক দুর্গাপুজো আজও নিয়ম-নীতি রেওয়াজ মেনেই পালন করার চেষ্টা করেন সাহা পরিবার। চালের ব্যবসায়ী থেকে হঠাৎ করে এলাকায় জমিদারি লাভ করে বনমালী সাহা। বালুরঘাট শহরেই তাঁর ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এরপর আত্রেয়ী দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে, বদলেছে সময়। এখন আর জমিদারি নেই, কিন্তু দুর্গাপুজোর যে পারিবারিক রীতি রেওয়াজের ক্ষেত্রে কোনওরকম ছেদ পড়েনি। ইতিমধ্যেই মৃৎশিল্পী থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যরা ধীরে ধীরে হলেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের অস্থিরতার কারণে বিগত দুই বছর যাবত আত্মীয়- পরিজনরা আসতে পারেনি। এবার আবার আশায় বুক বাঁধছেন সাহা পরিবারের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণকালী সাহা। সাহাবাড়ির এই পুজোকে কেন্দ্র করে ভারত বাংলাদেশের মৈত্রী বন্ধনের ছবি ফুটে ওঠে। পুজোর ক'দিন এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলে যায় সাহা পরিবারের অঙ্গনে। এখনও বন্ধন ষষ্ঠী বা দ্বাপর ষষ্ঠীর দিন থেকে দুর্গার কাঠামো পুজো শুরু হয়। পুজোর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে দেবীর প্রতিমার গঠনেরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়াও পুজোর ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রেও বিশেষ রীতি রেওয়াজ রয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে দেবীর সামনে কোনও অন্নভোগ দেওয়া হয় না। দীর্ঘদিন যাবত এই রীতি মেনে চলে সাহা পরিবার। তবে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের জামিনতা গ্রামে সাহা পরিবারের অন্য সদস্যরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করতেন। কিন্তু এখন সেখানে পুজো অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। চলতি বছরে ওপার বাংলার সাহা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বালুরঘাটে আসতে পারবে কিনা সেই পথ চেয়ে রয়েছেন সকলেই।

পুজোয় রেলের ঢালাও উপহার! দিঘা-পুরী রুটে দৌড়াবে নয়া ১২ টি ট্রেন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর ছুটি প্রায় এক মাস। এই ছুটিতে সৈকত শহর দিঘা কিংবা ওড়িশা ঘুরতে যাবেন? ট্রেনের টিকিট পাচ্ছেন না? যাত্রীদের কথা ভেবে ট্রেনে যাতায়াত আরও সহজ করছে রেল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের উদ্যোগে একাধিক স্পেশাল ট্রেনের মেয়াদ বাড়ান হয়েছে ইতিমধ্যেই। যাত্রীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রায় এক ডজন ট্রেনের মেয়াদ বাড়াল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। উৎসবের মরশুমে খুশির খবর। দিঘা, ওড়িশা যাওয়ার সুবিধা করে দিচ্ছে রেল। যাত্রীদের সুবিধার্থে এক ডজন (১২টি) স্পেশাল ট্রেনের মেয়াদ বাড়াল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। সবকটি ট্রেনই দূরপাল্লার। টিকিট নিয়ে সমস্যা যাতে আর সমস্যা না হয় তার জন্য এই বিশেষ সিদ্ধান্ত রেল কর্তৃপক্ষের। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে খড়গপুর

ডিভিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই সুখবর দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাতিয়া-দুর্গ স্পেশ্যাল (০৮১৮৫) চলবে ২ অক্টোবর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। একইসঙ্গে দুর্গ-হাতিয়া স্পেশ্যাল ট্রেন (০৮১৮৬) চলবে ৩ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর। শালিমার-ভঞ্জপুর স্পেশ্যাল (০৮০০৭) ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে, ভঞ্জপুর-শালিমার স্পেশ্যাল (০৮০০৮) ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। ভঞ্জপুর-পুরী স্পেশ্যাল (০৮০১১) ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ও পুরী-ভঞ্জপুর স্পেশ্যাল (০৮০১২) চলবে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অন্যদিকে, সাঁতরাগাছি- দিঘা এবং দিঘা-সাঁতরাগাছি দু'টি স্পেশ্যাল ট্রেনেরই (০২৮৪৭ ও ০২৮৪৮) মেয়াদ বাড়ছে ৪ অক্টোবর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সাঁতরাগাছি-দিঘা এবং দিঘা-সাঁতরাগাছি রুটের অপর দু'টি স্পেশাল ট্রেনের (০২৮৯৭, ০২৮৯৮) মেয়াদ বাড়ান হচ্ছে। ওই দু'টি ট্রেন ৫ অক্টোবর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালান হবে। সেইসঙ্গেই শালিমার-পুরী স্পেশ্যাল (০২৮৩৯) ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর এবং পুরী-শালিমার স্পেশাল (০২৮৪০) ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। খড়গপুর ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, উৎসবের মরসুমে টিকিটের প্রচুর চাহিদা। তাই যাত্রীদের কথা ভেবেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে এই স্পেশ্যাল ট্রেনগুলির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া বাঁশ ও বেত শিল্প এবার নতুন দিশা দেখাচ্ছে, স্বনির্ভর হচ্ছেন মহিলারাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ হারিয়ে যাওয়া বাঁশ ও বেত শিল্প এবার নতুন দিশা দেখাচ্ছে। একটা সময় নিত্য ব্যবহার্য

এই বাঁশ লোকসংস্কৃতি ও কারুশিল্পের প্রধান উপকরণ ছিল। তবে কালের নিয়মে হারিয়ে গেলেও ফের মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বাংলার প্রাচীন বেত শিল্প। দুর্গোৎসবের থিমের সাজের কাজে দাসপুরের বাঁশ ও বেত শিল্পের চাহিদা বাড়ছে। তাই এই শিল্প এখন মহিলাদের আয়ের নতুন দিশা দেখাচ্ছে। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। এই উৎসব অবশ্য আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভিনরাজ্য সহ দেশের একাধিক রাজ্যে দুর্গাপুজো হয়। সেইসব পুজোর মণ্ডপ সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী এখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থেকে পৌঁছে যাচ্ছে। একসময় বাঁশ ও বেত শিল্পের রমরমা ছিল। তখন বাঁশ দিয়ে মাথাল, ওরা, ভার ইত্যাদি তৈরি হত যা কৃষিকাজে ব্যবহার করা হত। এছাড়া মাছ ধরার চাই, খালুই, জুইতা ইত্যাদি মৎস্যজীবীদের হাতিয়ার বাঁশের দোচালা, চারচালা ও আটচালা ঘর বাঁশের বেড়া, ঝাপ, বেলকি, দরমা ছিল গ্রাম বাংলার নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতির প্রতীক। আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত বর্শা, ঢাল, লাঠি, তীর, ধনুক ও বল্লম হিসেবে বাঁশের ব্যবহারও লক্ষণীয় ছিল। সেই সঙ্গেই পালতোলা নৌকা, গরুর গাড়ির ছাদ বা ছই নির্মাণ, বাঁশি, লোকবাদ্যযন্ত্র, বাঁশের খেলনা ও পুতুল, আসবাব হিসেবে মোড়া, চাটাই সবেতেই ছিল বেত শিল্প। কালের নিয়মে ধীরে ধীরে সব হারিয়ে গেলেও এখন আবার বাঁশের তৈরি আসবাব, ছাইদানি, ফুলদানি, প্রসাধনী বাক্স, ছবির ফ্রেম, আয়নার ফ্রেম, কলম ইত্যাদির চাহিদা বাড়ছে। দাসপুরের প্রত্যন্ত দাদপুর গ্রামে এখন তাই যেন উৎসবের আমেজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহিলারা সংসারের কাজ সামলে হাতে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী তৈরি করছেন। বাঁশ কেটে, ঘষে, মেপে তাঁরা চমকার সব ডিজাইন বানাচ্ছেন। গ্রামীণ মহিলাদের এই সৃজনশীল কাজ শুধু তাঁদের শিল্পকলা নয়, জীবিকারও এক বড় ভরসা। দাদপুর গ্রামের তৈরি বাঁশ শিল্প এখন সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন শহরে। মুম্বই সহ একাধিক বড় শহরের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ সাজানোর জন্য এইসব সামগ্রী ভীষণ জনপ্রিয়। শুধু ভিনরাজ্য নয়, দেশের আরও অনেক রাজ্যের প্যান্ডেলে ব্যবহৃত হবে দাসপুরের বাঁশ শিল্প। এলাকার মহিলারা জানাচ্ছেন, দুর্গাপুজোর আগে থেকেই তাঁদের কাজের চাপ বেড়ে যায়। এই কাজ করে তাঁরা সংসারের আর্থিক চাপে খানিকটা স্বস্তি দিতে পারে। বাঁশের তৈরি সাজসজ্জা যেমন মণ্ডপের সৌন্দর্য বাড়ায়, তেমনই এর ওপর নির্ভর করে অসংখ্য পরিবারের আয়ের পথ খুলে গেছে।

নেশার দ্রব্য খাইয়ে হাসপাতাল চত্বরেই রোগীর আত্মীয়দের থেকে লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাসপাতাল চত্বরেই রোগীর আত্মীয়দের থেকে লুটপাট! ঠান্ডা পানীযের সঙ্গে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে সর্বস্ব লুট রোগীর আত্মীযদের। এই ঘটনায় কৃষ্ণনগর জেলা সদর হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছায়িয়েছে। জানা গেছে, চাপড়ার বাসিন্দা লক্ষ্মী হালদার ও শান্তি হালদার এবং তেহট্টের বাসিন্দা মানিক দত্তের রোগী কৃষ্ণনগর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। গতকাল রাতে হাসপাতাল চত্বরেই তাঁরা বসে ছিলেন। সেই সময় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় খেতে দেন। ওই পানীয় পান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে পড়েন ওই ৩ জন। সেই সুযোগে তাঁদের কাছে থাকা নগদ ১০ হাজার টাকা ও সোনার গয়না চম্পট দেন ওই ব্যক্তি। এদিকে শনিবার সকাল থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাইকে রোগীর পরিবারকে ডাকলেও তাঁদের সাড়া পাওয়া যায়নি। এমনকি অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রা তাঁদের ডাকাডাকি করলেও ঘুম ভাঙেনি। বেশ কিছুক্ষণ পর ৩ জনের ঘুম ভাঙলেও অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় কোতয়ালী থানার পুলিশ। এরপর তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (নেরসা) এর তত্ত্বাবধানে, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে লন টেনিস কোর্ট, ভলিবল কোর্ট, বাস্কেটবল কোর্ট, হ্যান্ডবল কোর্ট, সুইমিং পুল পাথ, কাবাডি, রেসলিং হল, ব্যাডমিন্টন হল, ফুটবল এবং হকি মাঠ সহ স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্থানে নিবিড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে, সাধারণ সম্পাদক / নেরসা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং, সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং সহ বিভিন্ন খেলার কোচ এবং খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন। এই সময় মোট ২৫ জন কোচ এবং ১৫০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে, সাধারণ সম্পাদক / নেরসা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং স্বচ্ছতা অভিযানের আওতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং আবর্জনা অপসারণের নির্দেশ দেন। তিনি সকলকে কর্মক্ষেত্র এবং তাদের আশেপাশের স্থান পরিষ্কার রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের, দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ উনান ধরিয়ে রান্না করার জন্য পাটকাটি আনতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর জয়কৃষ্ণপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই যুবকের নাম মিরাজ শেখ (২৯) ।তার বাড়ি জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে। যদিও মৃতদেহটি উদ্ধারের পর এলাকাবাসী এবং তার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছিল মিরাজকে সাতসকালে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। পরিবারের এই দাবিকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় জয়কৃষ্ণপুর সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। বেশ কিছুক্ষন অবরুদ্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কের একটি লেন। পরে সামশেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘাতক গাড়ির সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ছ'টা নাগাদ একটি গামছা গায়ে চাপিয়ে নিজের সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পাটকাঠি এবং কিছু কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল মিরাজ। সেগুলো এনে বাড়িতে উনান জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরও মিরাজ বাড়ি ফিরে না আসায় তার পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এরপর জাতীয় সড়কের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে মিরাজের রক্তাক্ত দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে, পরিবারের লোকেরা এই ঘটনাকে খুন বলে দাবি করে। তারা দাবি করেন, কেউ বা কারা মিরাজকে একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। যদিও সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ দাবি করেছে মিরাজ পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক বলেন, দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করার পর আমরা জানতে পারি সকাল ৭ টার আশেপাশে ওই এলাকারই এক গোডাউন মালিক জাতীয় সড়ক থেকে একটি দুমড়ে যাওয়া সাইকেল উদ্ধার করেছিল। তবে সেই ঘটনা কাউকে না জানিয়ে সাইকেলটি নিজের গোডাউনেই রেখে দিয়েছিল। পুলিশি তদন্তে আরও উঠে আসে, মৃত যুবকের দেহের বিভিন্ন অংশ জাতীয় সড়কের ধারে 'ব্যারিয়ার'গুলোতে লেগে রয়েছে। ওই আধিকারিক বলেন, পরে এক প্রত্যক্ষদর্শী আমাদেরকে জানান তিনি যখন একটি মোটরচালিত ভ্যান নিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় বহরমপুরগামী একটি গাড়ির সঙ্গে কোনও কিছুর ধাক্কা লাগার প্রচন্ড জোরে শব্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় রাস্তায় কাউকে দেখতে না পাওয়ায় তিনি ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান। পরবর্তীকালে জানা যায় কোনও এক অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ির সঙ্গে মিরাজের সাইকেলের ধাক্কা লেগেছিল এবং সে ছিটকে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে পড়ে।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠীর হাতে খুন ছাত্র, উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। তবে তার যে এমন করুণ পরিণতি হবে, তা আশা করেননি কেউ। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে বন্ধুকে খুনের পর বাড়ি ফেরে নাবালক। ছেলেকে মুখচোখ দেখে বাবা-মা আঁচ করতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসা করায় নাকি ভেঙে পড়ে। বাবা- মায়ের কাছে স্বীকার করে খুনের কথা। এরপর সপরিবারে এলাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। তবে পথেই গ্রেপ্তার হয় নাবালক। পুলিশের জালে তার বাবা, মা এবং বোনও। সূত্রের খবর, আলমবাজারের বাসিন্দা ওই নাবালক বাড়ি থেকে বাবা, মা এবং বোনের সঙ্গে বেরোয়। বিহারের বেগুসরাইতে পালানোর ছক কষেছিলেন তাঁরা। সড়কপথে সোজা চলে যায় হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে রেলপথেই সম্ভবত বিহারে পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল। তবে তার আগে ভেস্তে যায় সব কিছু। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ হাওড়া স্টেশনে হানা দেয়। পাকড়াও করে নাবালককে। তার বাবা, মা এবং বোনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত নাবালক আলমবাজারের বাসিন্দা। বাগবাজার বয়েজ স্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র ছিল সে। বাবা-মা এবং বোনের সঙ্গে বাস তার। প্রতিবেশীদের দাবি, ভালো ছেলে ওই নাবালক। পড়াশোনা নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকত সে। কারও সঙ্গে তেমন মেলামেশা করত না। নিহত নাবালক মনোজিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বহুদিনের। তবে সম্প্রতি দু'জনের পরিচিত কিশোরীকে মনোজিতের কটূক্তি করা নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। গত ১০ সেপ্টেম্বর দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। সে সময় ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছিল বলেই ভেবেছিলেন সকলে। ওই বিবাদ যে এমন ভয়ংকর রূপ নেবে, তা ভাবেননি কেউ। প্রতিবেশীদের কথায়, ছেলেটার ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে গেল। পরিবারটা ভেঙে গেল। এই ঘটনার পর থেকে ফাঁকা অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি। যাতে তার বাড়িতে হামলার মতো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ওড়িশায় নিখোঁজ বাংলার ব্যবসায়ী, উধাও সাড়ে চার লক্ষ টাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ব্যবসার কাজে ওড়িশা গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হলেন বাঙালি ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম। পরিবারের দাবি, তাঁর সঙ্গে সাড়ে চার লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ ছিল। তাঁকে অপহরণ করা হযেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও ওড়িশা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও, তারা গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগে রয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর গোটা পরিবার। পরিবার সূত্রে খবর, গত ৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা নাগাদ ওড়িশার কটকের ছত্রবাজারে সবজির ব্যবসার বিষয়ে গিয়েছিলেন আনারুল ইসলাম। ব্যবসায়িক কাজকর্ম সেরে ৯ তারিখ তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা ছড়ায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ীকে ওড়িশায় অপহরণ করা হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা অপহরণ করল? সেই প্রশ্নও উঠেছে। কোনওরকম সন্ধান না পেয়ে পরিবারের লোকজন বাদুড়িয়া থানায় যোগাযোগ করেন। থানা থেকে ও।শার কটকে যোগাযোগ করতে বলা হয়। পরিবারের সদস্যরা ওড়িশার কটকে গিয়ে সিংলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। নিখোঁজ ব্যবসায়ীর পরিবারের তরফে অভিযোগ, ওড়িশা পুলিশ কোনওরকম সহযোগিতা করছে না। এখনও অবধি আনারুল ইসলাম সম্পর্কে কোনও খোঁজও দিতে পারেনি ওড়িশা পুলিশ! এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে ব্যবসায়ীর পরিবারের মধ্যে। তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দাবি, যে কোনও মূল্যে তাঁদের ছেলেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং DCE-BL-05-06-2025

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী উপ-প্রধান প্রকৌশলী / সেতু লাইন / উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে / গোরখপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন-**ক্রম নং.১ ই-টেন্ডার নং.**- DCE-BL-05- 2025, **কাজের বিবরণঃ** উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের IZN বিভাগে ট্রলি রিফ্যু, ম্যান রিফ্যু, পাথওয়ে, অন্যান্য ইস্পাত কাঠামো ইত্যাদি সংযুক্ত বিশদ তালিকা অনুসারে প্লেট গার্ডার, কম্পোজিট গার্ডার ব্রিজ এবং ROB-এর রঙ করা, **আনুমানিক দরপত্র মূল্য (টাকা)ঃ** ৫০,৩৭,২৫৩.৩২, **বকেয়া অর্থ (টাকা)ঃ** ১,০০,৮০০.০০, দরপত্র নথির মূল্য শূন্য। গ্রহণপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে সমাপ্তির সময়কালঃ ০৯ (নয়) মাস, **ক্রম নং. ২ ই-টেন্ডার নং.** DCE-BL-06-2025, **কাজের বিবরণঃ** সংযুক্ত তালিকা অনুসারে প্লেট গার্ডার, কম্পোজিট গার্ডার ব্রিজ এবং ROB-এর রঙ, যার মধ্যে রয়েছে ট্রলি রিফ্যু, ম্যান রিফ্যু, পাথওয়ে, অন্যান্য ইস্পাত কাঠামো ইত্যাদি। **আনুমানিক দরপত্র মূল্য (টাকা)ঃ** ৯০,১২,৯৭১.৭৮, **বকেয়া অর্থ (টাকা)ঃ** ১,৮০,৩০০.০০, দরপত্র নথির মূল্য নেই। গ্রহণপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে সমাপ্তির সময়কালঃ ১০ (দশ) মাস, **১.** ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ১১.০০ ঘন্টা ০৬.১০.২০২৫ তারিখে। ২. ০৬.১০.২০২৫ তারিখে ১০.৫৯ ঘন্টা পর্যন্ত ই-টেন্ডার প্রাপ্তি। **৩.** বিস্তারিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার / ব্রিজ লাইন

CPRO/W-258 **গোরখপুর**

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট ধূমপান করবেন না

কোচবিহারে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধে শামিল গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধে শামিল হলেন কোচবিহারের গোরস্থান রোড এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার ওই এলাকাতেই বাঁশ ফেলে রাস্তা আটকে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। রাস্তাটি কলাবাগান চৌপথি থেকে ক্যানসার সেন্টার হয়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মিশেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় বর্তমানে বড় গর্তে ভরে রয়েছে। বৃষ্টি হলেই তাতে জল জমে যায়। কিছুদিন আগে পূর্ত দফতরের তরফে রাস্তাটিতে তাপ্পি দেওয়া হলেও পরিস্থিতি আবার যে কে সেই। তাই পুজোর আগে সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তাটির এমন পরিস্থিতি, মাঝেমধ্যেই টোটো উল্টে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি বারবার কাউন্সিলার থেকে শুরু করে পূর্ত দপ্তরে জানানো হলেও কোনো সুরাহা মেলেনি। আদৌ কবে এর সুরাহা মিলবে তা নিয়েও ধন্দে রয়েছেন তাঁরা। শীঘ্রই পদক্ষেপ না করলে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

রেলকে বেলাইন করে আশার আলো দেখছে মহামেডান

মহামেডানঃ ৬ (অ্যাডিশন ২, সাকা, সামাদ, শিবা, লালরোথাঙ্গা)
রেলওয়ে এফসিঃ১ (প্রশান্ত দাস)

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ দুরন্ত মহামেডানের সামনে দিশাহীন ফুটবল রেলওয়ে এফসি'র। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের অবনমন রাউন্ডে শনিবার মহামেডানের প্রতিপক্ষ ছিল রেলওয়ে এফসি। নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে রেলকে কার্যত বেলাইন করে ৬-১ জয় ছিনিয়ে নিলেন সজল বাগ, অ্যাডিসন সিংরা। এদিন প্রথম থেকেই প্রেসিং ফুটবল খেলতে দেখা যায় সাদা-কালো ব্রিগেডকে। তবে মাঝে মাঝেই আক্রমণে উঠে আসছিলেন রেলওয়ে ফুটবলাররা। ১৪ মিনিটে ম্যাচের প্রথম কর্নার আদায় করে নেয় তারা। ১৬ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত রেলওয়ে। কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গোল হয়নি।এর পরপরই মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় সাদা-কালো ফুটবলারদের কাছে। ২০ মিনিটে শিবা মাণ্ডির শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর ঠিক পরের মিনিটেই চমকার থ্রু বল থেকে মহামেডানকে এগিয়ে দেন অ্যাডিশন সিং। ২৫ মিনিটে সাকার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে মহামেডান। ২-০ লিড নিয়ে বিরতিতে যায় মহামেডান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে মাঠে নামেন মহামেডান ফুটবলাররা। ৫৮ মিনিটে অ্যাডিশনের গোলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সাদা-কালো। ৭২ মিনিটে গোল বামিযা সামাদের। ৮৭ মিনিটে শিবা মাণ্ডির গোলে ৫-০ গোলে এগিয়ে যায় মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর ছেলেরা। ৮৮ মিনিটে রেলওয়ে এফসি'র হয়ে ব্যবধান কমান প্রশান্ত দাস। যদিও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে (৯০২) মহামেডানের হয়ে ষষ্ঠ গোল করেন লালরোথাঙ্গা। শেষমেশ রেলওয়েকে ৬-১ গোলে হারিয়ে কলকাতা প্রিমিয়র লিগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েঃট তুলে আশার আলো দেখছে সাদা-কালো ব্রিগেড।

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সল্টের ব্যাটিং বিস্ফোরণে নজির ইংল্যান্ডের

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ এই দিনটা দেখারই বোধহয় অপেক্ষায় ছিল ক্রিকেটবিশ্ব। অবশেষে আইসিসি'র কোনও পূর্ণ সদস্য দেশ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের স্কোরবোর্ডে ৩০০ রান উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঝড় তুলে ৩০৪ রান তুলল ইংল্যান্ড। যার মধ্যে একা ফিল সল্টেরই ১৪১ রান। আর ইংরেজরা জিতল ১৪৬ রানে। ম্যাঞ্চেস্টারে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। শুরু থেকেই ঝড় তুলে দেন ফিল সল্ট। মাত্র ৩৯ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৬০ বলে ১৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১৫টি চারের পাশাপাশি ছিল ৮টি ছক্কা। স্ট্রাইকরেট ২৩৫.৬০। এই নিয়ে টি-টোয়েন্টি তে চারটি সেঞ্চুরি হয়ে গেল সল্টের। ছুঁয়ে ফেললেন সূর্যকুমার যাদবকে। ৫টি সেঞ্চুরি-সহ তাঁর সামনে আছেন রোহিত শর্মা ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। মাত্র ৪২টা ইনিংসে চারটে সেঞ্চুরি করলেন সল্ট। যা টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম। আইসিসি'র পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে এতদিন টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান ছিল ভারতের। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২৯৭ রান করেছিলেন সূর্যকুমাররা। তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান রয়েছে জিম্বাবোয়ের। গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ৩৪৪ করেছিল তারা। কিন্তু গাম্বিয়া আইসিসি'র পূর্ণ সদস্য নয়। অর্থাৎ প্রথম আইসিসি পূর্ণ সদস্য হিসেবে ৩০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করল ইংল্যান্ড। ৯ ওভারে তারা পৌঁছে যায় ১৫০ রানে। ২০০ রান করে ১২.১ ওভারে। তার চার ওভারের মধ্যে ২৫০ রান করে ফেলে। জস বাটলার ৩০ বলে ৮৩ রান করেন। অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ২১ বলে ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ পর্যন্ত ২ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড করে ৩০৪ রান।

চাইনিজ তাইপেইয়ের লিন-চেনকে হারিয়ে ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি

হংকং, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের তারকা পুরুষদের ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি শনিবার সরাসরি গেমে জয়ের মাধ্যমে হংকং ওপেন সুপার ৫০০-এর ফাইনালে উঠেছেন। বিশ্বের ৯ নম্বর জুটি চাইনিজ তাইপের বিং-ওয়েই লিন এবং চেন চেং কুয়ানকে ২১-১৭, ২১-১৫ গেমে পরাজিত করে ছয়টি সেমিফাইনালের হৃদয়বিদারক লড়াইয়ের পর মরসুমের প্রথম ফাইনালে উঠেছে। অষ্টম বাছাই ভারতীয়রা চিনের লিয়াং ওয়েই কেং এবং ওয়াং চ্যাং এবং চাইনিজ তাইপেইয়ের ফ্যাং-চিহ লি এবং ফ্যাং-জেন লির মধ্যে অন্য সেমিফাইনালের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে। সাত্ত্বিক এবং চিরাগের জন্য, এই ফলাফলটি আরেকটি শীর্ষ সংঘর্ষের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশি কিছু। এটি তাদের শরীর এবং মনোবল উভয়েরই পরীক্ষায় ভোগা এক কঠিন বছর থেকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করে।

মঙ্গলে এএফসির অভিযান শুরু হবে মোহনবাগানের

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ দিন দুয়েক বাকি। তারপর ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টুয়ের অভিয়ান শুরু করছে

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত মরসুমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের মেলে ধরার খুব একটা সুয়োগ হলেও এবার নিজেদের প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ মেরিনার্সদের। তাই এবারের ডুরান্ড কাপের পর থেকেই জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা। সাহাল আব্দুল সামাদ থেকে শুরু করে অনিরুদ্ধ থাপার মতো ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্সের মতো ফুটবলাররা ও রয়েছেন বর্তমানে দারুন ছন্দে। এছাড়াও কিছুদিন আগেই শহরে এসেছেন আরেক বিদেশি রবসন রবিনহো। তাঁর উপর বিশেষ প্রত্যাশা থাকবে সকলের। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে আহাল এফসি। লড়াইটা যে সহজ হবে না সেটা বলাই চলে। সেইকথা মাথায় রেখেই খেলোয়াড়দের সব রকম ভাবে প্রস্তুত করেছেন বাগান কোচ। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট শুরু করার আগে নিজেদের শক্তি পরোখ করে নেওয়ার জন্য কিছুদিন আগেই এফসি গোয়ার মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে ক্লোজড ডোর ম্যাচ খেলেছে সবুজ-মেরুন। যেখানে প্রায় দলের সকল ফুটবলারদের পরখ করে দেখেছেন হোসে মোলিনা। এবার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিয়ে ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলার অপেক্ষা। এখন সেদিকেই নজর রয়েছে সকল সমর্থকদের।কিন্তু কোথায় দেখা যাবে এই ম্যাচ। সেই নিয়ে গত কয়েকদিন পর্যন্ত ধোঁয়াশা ছিল সকলের। তবে সময়ের সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সম্প্রচারের বিষয়টি। য়ারফলে ফ্যান কোডের মাধ্যমে নিজেদের প্রিয় দলের খেলা উপভোগ করতে পারবেন বাগান সমর্থকরা। এবার সেই টুর্নামেন্ট নিয়েই বিশেষ ম্যাচ পাস নিয়ে আসলো এই ওটিটি সংস্থা। সেই অনুযায়ী ৬৯ টাকার বিনিময়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ম্যাচ গুলি দেখার সাবস্ক্রিপশন নিতে পারবেন সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই ফ্যান কোডের অফিসিয়াল সাইটে ছাড়া হয়েছে সেটি। তবে সেখানেই শেষ নয়। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পাশাপাশি এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের সকল ম্যাচ দেখার পরিকল্পনা থাকলে সেক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে ৯৯ টাকার বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন নিয়েবিশেষ প্রতিনিধি ঃ বিশেষ প্রতিনিধি ঃ প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতে নামছে ভারত-পাকিস্তান

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ আজ রবিবার এশিয়া কাপে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। গতবারের চ্যাম্পিযন দল ভারত। সেখানে পাকিস্তান ধারেভারে অনেকটাই পিছিয়ে। তবে সম্প্রতি ত্রিদেশীয় সিরিজ জেতায় সলমন আলি আঘারা প্রস্তুত। কিন্তু সেটা কি সূর্যকুমারদের হারানোর জন্য যথেষ্ট? দু'দলই প্রথম ম্যাচ জিতেছে। হাইভোল্টেজ ম্যাচে কোন দল জিতবে, তা ঠিক করে দেবে এই পাঁচ খণ্ড লড়াই। শুভমান গিল বনাম শাহিন আফ্রিদি ঃ ভারতীয় সহ-অধিনায়কর দলে ঢোকা ও দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছেন তিনি। আইপিএল, ইংল্যান্ড সিরিজের পর এবার এশিয়া কাপেও আগুন ঝরাতে তৈরি গিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ৯ বলে ২০ রান করে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে শাহিন আফ্রিদি ভালো ফর্মে ছিলেন না। কিন্তু ত্রিদেশীয় সিরিজে ভরসা দিয়েছেন। ক্রমশ ফর্মে ফিরছেন। ওমানের বিরুদ্ধে ২০ রান দিয়ে ১ উইকেট পেয়েছেন।

সূর্যকুমার যাদব বনাম আবরার আহমেদ ঃ টি-টোয়েন্টি তে ভারতের আশাভরসা হয়ে উঠতে পারেন সূর্যকুমার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফর্মে ছিলেন না ভারতের অধিনায়ক। তবে ফর্মে ফেরা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ওপেনিংয়ে অভিষেক ও গিলের পর সূর্য ঝড় তুলতে প্রস্তুত। আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ২ বলে ৭ রান করেন। আবার পাক স্পিনের সবচেয়ে বড় ভরসা আবরার আহমেদ। ওমানের বিরুদ্ধে ১২ রানে একটি উইকেট পান। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যেভাবে বিপাকে পড়েছিলেন, তাতে কামব্যাকে মরিয়া থাকবেন তিনি। শেষ তিন ম্যাচে তুলেছেন ৭ উইকেট।

হার্দিক পাণ্ডিয়া বনাম সাইম আয়ুব ঃ হার্দিক পাণ্ডিয়া যে কখন কী করে দিতে পারে, তা কে বলতে পারে? আর ভারতীয় অলরাউন্ডার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবসময়ই নিজের সেরাটা দেন। আমিরশাহীর বিরুদ্ধে অবশ্য ব্যাটের সুযোগ পাননি। তবে বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভালো ছন্দে ছিলেন।

যে কোনও দলকে হারিয়ে দেব', এশিয়া কাপে ওমানকে হারিয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি পাক অধিনায়কের

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ রাত পোহালেই ভারত-পাক মহারণ। ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন

সূর্যকুমাররা। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞরাও ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন। কিন্তু পাকিস্তান মনে করছে, তারাও লড়াই দিতে তৈরি। ওমানকে হারানোর পর পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার হুঙ্কার, আমরা যে কোনও দলকে হারাতে পারি। এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে ১৬১ রানের বেশি এগোতে দেয়নি ওমানের আঁটসাঁট বোলিং। কিন্তু ব্যাটিং করতে নেমেই যেন থরহরি কম্পমান তারা। সেই কারণে ওমানকে হারাতে বিশেষ কসরত করতে হয়নি পাকিস্তানকে। ১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৬৭ রানে গুটিয়ে যায় ওমান। ৯৩ রানে জিতে এশিয়া কাপ অভিয়ান শুরু করল সলমন আঘার দল। তারপরই পাক অধিনায়কের হুঙ্কার, আমার মনে হয, গত ২-৩ মাসের মধ্যে আমরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছি। আমি এর আগেও সেটা বহুবার বলেছি। আমরা ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতে এসেছি। এখানেও প্রথম ম্যাচ সহজে জিতলাম। তাই আমাদের শুধু ভালো ক্রিকেট খেলে যেতে হবে। আর যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে যে কোনও দলকে হারাতে পারি। সামনেই ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ফলে ' কোনও' দল মানে যে ভারতকেই বোঝাচ্ছেন, সেটাই অনেকে মনে করছেন।সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মোকাবিলাটা নিশ্চয়ই অতটা সহজ হবে না। ভারত অতটা মাথাও ঘামাচ্ছে না। টিমের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক পাক-যুদ্ধ প্রসঙ্গে শুধু বলে যান, বোর্ড তো বলেই দিয়েছে যে, সরকারের নির্দেশ মতো চলছে। সেটা শোনার পর থেকে আমরা শুধুমাত্র খেলাতে মন দিয়েছি। এটুকু বলতে পারি, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হনন্টারেস্টিং হবে।

সুপার কাপে এখনও সম্মতি দেয়নি চার ক্লাব,ক'জন বিদেশি খেলোতে পারবে দলগুলো?

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ সুপার কাপ খেলার জন্য ক্লাবগুলির কাছে সম্মতি চেয়েছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সহ অনেক ক্লাব সুপার কাপে অংশগ্রহণ করার কথা বললেও ওড়িশা এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়িন এফসি এবং হায়দরাবাদ অথবা মুম্বই সিটি এফসির মধ্যে একটি ক্লাব এখনও সুপার কাপ খেলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি।

চারটে ক্লাবের থেকে এখনও সম্মতি না এলেও এরকমটা মনে করার নেই য়ে, পরে সম্মতি জানালে সুপার কাপে আর নেওয়া হবে না। মোহনবাগান খেলার কথা জানালেও কিছু শর্ত রেখেছে। সবুজ-মেরুনের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, এএফসির খেলার দিনক্ষণ দেখে সুপার কাপে মোহনবাগানের খেলা দিতে। সুপার কাপে খেলার সম্মতি দেওয়ার আগে ফেডারেশনের কাছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সুপার কাপে কতজন বিদেশি খেলানো যাবে। এএফসির স্লট থাকবে কি না? সুপার কাপে কতজন বিদেশি ফুটবলার খেলানো যাবে তা নিয়ে সরকারি ভাবে ফেডারেশন এখনও পর্যন্ত কিছু না জানালেও মোটামুটি য়া জানা যাচ্ছে তাতে এবারের সুপার কাপে চারজন বিদেশি খেলার সম্ভাবনা।

ফেডারেশন থেকে এদিন সব ক্লাবকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এএফসির স্লট এবারেও পাওয়া যাবে। কিন্তু ক্লাবগুলির কাছে প্রশ্ন হল, সারা মরশুমে নির্দিষ্ট সংখ্যক ম্যাচ খেলা হলে একমাত্র তবেই এএফসির স্লট পাওয়া যাবে। তা

একমাত্র সম্ভব আইএসএল খেলা হলে। যা এখনও নিশ্চিত হয়নি, কবে থেকে হবে। বলা হয়েছে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে আইএসএল। কিন্তু তার টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। এখন চলছে, কারা টেন্ডার প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে সেই বেসরকারী সংস্থাটিকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া।

তবে আইএসএলের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও শুরু না হলেও যা শোনা যাচ্ছে, দুবাইয়ের দুটি কোম্পানির সঙ্গে আগাম কথা বলছেন ফেডারেশন কর্তারা। যাতে দুটি সংস্থা আইএসএলের টেন্ডারের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়। য়ে দুটি কোম্পানীর সঙ্গে কথা হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটি হল, দুবাইয়ের য়ে কোম্পানিটি এই মুহূর্তে কেরালা লিগ পরিচালনা করছে। দুবাইয়ের অন্য কোম্পানিটির নাম হল, ' ফাইভ' কোম্পানি। শোনা যাচ্ছে, এই দুটি কোম্পানি আইএসএলের জন্য টেন্ডারে অংশ নিতে আগ্রহী রয়েছে। এখন দেখার রিলায়েন্স কোনওভাবে এই টেন্ডারে অংশ নেয় কি না।এদিকে আই লিগের টেন্ডারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে ফেডারেশন। পাশাপাশি আই লিগের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ' অনেক আগেই ইন্টার কাশীর নাম ঘোষণা করলেও, ফেডারেশন একটি কমিটি করে দিয়েছে, ' নির্দেশনামা খতিয়ে দেখার জন্য। আশা করা যাচ্ছে, সোমবারের মধ্যেই জানা যাবে, আই লিগ না আইএসএল, কোথায় খেলবে ইন্টার কাশী।

এশিয়া কাপের মধ্যেই নয়া ফিটনেস পরীক্ষা টিম ইন্ডিয়ার! পাশ করলেন যারা

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ব্রঙ্কো টেস্টের পর ফের নয়া পরীক্ষা। তাও সেটা এশিয়া কাপের মধ্যেই। শুক্রবার ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের অধীনে সেই নতুন পরীক্ষা দিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, শুভমান গিলরা। যা অনেকটা ফুটবলের গোলকিপারের অনুশীলনের মতো। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এক নতুন পরীক্ষা শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। য়েখানে ছোট গোলপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। আর সামনে থেকে তাঁদের দিকে বল ছুড়ছেন টি দিলীপ। ক্রিকেটারদের কাজ হবে বল নে কোনওভাবেই পিছনের গোলপোস্টের জালে না জড়ায়। সেই ক্যাচ ধরার অনুশীলন চলছে নতুন বলে। যা খুব দ্রুত গতির হয়। প্রত্যেক ক্রিকেটারের লক্ষ্য করে দুটো সেটে পাঁচবার বল ছোড়া হচ্ছিল। শুরুতে আসেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তিনি য়থেষ্ট ভালো পারফর্ম করেন। শরীর ছুড়ে চারটি ক্যাচ ধরেন গিলও। প্রথম সেটে ভালোভাবে ক্যাচ ধরতে পারেননি রিঙ্কু। দ্বিতীয় সেটে সেরা ছন্দে ছিলেন তিনি। কিন্তু আচমকা কেন এই পরীক্ষা? হার্দিকের উত্তর, যদি আমাকে ড্রাইভ মারতে হয়য়, তাহলে বুঝতে হবে আমি ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারছি না।

এর আগে গম্ভীরের সামনেই ব্রঙ্কো টেস্ট দিয়েছেন অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদবরা। খেলোয়াড়দের অ্যারোবিক ক্ষমতা পরীক্ষা করা এবং কার্ডিওভ্যাসকুলার প্রক্রিয়া বাড়াতে খুবই উপয়োগী এই ব্রঙ্কো টেস্ট। যা নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রো বলেছেন, মাঠে গিয়ে দিতে হয় এই পরীক্ষা। বিশ্বের যে কোনও জায়গায়, যে কোনও মাঠে এই পরীক্ষার আয়োজন করা য়েতে পারে। ফলে খেলোয়াড়রাও নিজেদের ফিটনেস মূল্যায়ন করারও সুযোগ পায়।

আল ইত্তিহাদ বনাম আল ফাতেহ ঃ ২০২৫ সালে কে শীর্ষে?

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ সৌদি আরবের ফুটবল ভক্তরা সবসময় আল ইত্তিহাদ এবং আল ফাতেহের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। উভয় ক্লাবই তাদের নিজস্ব স্টাইল এবং আবেগ নিয়ে আসে, কিন্তু তাদের অর্থ এবং স্কোয়াড মূল্যের ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যবধান রয়েছে। আল ইত্তিহাদ বড় তারকা এবং বিশাল বাজেটের সাথে আলাদা, অন্যদিকে আল ফাতেহ কম সম্পদ এবং স্থানীয় খেলোয়াড়দের সাথে কাজ করে। ২০২৫ সালে, দুটি ক্লাবের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। আসুন দেখি তারা কীভাবে তুলনা করে।

২০২৫ সালে, দুটি স্কোয়াডের মূল্য খুব আলাদা। আল ইত্তিহাদের স্কোয়াডের মূল্য প্রায় এ১১১ মিলিয়ন, যা তাদের সৌদি প্রো লিগের শীর্ষ ধনী ক্লাবগুলির একটিতে পরিণত করেছে। আন্তর্জাতিক তারকা খেলোয়াড়রা তাদের বাজার মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, আল ফাতেহের স্কোয়াডের মূল্য প্রায় এ২৩ মিলিয়ন। এটি আল ইত্তিহাদের চেয়ে প্রায় এ৯০ মিলিয়ন কম। মূল্যের ব্যবধান দেখায় যে অর্থ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আল ইত্তিহাদ কতটা শক্তিশালী। ভক্তরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন কোন ক্লাব আর্থিকভাবে এগিয়ে।

আল ইত্তিহাদের ফুটবলে কিছু বড় নাম রয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় তারকা হলেন করিম বেনজেমা, যিনি প্রতি বছর প্রায় এ৫০ মিলিয়ন আয় করেন। তাদের দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রাও লক্ষ লক্ষ বেতন পান, যা দেখায় যে ক্লাবটি বিশ্বমানের প্রতিভা আনতে কতটা ব্যয় করতে ইচ্ছুক। আল ফাতেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে। তাদের দলে বিশ্বব্যাপী তারকা না থাকলেও স্থানীয় প্রতিভা ও কম পরিচিত আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করে তারা লড়াই চালিয়ে যায়। আল ফাতেহের বেতন অনেক কম, অনেক খেলোয়াড় বছরে এ১ মিলিয়নেরও কম আয় করে। এটি ব্যয় ক্ষমতার দিক থেকে দুটি ক্লাবের মধ্যে বিশাল ব্যবধান দেখায়।

আল ইত্তিহাদ বিভিন্ন কারণে আর্থিকভাবে এগিয়ে রয়েছে। তাদের সেলিব্রিটি খেলোয়াড়রা আরও স্পনসর আকর্ষণ করে, টিকিট বিক্রি বাড়ায় এবং আন্তর্জাতিক সচেতনতা অর্জন করে। বেনজেমার মতো তারকারা ক্লাবকে বিশ্বব্যাপী সেলিব্রিটি প্রদান করে, যা তাদের রাজস্ব ও বাড়ায়। তারা স্থানান্তর এবং বেতনে প্রচুর ব্যয় করে লাইমলাইটে থাকে।

আল ফাতেহ একটি ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। তারা স্থানীয় খেলোয়াড়দের অগ্রাধিকার দেয় এবং সেই অনুযায়ী তাদের খরচ পরিচালনা করে। ক্লাবটি ইচ্ছাকৃতভাবে লিগে প্রতিয়োগিতামূলক থাকার জন্য ব্যয় করে, চুক্তিতে ব্যাপকভাবে নয়। যদিও এটি তাদের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, এর অর্থ হল তারা আল ইত্তিহাদের সেলিব্রিটি আবেদন এবং বাজার মূল্যের সাথে প্রতিয়োগিতা করতে পারে না।

২০২৫ সালে দুটি ক্লাবের মধ্যে তুলনা করার সময় আল ইত্তিহাদ স্পষ্টতই শ্রেষ্ঠ। তারা ১১১ মিলিয়ন ইউরোর দল, বড় খেলোয়াড়দের চুক্তি এবং বিশাল বেতন নিয়ে আল ফাতেহের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তাদের আর্থিক শক্তি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সৌদি প্রো লিগ ক্লাবগুলির মধ্যে স্থান করে দেয়। তাদের কাছে থাকা সম্পদের সাথে, আল ফাতেহ এখনও প্রতিয়োগিতামূলক কিন্তু আল ইত্তিহাদের পরিধির সাথে মেলে না। আন্তর্জাতিক নাম এবং ব্যয়বহুল চুক্তি দেখতে আগ্রহী ভক্তদের দ্বারা আল ইত্তিহাদ সর্বদাই চাওয়া হয়। আবেগ এবং স্থানীয় প্রতিভার জন্য আল ফাতেহ লীগে তার নিজস্ব অবস্থান বজায় রেখেছে, তবে অর্থ এবং সম্পদের দিক থেকে আল ইত্তিহাদ এই মৌসুমে অবিসংবাদিতভাবে বিজয়ী।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com